উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১২ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 29 October 2024 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 159 COB

# KHOSLA ELECTRONICS

শুভ উদ্বোধন কোচবিহার–এ
রেল গুমটি, ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রল পাম্পের উল্টোদিকে
91474 17300

সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ

উদ্বোধনী উপহার মার্বেলের গণেশজী

48 HRS. DHANTERAS DHAMAKA
Win GOLD & SILVER

WE CHALLENGE UNBEATABLE OFFERS

EXCLUSIVE AT KHOSLA
4 EMI OFF
BAJAJ FINSERV EXCLUSIVE OFFER
29 - 31 October

PLAY & WIN SURE SHOT FREE GIFTS
CAR, LED, BIKE, SOUND BAR, MOBILE, MIXI, REF, WASHING MACHINE, MICROWAVE OVEN, COFFEE MUG, IRON, UTENSILS

EXTRA BONUS! Shop & Earn ₹6000 LOYALTY BONUS

36 MONTHS EMI | ₹45,000 CASH BACK | ₹40,000 EXCHANGE OFFER
0 DOWN PAYMENT | ₹888 EMI STARTS | 88*% DISCOUNT

STORES OPEN TILL MID NIGHT

iPhone 16 128GB ₹74,900* EMI ₹3,329 CASHBACK ₹5,000 on CC
iPhone 16 Pro 128GB ₹1,15,900* EMI ₹4,995 CASHBACK ₹4,000 on CC
SAMSUNG S24 8/256GB ₹61,900* EMI ₹2,579
SAMSUNG A16 6/128 GB ₹16,499* EMI ₹1,374
vivo V40E 8/256 ₹27,899* EMI ₹2,069 CASHBACK ₹2,000 on CC
vivo Y300 8/128 GB ₹21,599* EMI ₹1,599 CASHBACK ₹2,000 on CC
oppo F27 8/128 GB ₹20,999* EMI ₹1,399 CASHBACK ₹2,000 on CC
oppo A3X 4/128 GB ₹13,499* EMI ₹1,349 CASHBACK ₹1,000 on CC
mi 13C 5G 6/128 ₹11,499 EMI ₹958
mi 13 8/128 ₹14,499 EMI ₹1,209 CASHBACK ₹1,000 on CC
HP AMD Athlon 8 GB RAM 256 GB SSSD Win 11+OFC ₹25,900 EMI ₹2,158
DELL i3 12th GEN 8 GB RAM 256 GB SSSD Win 11+OFC ₹35,500 EMI ₹2,959
HP VICTUS i5 12th GEN 8 GB RAM 512 GB SSSD Win 11+OFC ₹48,900 EMI ₹4,075 CASHBACK ₹1,500 on CC

SAMSUNG LG SONY Whirlpool Panasonic Haier IFB KUTCHINA

BUY 1 GET 1 FREE

BOSCH KGA DAIKIN HITACHI VOLTAS Carrier GENERAL FABER

DISCOUNT ₹52,409 — Buy 1.5 Ton 3* Inv AC Get FREE 32 Smart LED worth ₹24,990 EMI ₹3,333
DISCOUNT ₹31,790 — Buy 233 L DD Refrigerator Get FREE 7 Kg Top Load WM worth ₹26,780 EMI ₹2,933
DISCOUNT ₹23,290 — Buy 7 Kg Top Load WM Get FREE 20 L MWO worth ₹8,500 EMI ₹1,583
DISCOUNT ₹39,899 — Buy 32 Smart LED Get FREE 180 L SD Ref worth ₹21,390 EMI ₹1,999
DISCOUNT ₹19,300 — 1400 Suc, Motion Sensor Cimney Get FREE 3 BB Glass Cooktop worth ₹6,990 EMI ₹1,474

Panasonic

FESTIVALS COME HOME WITH Panasonic
1st OCT to 10th NOV 2024

TELEVISIONS
BUY AN OLED & BRING HOME A 43 (108cm) 4K GOOGLE TV FREE*
FIXED EMI OFFERS* On Select Models
20% CASHBACK UP TO ₹15000* On Select Models
3 YEAR* COMPREHENSIVE WARRANTY On 32 Inch and above LED Models
SPECIAL FINANCE SCHEME* 24/7, 15/5, 15/0 & 18/6

AIR CONDITIONERS
10% CASHBACK UP TO ₹4000*
1+9 YEAR* WARRANTY On Split Inverter Compressor
1+4 YEAR* WARRANTY On Split ACs PCB
1+4 YEAR* WARRANTY On Eco Tough ODU Casing
1+4 YEAR* WARRANTY On Split Fixed Speed Compressor
STANDARD INSTALLATION CHARGES* ₹1200+GST

WASHING MACHINES
15% CASHBACK UP TO ₹9000*
2+1 YEAR* COMPREHENSIVE WARRANTY On Select WM Models
12 YEAR* WARRANTY On Motor
FIXED EMI OFFERS Starting from ₹999*
SPECIAL FINANCE SCHEME* 15/0

REFRIGERATORS
15% CASHBACK UP TO ₹9000*
3 YEAR* COMPREHENSIVE WARRANTY On Select Refrigerator Models
10 YEAR* WARRANTY On Inverter Compressor
FIXED EMI OFFERS Starting from ₹1,999*
SPECIAL FINANCE SCHEME* 7/0, 8/0, 10/0, 12/4, 15/5 & 20/6

*T&C Apply. Products, images, features & specifications shown here are for representational purposes only, actual may vary. For offer details, please visit: https://www.panasonic.com/in/consumer/diwali-t-c.html

UP TO 15% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹15,000; Max. Discount: ₹7,500 per card; Also valid on EMI Trxn.; Validity: 19 Oct - 04 Nov 2024. T&C Apply.

BUY 24 x7 khoslaonline.com | CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount.

Scan to locate your nearest Khosla store

RAIGANJ — MOHONBATI BAZAR, NETAJIPALLY opp. North Dinajpur District Court Ph : 91473 93600
ALIPURDUAR — SHAMUKTALA ROAD opp Menaka Cinema Hall Ph : 98742 87232
SILIGURI — SEVOKE ROAD, 2nd Miles, Near ITI More Ph: 98742 41685
BALURGHAT — HILI MORE Ph: 98742 33392
MALDAH — 15/1, PRANTH PALLY Rathbari Ph: 98742 49132

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১২ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 29 October 2024 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 159 COB

দক্ষিণ আফ্রিকায় কোচ লক্ষ্মণ

দশের পাতায়

গুজরাটে টাটার নয়া বিমান কারখানা

আটের পাতায়

স্বর্ণতৃষা... ধনতেরাসের আগে সোনার দোকানে ভিড়। কোচবিহারে জয়দেব দাসের তোলা ছবি। সোমবার

### হাইকোর্টের চ্যানেল হ্যাক

কলকাতা হাইকোর্টের পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চে কাজ চলার সময় ইউটিউব লাইভ হ্যাক হয়ে যায়। সোমবার বিচারপতি শুভেন্দু সামন্তর এজলাসে মামলা মেনশন করার সময় এই ঘটনা ঘটে। চলতে থাকে অশালীন পর্নোগ্রাফি ভিডিও। নজরে আসতেই বন্ধ করে দেওয়া হয় আদালতের লাইভ স্ট্রিমিং।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

### আগামী বছর জনগণনা

৪ বছর দেরিতে হলেও ২০২৫ সাল থেকে কেন্দ্র জনগণনা শুরু করতে চলেছে। গোটা বছর ধরেই চলবে ওই প্রক্রিয়া। জনগণনা পুরোপুরি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হবে। এদিকে জনগণনার সঙ্গে জাতগণনা হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন কংগ্রেসের।

বিস্তারিত আটের পাতায়

# দালাল পাকড়াও

## এমজেএনে রোগী সেজে অভিযান পুলিশের

**শিবশংকর সূত্রধর**

**কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর :** সোমবার তখন বেলা ১২টা। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে তখন রোগীদের গাদাগাদি ভিড়। কেউ লাইন দিয়ে টিকিট কাটছেন। কেউ চিকিৎসকের ঘরের বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আবার কেউ ওষুধ নেওয়ার দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হঠাৎই সাধারণ মানুষের ভিড়ে কোতোয়ালি থানার কয়েকজন পুলিশ অফিসার সেখানে ঢুকে পড়লেন। ভাবখানা এমন যেন, তাঁরা চিকিৎসক দেখাতে এসেছেন। কিছুক্ষণ চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ঘোরাতেই দালালদের হদিস মিলল। রোগীর আত্মীয় সেজে তাদের কাছে চিকিৎসা বিষয়ক খবর জিজ্ঞাসা করতেই প্রস্তাব এল, হাসপাতালে নাকি চিকিৎসা ভালো হয় না, বাইরের ক্লিনিকে খুব কম খরচেই ভালো চিকিৎসা করিয়ে দেবে। তারাই যে দালাল, দুঁদে পুলিশ অফিসারদের সেটা আর বুঝতে বাকি রইল না।

এভাবেই পুলিশ এদিন এমজেএন মেডিকেল থেকে চারজন দালালকে গ্রেপ্তার করল। ধুতরা হল- পিন্টু দাস, বিনোদ ওরাওঁ, কাশেম মিয়াঁ ও সুজিত হালদার। দীর্ঘদিন ধরেই তারা হাসপাতাল চত্বর থেকে রোগীদের ভুল বুঝিয়ে বেসরকারি ক্লিনিক ও নার্সিংহোমে নিয়ে যেত বলে অভিযোগ। পুলিশের এক আধিকারিক বললেন, 'নিয়মিতভাবে এ ধরনের অভিযান চলবে।'

মেডিকেল কলেজ থেকে অভিযুক্তকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। -জয়দেব দাস

এমএসভিপি সৌরদীপ রায়ের বক্তব্য, 'কিছু দালাল এখান থেকে রোগীদের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে বলে অনেকদিন ধরেই আমাদের কাছে অভিযোগ আসছিল। পুলিশ এরকম কয়েকজনকে ধরেছে। এরকম আরও কয়েকজন রয়েছে। আমরা তাদের চিহ্নিত করছি।'

কোচবিহারে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে কালো কারবার দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। এখানে পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ার জেলা সহ নিম্ন অসমের বহু মানুষ প্রতিদিন চিকিৎসা করাতে আসেন। দালালদের ফাঁদে পড়ে তাদের বহু টাকা খরচ হয় বলে অভিযোগ। বেসরকারি ক্লিনিক ও নার্সিংহোমগুলির একাংশের সঙ্গে ওই দালালদের টাকার বিনিময়ে 'বোঝাপড়া' হয়। দালালদের কাজ রোগীদের হাসপাতাল থেকে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া। সেখানে প্রচুর টাকায় ওষুধ বিক্রির পাশাপাশি নানা পরীক্ষানিরীক্ষা হয়। সেই টাকার একটি অংশ দালালদের পকেটেও ঢোকে। কোচবিহারে এর আগে বহু ভুয়ো ল্যাবরেটরি ও ভুয়ো চিকিৎসকের সন্ধান মিলেছিল। সেখানেও এধরনের কারবার চলত। নতুন করে আবার সেই চক্র সক্রিয় হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে রোগীর পরিজনরা প্রশ্ন তুলেছেন।

এমজেএন মেডিকেলে চিকিৎসা করাতে আসা এক রোগীর আত্মীয় শান্তনু সরকার বললেন, 'প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বহু মানুষ এখানে চিকিৎসা করাতে আসে। তারা যদি দালালদের খপ্পরে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে সবার মনেই প্রশ্ন উঠবে। পুলিশ-প্রশাসনের নিয়মিতভাবে এধরনের অভিযান চালানো উচিত।'

কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর জেলা হাসপাতালগুলিতে দালালদের চক্র নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এর আগে মেখলিগঞ্জ হাসপাতাল থেকে নার্সিংহোমে রোগীকে পাঠানোর ব্যাপারে নাম জড়িয়েছিল খোদ চিকিৎসকের। ভুক্তভোগী রোগীর পরিজনরা বলছেন, শুধু মেডিকেল নয়, জেলার হাসপাতালগুলিতেও এই ধরণের অভিযান চালানো দরকার।

**শুভেন্দুর সমালোচনা**

# প্রাথমিকে আপাতত টেট নয়

**নির্মল ঘোষ**

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** ২০২৪ সালে প্রাথমিকের টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) আপাতত স্থগিত। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সোমবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আইনি জটিলতা ও আগের দু'বারের উত্তীর্ণদের এখনও নিয়োগ করতে না পারায় এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য এজন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন।

২০২২ ও ২০২৩ সালের পর এ বছরের ডিসেম্বরে ফের টেট হওয়ার কথা ছিল। পর্ষদ সভাপতি বলেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর চেয়েছিলাম, প্রত্যেক বছর যেন টেট হয়। পরপর দু'বছর টেট হলেও আইনি জটিলতায় এখনও নিয়োগ সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালের টেটের রেজাল্টও প্রকাশ করা যায়নি। তাই আগের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে ছয় মাসের মধ্যে টেট নেওয়া হবে।'

> আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর চেয়েছিলাম, প্রত্যেক বছর যেন টেট হয়। পরপর দু'বছর টেট হলেও আইনি জটিলতায় এখনও নিয়োগ সম্ভব হয়নি। তাই আগের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে ছয় মাসের মধ্যে টেট নেওয়া হবে।
>
> **গৌতম পাল,** *পর্ষদ সভাপতি*

যদিও বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'আর কোনওদিন টেট নেওয়া হবে না। ওবিসি সংরক্ষণে ৯৮ শতাংশ মুসলিমকে ঢুকিয়ে কানাগলিতে ঢুকে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাইকোর্ট সেই নির্দেশকে বাতিল করেছে। ওই 'অবৈধ সংরক্ষণ' বাতিল করলে মমতা তাঁর ভোটব্যাংক হারাবেন। অপরদিকে আদালতের নির্দেশ না মানলে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হবে। এজন্য টেট বন্ধ করে দেওয়া হল।'

২০২২ সালের টেটে প্রায় ৭ লক্ষ পরীক্ষার্থী ছিলেন। উত্তীর্ণ হন দেড় লক্ষ। ২০২৩ সালে পরীক্ষা দেন ২ লক্ষ ৭২ হাজার। কিন্তু উত্তীর্ণদের তালিকা এখনও প্রকাশ করেনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। গৌতমের যুক্তি, 'কিছু আইনি জটিলতায় ফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না।'

২০২২ সালে টেট পাশ ডিএলএড ঐক্যমঞ্চের সভাপতি বিদেশ গাজি বলেন, 'আজই বিকাশ ভবনে শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা মহাদেব সোরেনের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত নিয়োগের দাবি জানিয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, পর্ষদ শূন্যপদ চেয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না।'

**কথায় কথায়**

# মহিলাদের দর বাড়ে ভোটের মুখে

**আশিস ঘোষ**

ভোট এলেই কত কী মনে পড়ে যায় এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর। আর তখনই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় বাঞ্ছা কল্পতরু সাজার। মনে পড়ে যায় মহিলাদের কথা, যাঁরা মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক। কে কত বেশি ভেট দিতে পারবে ভোটারদের শুরু হয় তার রীতিমতো প্রতিযোগিতা। এ সময় তাঁদের মনে পড়ে মহিলাদের কথা। তাঁদের জন্য কতরকম স্কিমের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নিয়ম করে। এ বলে আমায় দ্যাখ। ও বলে আমাকে।

সংবৎসর মহিলাদের কদর কতটা তা কাগজ খুললেই মালুম হয়। তবে দর যে ভোটের বাজারে বিলক্ষণ বাড়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই যে এ রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু হল তারপর থেকে রাজ্যে রাজ্যে ভাণ্ডারের ছড়াছড়ি। যারা সেসময় তৃণমূলকে গাল পেড়েছিল, যারা বলেছিল এ হল মহিলাদের ঘুষ দেওয়া, রাজকোষের টাকার অপচয়, তারাও যে যার রাজ্যে নানারকম নামে পুরোদমে চালু করে দিয়েছে একইরকম নানা প্রকল্প। কে কত বেশি টাকা দেবে তারও পাল্লা শুরু হয়ে যায়। যেন নিলামের বাজার। ভাণ্ডারের টাকার অঙ্ক তো আছেই, সঙ্গে ফাউ বাসে চড়া, কম সুদে ব্যাংকের ঋণ আরও কত কী। মহিলা ভোটের অঙ্কে ভালো ফায়দার হিসেব দেখে এখন আর কেউ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নিন্দেমন্দ করে না। সেই বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও থেকে শুরু করে কোথাও বহেনা, কোথাও মাইয়া, কোথাও লাডলি বেটির নামে কত প্রকল্প। ভোটের প্রচারে গলা ফাটিয়ে চলে এ সবের গুণগান। সঙ্গে চাপা গলায় শাসানি, ভোট না দিলে ভাণ্ডার পাবি না। এতেই কাজ হয়। মহিলা ভোট বাঁধা থাকে দলের খাতায়।

এই যে বিধানসভার ভোট হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে সেখানেও হেমন্ত সোরেনের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে মহিলাদের মাসে হাজার টাকার মাইয়া সম্মান যোজনা রয়েছে। ভোটের আগে এ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। তারা গলা কয়েক ধাপ চড়িয়ে বলেছে, এরপর নয়ের পাতায়

# ঋণ পরিশোধ করাতে শেষে অপহরণ

**সায়নদীপ ভট্টাচার্য**

**তুফানগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর :** বন্ধুর ঋণের 'গ্যারান্টার' হয়ে মহা ফাঁপরে পড়েছেন তুফানগঞ্জের এক ব্যবসায়ী। ওই ব্যবসায়ীর বন্ধু একটি সংস্থা থেকে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সেই ঋণের 'গ্যারান্টার' হয়েছিলেন ওই ব্যবসায়ী। কিন্তু বন্ধু কিছুতে ঋণ পরিশোধ করছেন না বলে অভিযোগ। ঋণের টাকা পরিশোধ করার জন্য উলটে 'গ্যারান্টার' ব্যবসায়ীকেই চাপ দেয় ঋণদাতা ওই সংস্থা। তাতেও ঋণের টাকা পরিশোধ করতে রাজি নন ওই বন্ধু। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে শেষপর্যন্ত বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করেন ব্যবসায়ী বলে অভিযোগ। যা নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়েছে তুফানগঞ্জে। এদিকে 'গ্যারান্টার' ব্যবসায়ী তাঁর মা-বাবাকে অপহরণ করেছে জানতে পেরে সোমবার তুফানগঞ্জ থানার দ্বারস্থ হন অপহৃতদের ছেলে। কিন্তু পুলিশ অভিযোগপত্র নিতে চায়নি বলে অভিযোগ। থানা থেকে বিষয়টি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে মিটিয়ে নিতে বলা হয়েছে। যে কারণে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও তুফানগঞ্জের এসডিপিও বৈভব বাঙ্গার বলেছেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

তুফানগঞ্জ থানায় অপহৃতের ছেলে।

**বন্ধুর কীর্তি**

- তুফানগঞ্জের ব্যবসায়ীর বন্ধু একটি সংস্থা থেকে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন
- সেই ঋণের 'গ্যারান্টার' হয়েছিলেন ওই ব্যবসায়ী
- বন্ধু ঋণ পরিশোধ করছেন না বলে অভিযোগ
- 'গ্যারান্টার' ব্যবসায়ীকেই চাপ দেয় ঋণদাতা ওই সংস্থা
- পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ ব্যবসায়ীর বলে অভিযোগ

অসমের ধুবড়ির ছাগলিয়া এলাকার বাসিন্দা মফিজউদ্দিন মিয়াঁ এবং তুফানগঞ্জের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটার বাসিন্দা একরামুল হকের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। পাঁচ বছর আগে মফিজউদ্দিন একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে একটি লরি কিনেছিলেন। সেই সময় ওই ঋণের 'গ্যারান্টার' হয়েছিলেন একরামুল। গত বছর দুর্ঘটনার কবলে পড়লে লরিটি বাজেয়াপ্ত করে অসমের বালাজান থানার পুলিশ। গাড়ি বাজেয়াপ্তর পর মফিজউদ্দিন ঋণের কিস্তি দেওয়া বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ। ঋণদাতা সংস্থা 'গ্যারান্টার' একরামুলকে চাপ দেয় ঋণের টাকা পরিশোধ করার জন্য। একরামুলও ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য মফিজউদ্দিনকে নানাভাবে বোঝাতে শুরু করেন। কিন্তু তাতেও রাজি হন না মফিজউদ্দিন। এই ঘটনায় ছাগলিয়া গ্রামে একাধিকবার সালিশি সভাও বসে। তবুও কিস্তির টাকা দিতে রাজি হননি মফিজউদ্দিন।

মফিজউদ্দিনের পরিবার জানিয়েছে, গত ১৮ তারিখে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন মফিজউদ্দিন। সেই সময় হাসপাতাল চত্বর থেকে বন্ধুকে একরামুল অপহরণ করেন বলে অভিযোগ। ওইদিনই তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অপহৃতের ছেলে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দু'দিন পরে ২০ তারিখে পুলিশ মফিজউদ্দিনকে উদ্ধার করে। এরপর তাঁকে তোলা হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে। অভিযোগ, ওইদিন আদালত চত্বর থেকে সস্ত্রীক মফিজউদ্দিনকে ফের অপহরণ করা হয়।

মফিজউদ্দিনের ছেলে আব্বাস আলি বলেন, 'আদালত চত্বর থেকে ফের বাবা ও মাকে অপহরণ করে ওই গ্যারান্টার। এরপর নয়ের পাতায়

# ভিন্নরূপে বন্দনা দুই রাজপরিবারে

**জ্যোতি সরকার ও শিবশংকর সূত্রধর**

**জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর :** দুই রাজ পরিবার। লতায়-পাতায় তাঁদের সম্পর্কও রয়েছে। দুই রাজবাড়ির কালীপুজো নিয়ে কমবেশি ৫০০ বছর ধরে একইভাবে আচ্ছন্ন থাকে কোচবিহার আর জলপাইগুড়ি। কোচবিহারে তিনি বড়োতারা রূপে পুজো পান। আর জলপাইগুড়িতে চিরাচরিত কালীমূর্তিতে। তবে, পুজোর রীতি থেকে ভোগ- সবেতেই কিন্তু অনেক ফারাক।

কোচবিহারের রাজ আমলের পুজোয় বরাবরই বিশেষ রীতি থাকে। বড়োতারার পুজোর মূল বৈশিষ্ট্যই হল এখানে শাটি ও শোলমাছ পোড়া ভোগ দেওয়া হয় দেবীকে। বড়োতারাকে সন্তুষ্ট রাখতে পাঁচ ধরনের বলি উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। রাজ পুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথায়, 'বড়োতারার পুজো কঠিন একটি কাজ। একটুও যাতে ভুল না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হয়। অমাবস্যা তিথিতে সারারাত ধরে পুজো চলে।'

জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে পাঁচ প্রজন্ম ধরে পুজো করে আসা পুরোহিত পরিবারের অন্যতম সদস্য শিবু ঘোষাল। তিনি জানালেন, 'রাজবাড়ির পুজো ৫১৫ বছর ধরে হয়ে আসছে। পুজোর দিনে আমিষ ভোগ হবে। দেবীর সামনে প্রসাদের থালাতে স্থান পাবে বড় সাইজের করলা নদীর বোয়াল মাছ। ভোগে দেওয়া হবে রুই, কাতলা, ইলিশ এবং আড় মাছ। ফ্রায়েড রাইস আর পোলাও থাকবে। রাজবাড়িতে বলিপ্রথা চালু রয়েছে। এবারও বলি দেওয়া হবে।'

দুই রাজবাড়ির দেবী প্রতিমা। মদনমোহনবাড়িতে ও জলপাইগুড়িতে।

বড়োতারার পুজো কোন সময় থেকে শুরু হয়েছিল তার উল্লেখ কোনও নথিতে নেই। ফলে এই পুজো কতটা প্রাচীন তা স্পষ্ট করে জানাতে পারেননি ইতিহাসবিদরা। কেউ মনে করেন বড়োদেবীর পুজোর কিছু পরে বড়োতারার পুজো শুরু। আবার অনেকে মনে করেন, মদনমোহনবাড়ি তৈরির আগে রাজবাড়িতে বড়োতারার পুজো হত। কোচবিহার আর্কাইভের সভাপতি ঋষিকল্প পাল বলেছেন, 'বড়োতারার পুজো শুরুর সময়টা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে এটি প্রাচীন পুজো।'

মদনমোহনের ডানদিকের ঘরে জয়তারার অধিষ্ঠান। সেখানে সারা বছর নিত্যপুজো হয়। বড়োতারার প্রতিমা সেই জয়তারার আদলেই হয়ে থাকে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রেই জানা গিয়েছে, এরপর নয়ের পাতায়

## ভোটের মুখে উত্তপ্ত সিতাই

# আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে তর্জা

অমৃতা দে

**সিতাই, ২৮ অক্টোবর :** বরাবরই রাজনৈতিক দিক দিয়ে উত্তপ্ত সিতাই। এর আগে বেশ কয়েকবার সেখানে বোমা উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। সামনেই উপনির্বাচন। তার আগে ফের সিতাইয়ে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় আতঙ্কে সকলে।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে সিতাই ১ নম্বর অঞ্চলের গান্ধি বাজার সংলগ্ন এলাকায় একদল দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। গোপন সূত্রে সেখানে অভিযান চালাতেই উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনার কথায়, 'খবর পেয়ে সোমবার ভোরে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। ওই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে একটি ওয়ান শটার পিস্তল উদ্ধার হয়েছে।'

ধৃত সকলেই সিতাইয়ের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। তাদের নাম আব্দুল বাহাব, হাসিনুর মিয়াঁ, আলিকজুল মিয়াঁ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে এদিন দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হয়। মহকুমা আদালত তাদের তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

তবে কোথা থেকে ওই আগ্নেয়াস্ত্র সেখানে এল সে বিষয়ে পুলিশ এখনও মুখ খুলতে চাইছে না। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, ওই আগ্নেয়াস্ত্র আগে থেকেই গান্ধি বাজার এলাকায় মজুত করা ছিল।

এই পরিস্থিতিতে উপনির্বাচনে সন্ত্রাসের আশঙ্কা করছে বিরোধীরা। সিতাইয়ে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠছে। ভোটের মুখে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারকে হাতিয়ার করে তৃণমূলের দিকে তোপ দেগেছে তারা।

সিতাই আসনের বিজেপি প্রার্থী দীপক রায় বলেন, 'ভোটের আগে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেও একাজ করা হতে পারে। বোমা-বন্দুক ব্যবহার এখন পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। এগুলো বন্ধ করা হোক।'

যদিও বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সিতাইয়ের তৃণমূল নেতা নুর আলম হোসেন বলেন,

'তৃণমূল কংগ্রেস বোমা-বন্দুকের রাজনীতি করে না। এটা বিজেপির চক্রান্ত হতেই পারে। আমরা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটভিক্ষা করছি। মিটিং-মিছিল করছি। মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে।'

এদিকে কংগ্রেসের প্রার্থী হরিহর রায় সিংহের ইলেকশন এজেন্ট মাসুদ হাসানের কথায়, 'এগুলো পুলিশের রুটিন তল্লাশি। কিছু কেস দিতে হয় তাই দিচ্ছে। কিন্তু আসল অস্ত্র উদ্ধার করতে পারছে না। সেটা তৃণমূলের কাছেই রয়েছে। এগুলো দাদা-দিদির রাজনীতি।'

এই পরিস্থিতিতে সিতাইয়ে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

*আমন ধানের মরশুমে বাঁশের তৈরি সামগ্রী নিয়ে গ্রামের পথে। ফুলবাড়িতে। সোমবার। ছবি : শ্রীবাস মণ্ডল*

# দূরত্ব ঘোচালেন হিপ্পি ও সজল

গৌরহরি দাস

**কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর :** দূরত্ব ঘুচিয়ে এক মঞ্চে হিপ্পি ও সজল। কোচবিহার-২ ব্লকের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সোমবার দুই নেতা উভয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি কোচবিহার-২ ব্লকে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের চারটি অঞ্চল কমিটি ভেঙে দেওয়া ও ব্লক সভাপতি সজল সরকারের পুনরায় আগের কমিটিকে বহাল রাখার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়ের বিবাদ চরমে ওঠে। সজলের ব্লক সম্মেলনে যাওয়া নিয়ে এদিন হিপ্পিকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি ওই ব্লক সম্মেলনে অবশ্যই যাব। আমাদের ব্লক সভাপতি সজল সমস্যার কারণে কিছুদিন বাইরে ছিলেন। তিনি এসেছেন। তাই ওই সম্মেলন দু'দিন পিছিয়ে ২৯ অক্টোবর করা হয়েছে। মঙ্গলবার সম্মেলনের শুরু থেকে আমি সজলের পাশে থাকব।'

ব্লক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে হিপ্পি ও সজলের এমন কাছাকাছি আসার ঘটনা জানাজানি হতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, দুজনের হঠাৎ এমন সদ্ভাব জেগে ওঠা নিজেদের সদিচ্ছায়, নাকি এর পেছনে দলের রাজ্য নেতৃত্বের কোনও চাপ রয়েছে।

মঙ্গলবার তৃণমূলের কোচবিহার শহর ব্লক কমিটির সম্মেলন রয়েছে। এই ব্লক সম্মেলনের পেছনে ব্লক সভাপতি দিলীপ সাহার উদ্যোগ থাকলেও এর মূল হোতা যে খোদ দলের জেলা সভাপতি হিপ্পি তা কারও অজানা নয়। দলীয় সূত্রে খবর, সজলের ব্লকের সম্মেলন ২৭ অক্টোবর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোচবিহার শহর ব্লক সম্মেলন, বলা ভালো হিপ্পির সম্মেলনকে টেক্কা দিতে পরে তা পিছিয়ে সজলও তার ব্লক সম্মেলন ২৯ তারিখ করেন। উভয় সম্মেলনে দলের জেলার প্রায় সমস্ত নেতৃত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ফলে জেলা নেতৃত্বও বুঝে উঠতে পারছিল না তারা কোন সম্মেলনে যাবে। ফলে এই দুই সম্মেলনকে ঘিরে দলের অধিকাংশ জেলা নেতৃত্ব প্রমাদ গুনতে শুরু করেছিলেন।

তবে এদিন ব্লক সম্মেলন নিয়ে উভয় নেতা নিজেদের অবস্থান থেকে পুরোপুরি ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছেন। সজলের কথায়, 'অভিজিৎ দলের জেলা সভাপতি। তিনি আমাদের অভিভাবক। তিনি সম্মেলনে আসবেন এটাই কাম্য। আমরা তাঁর এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই।' যদিও হঠাৎ দুই নেতার পরস্পরের কাছে আসা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ব্লক কমিটি ভাঙাগড়া নিয়ে এই দুই নেতার মধ্যে কোন্দল প্রকাশ্যে আসার বিষয়টি শাসকদলের রাজ্য নেতৃত্ব একেবারে ভালোভাবে নেয়নি। তাই সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে ব্লক সম্মেলনকে ঘিরে এই দুই নেতার মধ্যে তিক্ততা আরও বাড়ুক সেটা দল চাইছে না। সম্ভবত দলের রাজ্য নেতৃত্বের চাপে দুই নেতা নিজেদের অভিমান মিটিয়ে পরস্পরের কাছে এসেছেন।

**মিটল অভিমান**

- সোমবার দুই নেতা উভয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন
- সম্প্রতি কোচবিহার-২ ব্লকে অভিজিৎ চারটি অঞ্চল কমিটি ভেঙে দেন
- ব্লক সভাপতি সজলের পুনরায় আগের কমিটিকে বহাল রাখার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ চরমে ওঠে
- সজলের ব্লক সম্মেলনে যাওয়া নিয়ে এদিন হিপ্পি জানান, তিনি ওই সম্মেলনে অবশ্যই যাবেন

আমি ওই ব্লক সম্মেলনে অবশ্যই যাব। আমাদের ব্লক সভাপতি সজল সমস্যার কারণে কিছুদিন বাইরে ছিলেন। তিনি এসেছেন। তাই ওই সম্মেলন দু'দিন পিছিয়ে ২৯ অক্টোবর করা হয়েছে। মঙ্গলবার সম্মেলনের শুরু থেকে আমি সজলের পাশে থাকব।

**অভিজিৎ দে ভৌমিক** তৃণমূল জেলা সভাপতি, কোচবিহার

# পরিত্যক্ত অফিস সংস্কারের দাবি

গৌতম দাস

**তুফানগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর :** বছর দশেকেরও বেশি বন্ধ অফিস ঘর। সেটি এখন ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। ঘটনাটি তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তুফানগঞ্জ (কালীবাড়ি) রেগুলেটেড মার্কেট এলাকার। পরিত্যক্ত ঘরটির দেওয়ালে শ্যাওলা জন্মেছে। দেওয়ালে কালো ছোপ ছোপ দাগ পড়েছে। পলেস্তারা কোথাও কোথাও খুলে পড়ছে। জানালার পাল্লা কোথাও খুলে গিয়েছে। একটু হাওয়াতেই জানলা, দরজার শব্দে ভয় ভয় লাগে। এককথায় ভূতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে পরিত্যক্ত অফিস চত্বরে। পরিত্যক্ত অফিসটি যে কোনও সময় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন অনেকেই। দ্রুত অফিসটি সংস্কারের দাবি তুলেছেন। কালীবাড়ি রেগুলেটেড মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সঞ্জিত সূত্রধর বলেন, 'পুরোনো অফিসটি দেখে ভয়ই লাগে। যে কোনও সময় ভেঙে পড়ার আগেই অফিসটি সংস্কার বা নতুন করে তৈরি করা দরকার।' তুফানগঞ্জ (কালীবাড়ি) রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির ইনচার্জ নেপালচন্দ্র দে জানান, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে কোচবিহার জেলা রেগুলেটেড মার্কেটের সম্পাদক সাবির আলি আশ্বাস জানিয়েছেন।

১৯৮৮ সালে ৩৬ একর জমিতে তৈরি হয় তুফানগঞ্জ (কালীবাড়ি) রেগুলেটেড মার্কেট। তুফানগঞ্জ শহরের চাপ কমাতে তুফানগঞ্জ শহর থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে তুফানগঞ্জ-ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়কের ধারে এই বাজারটি তৈরি করা হয়। তুফানগঞ্জ (কালীবাড়ি) রেগুলেটেড মার্কেটটি শুরুর পর তিনবার বন্ধ হয়েছিল। ২০০৬ সাল থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে। স্থায়ী দোকানের পাশাপাশি এখানে প্রতি সোমবার গোরুর হাট বসে। ২০১৩ সালে ১০৫টি স্টল চালু হয়। পরে ১২০টি স্টল নতুন করে তৈরি হয়। তার মধ্যে ৩১টি স্টল বণ্টন করা হয়েছে। বাকি ৮৯টি স্টল এখনও বণ্টন করা হয়নি। বর্তমানে আরও ২৪টি স্টল নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। কৃষকদের জন্য বিশ্রামাগার, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা হলেও তা এখনও চালু হয়নি।

১৯৯০ সালে পুরোনো অফিস ঘরটি তৈরি হয়। প্রায় ২০ বছর চলার পর অফিসটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তখন পাশেই নতুন ঘর তৈরি করে সেখানে অফিস স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমান নতুন অফিসেরও পলেস্তারা খসে পড়ছে। স্থানীয় কাপড় ব্যবসায়ী মনোজ দাসের কথায়, 'পুরোনো অফিসটি সংস্কার করে সেটি ভাড়া দেওয়া যেতে পারে। অথবা এই অফিসটি ভেঙে নতুন স্টল তৈরি করে ভাড়া দেওয়া হোক। তাহলে ভেতরে বসা দোকানদাররা এখানে বসতে পারলে বিক্রিবাটা ভালো হবে। বিষয়টি বাজার কর্তৃপক্ষের ভাবা উচিত।' একই বক্তব্য সবজি ব্যবসায়ী কমরুদ জামানেরও।

*এই পরিত্যক্ত ঘরটি সংস্কারের দাবি উঠেছে। -সংবাদচিত্র*

**Corrigendum Notice**

Corrigendum Notice of NIT No.DDP/N-22 of 2024-25 for SL 1, 6, 8 9 & DDP/N-23 of 2024-25 for SL-1

Corrigendum Notice of NIT No.DDP/N-22 of 2024-25 for SL 1, 6, 8 9 & DDP/N-23 of 2024-25 for SL-1 Closing date extended upto 04/11/2024 12.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website-www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

**Corrigendum Notice**

NIT No. DDP/N-22/2024-25

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-22/2024-25 Serial No-8 regarding credential of the work stated in the NIT 22 of 24-25 Serial No-8 of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad Details of Corrigendum may be seen in the Website-www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

**সোনা ও রুপোর দর**

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৮৬০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৯০০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৫১০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৯৭০০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৯৭১০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

**কর্মখালি**

গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ-এর আশেপাশে কাজ করার জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 10000 টাকা, হেড অফিস শিলিগুড়ি। থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। (M) 9046427575, 9434603126. (C/113048)

**বিক্রয়**

মোগড়াডাঙ্গি গ্রামীণ হাসপাতালের পাশে পাকা রাস্তার ধারে ২ কাঠা জমিতে দোকানঘর সহ পাকা বাড়ি বিক্রি। (M) 7908604517. (C/112827)

**অ্যাফিডেভিট**

গত 25.10.24, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jyotsna Das-এর পরিবর্তে Jyotsna Roy, D/o. Late Parimal Roy হলাম। উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার। (C/111869)

•

আমি প্রমিলা প্রসাদ, স্বামী- শ্যাম প্রসাদ, সাকিন- খালপাড়া, ওয়ার্ড নং-৭, থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং এই মর্মে জানাইতেছি যে, আজ তথা ইংরাজি ২৮/১০/২৪ তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর অ্যাফিডেভিট বলে শ্রীমতী ভুনার দেবী থেকে শ্রীমতী প্রমিলা প্রসাদ নামে পরিচিত হলাম এবং উভয়ই একই ব্যক্তি। (C/113239)

•

আমার নাম Stalin Das, Date of Birth- 04/01/1986, S/o. Kanti Lal Das, Vill- Anantanagar, P.O.- Srikrishnapur, P.S.- Islampur, U/D. গত 21/10/2024 তারিখে ইসলামপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমার জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি করতে চাই। আমার আধার নম্বর- 760201182594. (S/N)

## ছটপুজোর প্রস্তুতি

**হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর :** হ্যামিল্টনগঞ্জ সংলগ্ন বাসরা নদীর ঘাটে বড় করে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়। সোমবার বিশেষ পুজোর মাধ্যমে আয়োজক বাসরাঘাট সেবা সমিতির তরফে ছটপুজোর ঘাট তৈরির কাজ শুরু হল। পুজো কমিটির সম্পাদক যোগেন্দ্র প্রসাদ জানিয়েছেন, বাসরা নদীর ঘাটে প্রায় ৭০০টি ছটপুজোর ঘাট তৈরি করা হবে। এদিন আর্থমুভার দিয়ে পুজোর ঘাট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

**পূর্ব রেলওয়ে**

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং ঃ সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ২৩.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর ঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ই-টেন্ডার নং ঃ এমএলডিটি_এসএনটি_২৪-২৫_২১_ওটি, তারিখ ২৩.১০.২০২৪। কাজের নাম ঃ সিওএ, আরটিআইএস, এফওআইএস, আইসিএমএস-এর বিভিন্ন প্রকল্পের দক্ষ নজরদারির জন্য কাজের আধুনিকীকরণ সমেত মালদা কন্ট্রোল অফিস-এর অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যাল এবং টেলিকম-এর কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ২৩,০১,৮২০.৮৩ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ৪০,০০০ টাকা। টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় ঃ ৩১.১০.২০২৪ তারিখ থেকে ১৪.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড: ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড ঃ সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং মালদা।

MLD-125/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু মাথাভাঙ্গায়

**মাথাভাঙ্গা, ২৮ অক্টোবর :** ট্রেনে কাটা পড়ে মাথাভাঙ্গায় এক তরুণের মৃত্যু হল। সোমবার মাথাভাঙ্গা শহর লাগোয়া পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটেরবাড়ি গ্রামে। ওই তরুণকে স্থানীয় বাসিন্দারা রেললাইনের ধারে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। মৃতের নাম সুরজিৎ শীল (২৩)। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, শীতলকুচি ব্লকের জটামারি গ্রামের বাসিন্দা পেশায় ক্ষৌরকার ওই তরুণ রবিবার রাতে নিজের দোকান থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজখবর করেও তাঁর হদিস পাননি। সোমবার সকালে তাঁকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ যায়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে ওই তরুণের দেহ রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হওয়ায় প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ আত্মহত্যার ঘটনা মনে করছে। মাথাভাঙ্গা থানা সূত্রে খবর, এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

# কৃষিসামগ্রী বিলি

**হলদিবাড়ি, ২৮ অক্টোবর :** শীতের ফসল চাষের আগে ভরতুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি পেলেন হলদিবাড়ির কৃষকরা। সোমবার ৫০ শতাংশ ভরতুকি মূল্যে ৩০টি কৃষিজ যন্ত্রপাতি পেয়েছেন তাঁরা। এর মধ্যে ২০টি স্প্রে মেশিন ও জলসেচের জন্য ১০টি বৈদ্যুতিক পাম্প মেশিন রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে যন্ত্রপাতি বিতরণ উপলক্ষ্যে হলদিবাড়ি ব্লক কৃষি দপ্তরে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, পর্যায়ক্রমে ব্লকের কৃষকদের মধ্যে ৫০ শতাংশ ভরতুকি মূল্যে আরও ৮৯টি স্প্রে মেশিন ও জলসেচের জন্য ৫৫টি বৈদ্যুতিক পাম্প মেশিন বিলি করা হবে।

হলদিবাড়ি ব্লক কৃষি অধিকর্তা দীপ সিনহা বলেন, 'কৃষিতে উৎপাদন খরচ কমাতে ও সঠিক সময়ে ফসল উৎপাদনের জন্য সরকারি প্রকল্পে ৫০ শতাংশ ভরতুকিতে এলাকার কৃষকদের মধ্যে যন্ত্রপাতি বিলি শুরু করা হয়েছে। আশা করি পরবর্তীতে আমরা আরও প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রপাতি সাধারণ কৃষকদের বিলি করতে পারব।'

**পূর্ব রেলওয়ে**

টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২২, তারিখ ২৫.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর ঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে ঃ কাজের নাম ঃ (i) নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজ "সিওএ, আরটিআইএস, এফওআইএস, আইসিএমএস প্রভৃতি বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্পের দক্ষ নজরদারির জন্য আধুনিকীকরণের কাজ সহ মালদা কন্ট্রোল অফিসে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থার কাজ"। (ii) "মালদা টাউনে ৬ ইউনিট টাইপ-V কোয়ার্টার্স নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ"। (iii) "মালদা টাউনে লক্ষ্মণ সেন আউটডোর স্টেডিয়ামকে শক্তিশালী ও আধুনিক করার কাজ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫০,৩৯,৭৭৮.৮৩ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ১,০০,২০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় ঃ ০১.১১.২০২৪ তারিখ থেকে ১৫.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিসবোর্ড ঃ ওয়েবসাইট ঃ www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-124/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**General Notice**

"BORDER FENCING-এর জন্য সরাসরি জমি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে বড় মিরচা মৌজার (J.L. NO. 117) খতিয়ান নং 286 এর রায়ত গফিজুল পিতা- খাটালু, সাং : নিজ (বড় মিরচা), পোঃ আষারবস্তি, থানা : চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর-কে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৪ (আট) দিনের মধ্যে B.L.&L.R.O. অফিস চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর-এ হাজিরা দেওয়ার জন্য জানানো যাইতেছে।

Contact No. 9832413002
email : bllrochopra@gmail.com

Sd/-
Assistant Director & Block Land & Land Reforms Officer, Chopra

## আজ টিভিতে

রুদ্র ঝিনুককে মারার পরিকল্পনা করে। ফুলকি এবং রোহিত ঝিনুককে বাঁচায়। **ফুলকি** – সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **জি বাংলায়**

### ধারাবাহিক

**জি বাংলা :** বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

**স্টার জলসা :** বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

**কালার্স বাংলা :** বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

**আকাশ আট :** সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

**সান বাংলা :** সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৪০ সকাল সন্ধ্যা, রাত ৮.১৫ বলো না তুমি আমার, রাত ১১.৪০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

**জি বাংলা সিনেমা :** দুপুর ১২.০০ টক্কর, ২.৫০ লোফার, সন্ধ্যা ৬.০০ গীত সংগীত, রাত ৮.৩৫ বাহাদুর, রাত ১১.১০ সুবর্ণলতা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধ্যা ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ বিদ্রোহ

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ আমার মা

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ বসন্ত বিলাপ

**শুধু তোমারই জন্য** দুপুর ১.৩০ মিনিটে **জলসা মুভিজে**

**সিক্রেট সুপারস্টার** দুপুর ৪.২৫ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

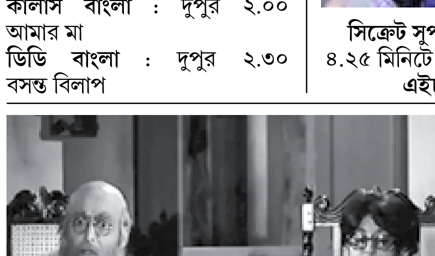

**বসন্ত বিলাপ** দুপুর ২.৩০ মিনিটে **ডিডি বাংলায়**

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর ঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ), (নিলাম পরিচালনকারী অফিসার) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে ঘরের বাইরে (ওএইচই), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল এবং ডিজিটাল) নীতির অধীনে বিজ্ঞাপনের লটগুলির ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। ই-নিলাম ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিআরটি-মালদা-২৪।

মালদা ডিভিসনে ঘরের বাইরে (ওওএইচ) ই-নিলাম

এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ, স্টেশন ঃ এএ/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৩-২৩-১, ভাগলপুর, এএ/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএইচ-২০৪-২৪-১, মালদা টাউন, এএ/৩, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৮-২৩-১, ভাগলপুর, এএ/৪, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৬৯-২৩-১, ভাগলপুর, এএ/৫, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৭-২৩-১, ভাগলপুর, এএ/৬, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৮০-২৩-১, ভাগলপুর, এএ/৭, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১, ভাগলপুর, এএ/৮, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭১-২৩-১, ভাগলপুর, এএ/৯, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএইচ-২০৫-২৪-১, মালদা টাউন।

মালদা ডিভিসনে রেল ডিসপ্লে নেট ওয়ার্ক (ডিজিটাল)-এর ই-নিলাম

এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ, স্টেশন ঃ এবি/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-১৯০-২৩-১, মালদা টাউন, এবি/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসডি-১৯১-২৩-১, ভাগলপুর, এবি/৩, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-২০৬-২৪-১, মালদা টাউন।

মালদা ডিভিসনে রেল ডিসপ্লে নেট ওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল)-এর ই-নিলাম

এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ, স্টেশন ঃ এসি/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫১-২৩-১, ভাগলপুর, এসি/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৭-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/৩, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৯-২২-১, ভাগলপুর, এসি/৪, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৩-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/৫, এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬২-২৩-১, জামালপুর, এসি/৬, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৫-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/৭, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫০-২২-১, ভাগলপুর, এসি/৮, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৩-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/৯, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৫-২৩-১, মালদা টাউন, এসি/১০, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৬-২৩-১, মালদা টাউন, এসি/১১, এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬৩-২৩-১, জামালপুর, এসি/১২, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১১-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/১৩, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১০-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/১৪, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৩-২২-১, ভাগলপুর, এসি/১৫, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৬-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/১৬, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৮-২২-১, ভাগলপুর, এসি/১৭, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৭-২২-১, ভাগলপুর, এসি/১৮, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৫-২২-১, ভাগলপুর, এসি/১৯, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৪-২৩-১, মালদা টাউন, এসি/২০, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৭-২৩-১, মালদা টাউন, নিলাম শুরু ঃ (প্রতিক্ষেত্রে) ০৪.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। আরও বিশদের জন্য সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-123/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শরীর খারাপ নিয়ে সমস্যা থাকবে। পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। বৃষ : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ উৎসব। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। মিথুন : ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ধার করতে হবে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে সামান্য কারণে সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। বাড়ি কেনার সুযোগ আজ। সিংহ : দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হবে। সন্তানের চাকরি পাওয়ার সংবাদ পেয়ে আনন্দ। কন্যা : শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। প্রতারককে আজ চিনতে পেরে বিস্মিত হবেন। তুলা : সামান্যেই খুশি থাকুন। কোনও আত্মীয়ের চক্রান্তে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সার্থক হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রেমে আনন্দ। ধনু : অন্যায় কাজের থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। কাউকে বিশ্বাস করে ঠকতে হতে পারে। মকর : বস্ত্র, রত্ন ও ইমারত ব্যবসায় লাভবান হবেন। বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। কুম্ভ : নতুন ব্যবসা নিয়ে বাবার পরামর্শ নিন। ছেলের জন্য আজ কিছু করতে পেরে আনন্দ। মীন : অফিসের কোনও জটিল কাজের সমাধান করে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। বিদ্যুৎ থেকে সতর্ক থাকুন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১২ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ৭ কার্তিক, ২৯ অক্টোবর ২০২৪, ১২ কাতি, সংবৎ ১২ কার্তিক বদি, ২৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৪, অঃ ৪।৫৮। মঙ্গলবার, দ্বাদশী দিবা ১০।৫৭। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ৭।৪৯। ইন্দ্রযোগ দিবা ১০।১১। তৈতিলকরণ দিবা ১০।৫৭ গতে গরকরণ রাত্রি ১১।৫৯ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৭।৪৯ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ১০।৫৭ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৭।৪৯ গতে একপাদদোষ। যোগিনী – নৈঋতে, দিবা ১০।৫৭ গতে ত্রিপাদদোষ। বারবেলাদি ৭।৮ গতে ৮।৩৩ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।১০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৪ গতে ৮।১০ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯।২৯ মধ্যে একাদশীর পারণ। ধনতেরাস (ধনত্রয়োদশী)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গত ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ও ৫।১ গতে ৫।৪৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

**University of North Bengal**
**Centre for Distance and Online Education**

ADMISSION NOTIFICATION
ACADEMIC SESSION: JULY 2024
UNDER OPEN & DISTANCE LEARNING (ODL) MODE

Applications are invited for the following courses under ODL Mode for ***M.A.*** in ***English, Bengali, Nepali, History, Philosophy, Political Science, & Mathematics,*** and **B.Com.** in the academic session July, 2024. The applications are to be submitted through the online system **upto 15.11.2024.** Please go through the 'Information Booklet' carefully before filling-up the online application for. For detailed information, please visit the website at https://cdoe.nbu.ac.in/ and www.nbu.ac.in. The Learner Support Centres: • **NBU Siliguri (H.Q.)** • **NBU Jalpaiguri Campus** • **NBU Saltlake Kolkata Campus**

Advt. No: 60 /R-2024, Dated 29.10.2024 Registrar (Additional Charge)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Toll Free Number: 1800 266 0018

5 YEAR WARRANTY

ADDITIONAL CASH DISCOUNT AVAILABLE ON Flipkart amazon

INSTANT CASHBACK AVAILABLE ON HDFC BANK pine labs

**Special offers for CSD/CPC/Corporate employees. Reach us at: institutionalsales@heromotocorp.com**

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.heromotocorp.com Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. #Offer is for a limited period or till stock lasts.Offer amount may vary for model/variant and states. For more details, please visit your nearest authorised Hero outlet. Actual value may vary, offer is for a limited period only or till stock lasts. ~The 5% cashback upto ₹5000/- is applicable on minimum transaction of ₹40,000, subject to the credit card company's, T&Cs. ^Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. ‡Flipkart and Amazon offers are subject to the sole discretion & T&Cs of respective organisations.

**Authorised Dealers: Durgapur:** Dutta Hero, Ph: 9289922686, **Muchipara,** Ph: 7479000771, **Kolkata:** Hitech Hero Kasba, Ph: 9289922954, Prince Anwar Shah, Ph: 9289922954, **Taratala,** Ph: 9289922954 Sri Krishna Automotive- Thakurpukur, Ph : 9289922672, **Budge-Budge,** Ph: 9830766679, **Natunhat,** Ph: 9230007531, **Smsg Hero- Baguiati** Ph: 9821696156, **Rajarhat** Ph: 9821696156, **Diamond Harbour,** Diamond Ventures,Ph: 9289924246, **Andul:** Ridhi Hero, Ph: 9289922669, **Salkia,** Ph: 9289922669, **Barrackpore:** Raja Hero, Ph: 9289922821, **Barasat:** Cynosure Hero, Ph: 9289922432, **Belghoria,** Ph: 9289922432, **Chandannagar:** Argosy Hero, Ph: 9289923070, **Baruipur:** Sri Krishna Hero, Ph: 9289922725, **Sonarpur,** Ph: 9289922725, **Jaynagar,** Ph: 9289922725 **Dankuni:** Auto Palace Hero, Ph: 9289922397, **Howrah:** Shibpur: Amit Hero, Ph: 9289922185, **Uluberia – Khalisani:** J D Hero, Ph: 9289923159, **Islampur:** Bharat Hero, Ph: 9289923202, **Naihati:** Naihati Hero, Ph: 9289922798, **Cooch Behar:** Sandeep Hero, Ph: 9289922698, **Malda:** Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, **Jalpaiguri:** Anand Hero, Ph: 9289923031, **Raiganj:** Shankar Hero, Ph: 9289922594, **Asansol:** Avik Hero, Ph: 9289923194, **Siliguri:** Beekay Hero, Ph: 9289923102, **Darjeeling Hero,** Ph: 9289922427, **Balurghat:** Mahesh Hero, Ph: 9289922904, **Bankura:** Dutta Hero, Ph: 9289922471, **Basirhat:** Das Hero, Ph: 9289922639, **Berachampa (Goyra)** Ph:9289922639, **Swarupnagar** Ph:9289922639, **Berhampore:** Golden Hero, Ph: 9289922938, **Nirmal Auto Mobile ,** Ph: 9289233028 , **Burdwan:** Rudra Hero, Ph: 9289922186, **Contai:** C M Hero, Ph: 9289922860, **Krishnanagar:** G.P. Hero, Ph: 9289922553, **Midnapore:** Palco Hero, Ph: 9289922402, **Jhargram,** Ph: 8158896283 **Purulia:** Aswini Hero, Ph: 9289923126, **Kharagpur:** Amit Hero, Ph: 9289923206, **Raghunathgunj:** Golden Automart Hero, Ph: 9289922867, **Ranaghat:** Diamond Hero, Ph: 9289923805 **Raniganj:** Pradip Hero, Ph: 9289922190, **Rupnarayanpur:** S. M. Hero, Ph: 9289922508, **Rampurhat:** Paul Hero, Ph: 9289923079, **Suri:** International Hero, Ph: 9289922507, **Tamluk:** Supreme Hero, Ph: 9289922187, **Tarakeswar:** Super Hero, Ph: 9289922801, **Belda:** Hi Tech Hero, Ph: 9289923116, **Alipurduar:** Dutta Hero, Ph: 9289923146., **Haldia:** Krishnaa Hero, Ph: 9821697401**Associate Dealers: Bishnupur:** Premier Automobiles-9434108414, **Dhulian:** Chowdhury Motors-8373070210, **Jalpaiguri:** Pratik Automobiles-7063520686, **Dubrajpur:** Taher Automobiles-9434008580, **Santipur:** Brajo Gopal Auto Centre-9733556837, **Arambag:** Sarada Distributors-9735858690, **Andal More:** Rahul Automobiles-7908394924, **Khidirpur:** Rounak Motors-9903675220, **Ghatal:** Das Traders-9332992200, **Bolpur:** Auto Tech-9531536181, **Diinhata:** Jogomaya Auto Works-9851244490, **Bagnan:** Disari India Automobiles-7908416228, **Raghunathpur:** Nag Automobiles-7797040044, **Sainthia:** Dutta Motors-9735883954, **Habra:** Auto World-9232166160, **Dhupguri:** Bharat Automobiles-7029599132, **Gangarampur:** Gupta Auto Centre-9733726677, **Judurberia:** Quick Auto-8240505651, **Egra:** Ananya Automobiles-8653855129, **Canning:** Srikrishna Motors-7001311822, **Karimpur Thanar More:** Biswas Automobiles-8609050955, **Gushkara:** Auto Gallery-9476134546, **Gazole:** Mira Auto Centre-9593159789, **Mathabhanga:** Jogomaya Auto Works-6297782171, **Sonamukhi:** Mahamaya Motors-9614814509, **Kaliachak:** A K Wheels-9733079141, **Katwa:** Maa Chamunda Automobiles-9609156240, **Lalgola:** Rakesh Motors-9800964576, **Farakka:** Ankur Motors-8343078965, **Sherabazre:** Deb Automobiles-9851082518, **Itahar:** Deep Auto Centre-9800630306, **Panagarh:** Tarama Auto-8001623333, **Sinthi:** Auto Sales Corporation-8240893364, **Nalhati:** Rana Motors-9093570900, **Aurangabad:** Bandana Motors-8170953131, **Debagram Garur Hat:** A.M Auto Centre-7797429333, **Bharatpur:** Khan Auto Centre-9083556351, **Dalkhola:** A S Motors-7908477285, **Goagaon:** Mabudh Automobiles-9896216422, **Kotasur:** Dutta Automobiles-8250672477

FCP/INTERFACE/6878/OCT2024/BENGALI

# মন্ত্রী বনাম কাউন্সিলার

## থ্রেট কালচার বিতর্ক

**প্রসেনজিৎ সাহা**

**দিনহাটা, ২৮ অক্টোবর :** 'থ্রেট কালচার' নিয়ে দিনহাটার রাজনীতি বর্তমানে দারুণ সরগরম।

ডাক্তাররা কীভাবে রোগীদের 'থ্রেট' দেন তা নিয়ে সোমবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ একটি পোস্ট করেন। এক চিকিৎসক কীভাবে এক রোগীকে নার্সিংহোমে পাঠানোর 'ব্যবস্থা' করেছিলেন তা তিনি 'থ্রেট কালচার' নামে একটি পোস্টে তুলে ধরেন। সেই পোস্টের পর দিনহাটার তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার ও দলের প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি পার্থনাথ সরকার 'থ্রেট কালচার' নিয়ে সরব হন। সেখানে কারও নাম করে কিছু না লিখলেও 'থ্রেট কালচার' নিয়ে তিনি পালটা উদয়নকেই বিঁধেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, পার্থ সহ একাধিক কাউন্সিলারের অভিযোগ ছিল পুজোর সময় নির্দিষ্ট কয়েকজন কাউন্সিলার মঞ্চে থাকলে তিনি মঞ্চে উঠবেন না বলে উদয়ন তাঁদের কার্যত 'থ্রেট' দিয়েছিলেন। প্রতিবাদে পুজোর সময় তো নয়ই গত রবিবার পুরসভার বিজয়া সম্মিলনি মঞ্চে উদয়ন থাকলেও পার্থনাথ দর্শকাসনেই বসে ছিলেন। মঞ্চে ওঠেননি। গোটা বিষয়টি নিয়ে এলাকার রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল ছড়িয়েছে।

গোটা ঘটনার সূত্রপাত সোমবার মন্ত্রীর একটি ফেসবুক পোস্টে। সেখানে মন্ত্রী অভিযোগ করেন, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের এক চিকিৎসক টিউমার অপারেশনের জন্য এক তরুণীকে নার্সিংহোম যাবার কথা বলেন। এরপর উদয়ন সেই চিকিৎসককে ফোনে একটু কড়াভাবে কথা বললে তিনি হাসপাতালেই ওই অস্ত্রোপচার করতে রাজি হন। চিকিৎসকরা যাতে আবার বিষয়টিকে 'থ্রেট কালচার' না বলেন সে বিষয়ে তিনি ওই পোস্টে খোলামেলাভাবেই জানিয়েছিলেন। উদয়নের ওই পোস্টে অবশ্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের কোনও নাম ছিল না। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডল বলেন, 'এ বিষয়ে রোগীদের পরিজনদের কাছ থেকে কোনও অভিযোগ পাইনি।' তবে গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এবিষয়ে উদয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'যা অভিযোগ করার রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে করব।'

পার্থর যে পোস্ট নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে সে বিষয়ে উদয়ন কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বিজয়া সম্মিলনির অনুষ্ঠান মঞ্চে পার্থনাথের না থাকার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে উদয়নের বক্তব্য, 'পুরসভার ওই অনুষ্ঠানে সবাইকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। উনি কেন মঞ্চে ওঠেননি তা তিনিই ভালো বলতে পারবেন।' পরে পার্থ বলেন, 'আমি সহ কয়েকজন কাউন্সিলার মঞ্চে থাকলে তিনি সেখানে থাকবেন না বলে মন্ত্রী আগে বলেছিলেন। উনি নিজে যেহেতু মঞ্চে ছিলেন তাই আমি সেখানে যাইনি।' পার্থর দেখানো পথে অবশ্য অন্য কাউন্সিলাররা সওয়ার হননি। উদয়ন এর আগে কাউন্সিলার জাকারিয়া হোসেনেরও বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। জাকারিয়া অবশ্য ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'পুরসভার অনুষ্ঠান হওয়ায় কাউন্সিলার হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলাম।'

# গুলতি দিয়ে কুকুরদের ওপর হামলা

**রাকেশ শা**

**ঘোকসাডাঙ্গা, ২৮ অক্টোবর :** মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশার সরকারপাড়া এলাকার পথকুকুরদের কেউ বা কারা বাঁশের ফলা তৈরি করে গুলতির সাহায্যে আঘাত করে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। দু-তিন দিন আগে ফলার আঘাতে একটি কুকুরের মৃত্যু হয়। এরপর রবিবার রাতে আরেকটি পথকুকুরের শরীর থেকে রক্ত চুইয়ে পড়তে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় কুকুরটির প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে সেটির অবস্থা ভালো নয়। আরেকটি কুকুরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এলাকাবাসীর অনেকেই মনে করছেন, পথকুকুররা যাতে অসুবিধার কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সেজন্য এটি দুষ্কৃতীদের কাণ্ড হতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দা তথা পশুপ্রেমী প্রণব দাস গোটা ঘটনাটি জানিয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। প্রণবের কথায়, 'এটা অমানবিক ঘটনা। পুলিশের দেখা উচিত। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত।'

গুলতির আঘাতে জখম কুকুর। (ডানে) গুলতিতে ব্যবহৃত ফলা। মাথাভাঙ্গার সরকারপাড়ায়। সোমবার।

সরকারপাড়ায় প্রায় ২০-২৫টি পথকুকুর রয়েছে। আশপাশের বাড়ি ও স্থানীয়রা সেগুলির দেখভাল করেন। এবার পুজোর সময় দশমীর পরের দিন একটি কুকুরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কুকুরটির শরীর থেকে তীক্ষ্ণ ফলা বের হয়। সেইসময় স্থানীয়রা বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেও তেমন গুরুত্ব দেননি। তবে দু-তিনদিন আগে আবার একইরকমভাবে ফলার আঘাতে একটি কুকুরের মৃত্যু হলে এলাকাবাসী চিন্তায় পড়েন। রবিবার রাতে ওই কুকুরটিকে কাতরাতে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দা দীপ্তি সরকার। পরে তা স্থানীয় বাসিন্দা রসরাজ সরকার, সুচিত্রা সরকারের নজরে আসে। পরে প্রণব দাস, কমল দাস ও সমরজিৎ সরকারকে সঙ্গে নিয়ে কুকুকটির শরীর থেকে ফলা বের করে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। তাঁরা জানালেন, হঠাৎ করে ওই এলাকার কুকুরগুলিই কেন সমাজবিরোধীদের টার্গেট তা বোঝা যাচ্ছে না। স্থানীয় কলেজ ছাত্র রিক সরকার, যুবরাজ সরকারদের বক্তব্য, 'আমরা যা খাই তা থেকে কিছুটা বাঁচিয়ে পথকুকুরদের খেতে দিই। হঠাৎ কীজন্য কেউ বা কারা এভাবে কুকুরদের ওপর আক্রমণ করছে তা বোঝা যাচ্ছে না।'

বাকি আর দু'দিন।। কোচবিহার পালপাড়ায় তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। ছবি : জয়দেব দাস

# নজর টানছে রেঞ্জ অফিস, থানার পুজো

**বিশ্বজিৎ সাহা**

**মাথাভাঙ্গা, ২৮ অক্টোবর :** মাথাভাঙ্গায় বিগ বাজেটের কালীপুজোর সংখ্যা হাতেগোনা। তবে এই শহরে বেশ কয়েক বছর ধরে ক্লাবের পুজোকে ছাপিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পুজো দর্শনার্থীদের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রতিবছরের মতো এবছরও কালীপুজোয় শহরবাসীর নজর থাকবে বন বিভাগের মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিস, থানা ও রামকৃষ্ণ সেবাসদনের শ্যামাপুজোর দিকে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির স্থাপন করে ২০১২ সালে বন বিভাগের তৎকালীন রেঞ্জ অফিসার স্মরজিৎ সরকারের উদ্যোগে অফিস চত্বরে তৈরি হয় একসঙ্গে কালী মন্দির, মসজিদ এবং গির্জা। তারপর থেকে প্রতিবছর মাথাভাঙ্গা মহকুমায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্যতম নিদর্শন হিসেবে এখানকার কালীপুজো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

পুজো কমিটির সভাপতি রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দাস বলেন, সমস্ত নিয়ম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর আয়োজন হচ্ছে। রক্তদান শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গা থানা চত্বরের ভেতর দীর্ঘদিন ধরে কালী মন্দির রয়েছে। সেখানে নিত্যপুজোর পাশাপাশি প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ পুজো হয়। মাথাভাঙ্গা থানার প্রথম আইসি সুব্রত বসুর সময় থেকেই থানার কালী মন্দিরের পুজোর জৌলুস বাড়তে থাকে। একসময় মাথাভাঙ্গা থানার কালী মন্দিরের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ ছিল তিনদিনব্যাপী পুজো প্রাঙ্গণে যাত্রাপালা অনুষ্ঠান।

যদিও পরবর্তীকালে যাত্রাপালার আয়োজন বন্ধ করে সেখানে সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মাথাভাঙ্গা থানা কালী মন্দিরের বার্ষিক কালীপুজো কমিটির সম্পাদক অশোক শা বলেন, এবছর নির্বাচনি আচরণবিধি থাকায় বিচিত্রানুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে।

মাথাভাঙ্গা শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাসদনের কালীপুজো শহরের অন্যতম আকর্ষণ। পুজো উপলক্ষ্যে সেবাসদন প্রাঙ্গণে শ্যামাসংগীতের অনুষ্ঠান রয়েছে।

সেবাসদনের সম্পাদক সুধাংশু দাস জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পুজোর প্রসাদ বিতরণ এবং শুক্রবার সকাল থেকে কালীপুজোর প্রসাদ বিতরণ কর্মসূচি রয়েছে। ভক্তদের ভালো সমাগমের সম্ভাবনা।

মাথাভাঙ্গা থানার কালী মন্দির সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। - সংবাদচিত্র

### সিতাইয়ে উপনির্বাচন

# প্রচারে বামের থেকেও পিছিয়ে পদ্ম

**শিবশংকর সূত্রধর**

**সিতাই, ২৮ অক্টোবর :** বিজেপি নেতারা কথায় কথায় বামেদের 'শূন্য' বলে কটাক্ষ করেন। কিন্তু সিতাই উপনির্বাচনের প্রচারে সেই 'শূন্য' হয়ে যাওয়া বামেদের থেকেও বিজেপি পিছিয়ে। সিতাইয়ে প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস জোরকদমে প্রচার শুরু করেছে। বামফ্রন্ট মনোনীত ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীও নিয়মিত প্রচার সারছেন। কিন্তু ভোটের প্রচারে বিজেপি প্রার্থীকে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না বলে দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে। বিজেপির তরফে দু'একটি কর্মসূচি করা হলেও এখনও পর্যন্ত বড় কোনও কর্মসূচি যে করা হয়নি, তা দলের প্রার্থী দীপককুমার রায় নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'প্রকাশ্যে প্রচার এখনও হয়নি। তবে ভেতরে ভেতরে প্রচার চলছে। ৩০ অক্টোবরের পর জনসভা, কর্মীসভা করা হবে।'

**প্রচার হাতিয়ার**

- উপনির্বাচনের বেশি দেরি না থাকলেও বিজেপিকে সেরকম প্রচারের মাঠে দেখা যাচ্ছে না
- দু'একটি কর্মসূচি ছাড়া এখনও বড় কর্মসূচির আয়োজন করেনি পদ্ম শিবির
- তৃণমূল এমনকি বামফ্রন্টও প্রচারের দিক থেকে এগিয়ে বিজেপির থেকে

গত বিধানসভা নির্বাচনেও সিতাইয়ে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন দীপক। ২০২১ সালের সেই নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৯০৮টি ভোট পেয়েছিলেন। সেখানে দ্বিতীয় স্থানে থেকে দীপক ১ লক্ষ ৭ হাজার ৭৯৬টি ভোট পান। এবার প্রচারের শুরু থেকে পদ্ম শিবির হঠাৎ কেন পিছিয়ে, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের কটাক্ষ, 'বিজেপি ধর্মীয় ইস্যু নিয়েই মাতামাতি করে। এখন যেহেতু কোনও ধর্মীয় উসকানি দেওয়ার মতো ইস্যু নেই, তাই বিজেপি হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। প্রচারেও দেখা যাচ্ছে না।' একই সুর ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সভাপতি

প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায়।

দীপক সরকারের গলাতেও। বললেন, 'তৃণমূল এবং বিজেপি দুটি দলই মানুষের মন থেকে উঠে যাচ্ছে। একটি দল দুর্নীতি নিয়ে ব্যস্ত, আরেকটি সাম্প্রদায়িক দল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা নিয়মিত নির্বাচনি প্রচার সারছি।'

সোমবার ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অরুণকুমার বর্মার সমর্থনে সিতাই বিধানসভার ওকরাবাড়ি, গিতালদহের একাধিক জায়গায় প্রচার চলে। দলীয় কর্মীদের নিয়ে খুলি বৈঠক, মিছিল হয়েছে। সেখানে প্রার্থীর সঙ্গে বামফ্রন্ট নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের প্রার্থী সংগীতা রায়ও নিয়মিত প্রচার করছেন। এদিন গোসানিমারি, বড় শৌলমারি সহ নানা জায়গায় তাঁর সমর্থনে প্রচার চলেছে।

তৃণমূলের নেতৃত্ব জানিয়েছে, নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই প্রচারের গতি বাড়ানো হচ্ছে। স্থানীয় নেতৃত্ব তো বটেই সেইসঙ্গে বিধানসভা স্তরে দুটি দল তৈরি করা হচ্ছে। একটি দলে জেলা সভাপতি ও প্রার্থী রয়েছেন এবং আরেকটি দলে তৃণমূলের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া সহ নেতৃত্ব থাকবেন।

সিতাইয়ে বাম প্রার্থী অরুণকুমার বর্মার সমর্থনে মিছিল। - সংবাদচিত্র

# কালীপুজোর সংখ্যা বাড়ায় খুশি মৃৎশিল্পীরা

**বুল নমদাস**

**নয়ারহাট, ২৮ অক্টোবর :** নয়ারহাট, শিকারপুর সহ মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় আগের তুলনায় কালীপুজোর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। বেড়েছে প্রতিমার চাহিদাও। বেশি করে প্রতিমা তৈরির বরাত পাওয়ায় কালীপুজোয় লক্ষ্মীলাভের আশায় এলাকার মৃৎশিল্পীদের মুখে হাসি ফুটেছে। শিল্পীদের একাংশের বক্তব্য, দুর্গাপুজোর তুলনায় এলাকায় কালীপুজোর সংখ্যা অনেক বেশি। প্রতিমা বিক্রিতে লাভের মার্জিনও বেশি থাকে। তুলনায় পরিশ্রমও কম।

কালীপুজো এসেই গিয়েছে। আর মাত্র ৭২ ঘণ্টার অপেক্ষা। তাই বর্তমানে দম ফেলার ফুরসত নেই বিষ্ণুপদ বর্মন, মাধব মণ্ডল, মলিন বর্মন, চন্দ্রকান্ত বর্মনের মতো মৃৎশিল্পীদের। জোরকদমে চলছে প্রতিমার গায়ে ফিনিশিং টাচ দেওয়ার কাজ। শিকারপুর বাজারে প্রতিমা তৈরির কারখানা রয়েছে বিষ্ণুপদর। বছরের অন্য সময় পারিবারিক পুজো উপলক্ষ্যে নানা দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করে কোনওরকমে সংসার চললেও দুর্গা ও কালীপুজোয় উপার্জন বেড়ে যায়। এবার কালীপুজো উপলক্ষ্যে বিষ্ণুপদ ৩০টি প্রতিমা তৈরি করছেন। তারমধ্যে ২৭টির বায়না হয়ে গিয়েছে। বাকি তিনটি প্রতিমাও বিক্রি হবে বলে তাঁর আশা। কাজের ফাঁকে এই তরুণ মৃৎশিল্পী বললেন, 'দুর্গাপুজোর তুলনায় কালীপুজোয় প্রতিমা বিক্রি করে লাভ বেশি হয়।' অল্প কয়েকদিনের পরিশ্রমে কালীপুজোয় বেশ কয়েক হাজার টাকা হাতে আসবে বলে তিনি খুশি।

শিকারপুরের প্রেমচাঁদের হাটের কাছে দীর্ঘদিন ধরে যৌথভাবে মৃৎশিল্পের কাজ করে আসছেন মলিন বর্মন ও চন্দ্রকান্ত বর্মন। এই দুই ভাই এবার ৪০টি কালী প্রতিমা তৈরির বায়না পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে পুজোর মুখে তাঁদেরও ব্যস্ততা চরমে উঠেছে।

মলিন জানালেন, গত কয়েক বছরের চেয়ে এবার প্রতিমা তৈরির বায়না বেশি পেয়েছেন। তাই সব কাজ ঠিকমতো সামলাতে কয়েকদিন আগে থেকে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও কাজে লাগানো হয়েছে। প্রতিমা বিক্রি করে কালীপুজোয় ভালো উপার্জন হবে।

### জেলার খেলা

## জোড়া গোল জিতেনের

**পুণ্ডিবাড়ি, ২৮ অক্টোবর :** পাতলাখাওয়া সোনার বাংলা কাপ ফুটবলে সোমবার অসমের মংরা এফসি ৩-২ গোলে নেপাল ঝাপা একাদশকে হারিয়েছে। মংরার জিতেন সোরেন জোড়া গোল করেন। তাদের অন্যটি রামজিৎ মারান্ডির। নেপালের দুই গোল করেন সাবিন মগর। বুধবার মালদা এফসি খেলবে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে।

### টুকরো খবর

## কিশোরী ফেরত

**চ্যাংরাবান্ধা, ২৮ অক্টোবর :** চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে সোমবার ফেরত পাঠানো হয় এক বাংলাদেশি কিশোরীকে। রবিবার রাতে ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়খড়িয়া সংলগ্ন সানিয়াজান নদীর কাছে কাঁটাতারবিহীন এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার সময় মেয়েটি বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে। সে জানায়, ভারতে পড়াশোনা করার ইচ্ছায় এদেশে এসেছিল। এদিকে মেয়েটির বাবা মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার খবর বিজিবিকে জানায়। বিজিবি মারফত বিএসএফের কাছে খবর পৌঁছালে বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে বৈঠক করে সোমবার বিকেলে কিশোরীকে পরিবারের উপস্থিতিতে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

## কবিকে সাহায্য

**তুফানগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর :** সোমবার রাজবংশী ঐক্য মঞ্চের তরফে রাজবংশী কবি কমলেশ সরকারের ঘরের জন্য টিন, কাঠ দিয়ে সহায়তা করা হল। এতদিন কবি ভাঙা ঘরেই থাকতেন। কিছুদিন আগে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাঁর ঘরে টিনের চালের ব্যবস্থা করলেও বাকি অংশ রাজবংশী ঐক্য মঞ্চের তরফে করে দেওয়া হয়। তাঁর জন্য চেয়ার, টেবিল ও নগদ অর্থের ব্যবস্থা করা হয়। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ভেলাপেটা গ্রামে কবি থাকেন।

## দুর্ঘটনায় মৃত্যু

**শীতলকুচি, ২৮ অক্টোবর :** বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ার। ঘটনাটি রবিবার রাতে শীতলকুচি ব্লকের পুটিয়া বারোমাসিয়া এলাকার। মৃতার নাম প্রমীলা বর্মন (৬০)। এদিন বাড়ি ফেরার সময় তাঁকে একটি বাইক ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান। সেখান থেকে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানিয়েছেন, দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে।

## খুলি বৈঠক

**সিতাই, ২৮ অক্টোবর :** সিতাই উপনির্বাচনকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭টি বুথে খুলি বৈঠক করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এছাড়াও শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় খুলি বৈঠক করেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া।

# ঠেকে হানা

**কোচবিহার ব্যুরো**

**২৮ অক্টোবর :** বিভিন্ন এলাকার জুয়ার আসরগুলিতে পুলিশি অভিযান চলছে। শীতলকুচি থানার পুলিশ এমন এক ঠেক থেকে থেকে চারজন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার রাতে শীতলকুচি ব্লকের বড়মরিচা এলাকায় একটি জুয়ার আসরে তারা অভিযান চালায়। অন্যদিকে, মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ রবিবার রাতে ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জুয়ার ঠেক থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'উৎসবের মরশুমে জুয়ার প্রবণতা বাড়ে। পুলিশের তরফে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।' এদিকে, বক্সিরহাট থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তিনজন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করেছে। পাশাপাশি তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফেশ্যাবাড়ি এলাকায় রবিবার রাতে পুলিশি অভিযানে জুয়ার ঠেক থেকে নগদ ৪ হাজার ৫০০ টাকা সহ জুয়ার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়।

# নথি যাচাই

**পারডুবি, ২৮ অক্টোবর :** সোমবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা তপশিলি বন্ধু প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন সেসমস্ত উপভোক্তাদের কাগজপত্র ও নথি যাচাইকরণের জন্য শিবির করে নথি জমা নেওয়া হয়। পঞ্চায়েত সূত্রে জানা যায়, মূলত ৬০ এবং ৮০ বছর উর্ধ্বে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ভাতা পাচ্ছেন তাঁদের কাগজপত্র যাচাইকরণের জন্য এই শিবির হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের এক আধিকারিক জানান, জমা পড়া নথিপত্র খতিয়ে দেখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট পাঠানো হবে।

# নদীর দূষণে ছটে সমস্যা

**নিশিগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর :** সোমবার বিকালে নিশিগঞ্জ আমতলা নদীর ঘাটে ছটপুজো কমিটির প্রস্তুতি বৈঠক হয়। আর এই বৈঠকে নিশিগঞ্জ আমতলা নদীর বেহাল দশা নিয়ে উদ্বেগ উঠে আসে পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে। নিশিগঞ্জের লাইফলাইন নামে পরিচিত আমতলা নদীতে বাজারের আবর্জনা ফেলায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে নদীর স্বাভাবিক গতি। নদী দখল করে চলে চাষাবাদও। দূষণে আমতলা নদীর ঘাট এলাকা কার্যত ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। ফলে নদীতে নেমে কীভাবে সূর্য দেবতার পূজার্চনা চলবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন উদ্যোক্তারা।

৭৪ বছর ধরে নিশিগঞ্জ আমতলা নদীর ঘাটে ছটপুজো হয়ে আসছে। নিশিগঞ্জ হিন্দিভাষী সেবা কমিটি আহ্বায়ক জীবন চৌহান বলেন, 'ছটপুজো কমিটি গঠন করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির কাছে নদীর ঘাট সংস্কারের দাবি জানানো হয়েছে।' কমিটির সভাপতি হয়েছেন মনোরঞ্জন সরকার, সম্পাদক গৌতম চৌহান ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন চানমোহন চৌহান।

# 'পাহাড়' নিয়ে খুদেদের রেষারেষি

**শতাব্দী সাহা**

**চ্যাংরাবান্ধা, ২৮ অক্টোবর :** চ্যাংরাবান্ধায় পাহাড়! শুনতে অবাক লাগলেও বিবেকানন্দপাড়ায় অষ্টম শ্রেণির প্রাংশু সাহাকে দেখা গেল পাহাড় বানাতে। তার কথায়, 'আমি আর আমার বন্ধু রণব্রত মিলে পাহাড় তৈরি করছি। এখন স্কুলের ছুটি থাকায় পড়া এবং টিউশনির সময়টুকু ছাড়া আমাদের ধ্যানজ্ঞান হল পাহাড়। ফোয়ারা বানানোর ইচ্ছা আছে।'

শুধু বিবেকানন্দপাড়ায় নয়, চ্যাংরাবান্ধা সহ মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় এই পাহাড়ের দেখা মেলে। আর কালীপুজো মানে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পাহাড় বানানোর ধুম পড়ে যায়। মোবাইলের জন্য ছোটদের খেলাধুলোর পাট একেবারেই চুকে গিয়েছে। এর মধ্যেও চ্যাংরাবান্ধায় ছোটদের মধ্যে পাহাড় তৈরির ঝোঁক দেখে খুশি অনেকেই। কালীপুজোর দশ-বারোদিন আগে থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। স্থানীয় তরুণ শুভময় ঘোষের বক্তব্য, 'বিগত বেশ কয়েকবছর ধরে পাহাড় বানানোর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। পুরস্কার দেওয়া হয়। ছোটদের উদ্ভাবনী ভাবনাগুলোকে উৎসাহ দিতে এই উদ্যোগ।'

কালীপুজো উপলক্ষ্যে খুদেদের পাহাড় বানানোর ধুম। চ্যাংরাবান্ধায়।

চ্যাংরাবান্ধার বিভিন্ন পাড়ায় এখন মাটি, ইট, কাঠ, পাথর, কাপড় ইত্যাদি দিয়ে পাহাড় বানানোর দৃশ্য চোখে পড়ছে। কোথাও বাড়ির ভাইবোনরা মিলে, আবার কোথাও বন্ধুরা দলবেঁধে পাহাড় তৈরিতে ব্যস্ত। কাদের পাহাড় 'বেস্ট', সে নিয়ে সবার মধ্যে চাপা রেষারেষি চলছে। যেমন, দাদাকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ পলি। পলি প্রাংশুর বোন। পলি বলল, 'দাদার পাহাড়ের থেকে ভালো পাহাড় আমরা বানাব। এখনও রঙের কাজ বাকি আছে। কাকাকে বলে দিয়েছি, সবচেয়ে ভালো রং চাই আমার।' চ্যাংরাবান্ধার পশ্চিমপাড়াতেও একই তোড়জোড়। সেখানে সরকারবাড়ির খুদে সদস্য কৌশানি ভীষণ ব্যস্ত। প্রথম শ্রেণির পড়ুয়ার মা পেশায় স্বাস্থ্যকর্মী মৌমিতা ঘোষ বললেন, 'সারাদিন চাকরি এবং সংসারের কাজ সামলে মেয়ের সঙ্গে পাহাড় তৈরির কাজে লেগে পড়ি। মেয়ের মধ্যে দিয়ে আমিও নিজের ছোটবেলাটা ফিরে পাই।' জানালেন, অফিস ফিরতি পথে রোজ পাহাড় সাজানোর নানা উপকরণ খুঁজে আনছেন। চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস এলাকার তরুণ বিপুল বর্মনের গলাতেও নস্টালজিয়ার সুর। তিনি বললেন, 'নিজেদেরটা তৈরির পর পাড়ার বড় দিদি-দাদাদের সঙ্গে জোট বেঁধে অন্য পাড়ায় গিয়ে তাদের পাহাড় দেখে আসতাম, কাদেরটা বেশি ভালো। আবার কেউ যাতে পাহাড় ভেঙে না দেয়, সেইজন্য পাহারাও দিতাম।' ভোটবাড়ির তরুণী বাবলি বর্মন অবশ্য জানালেন, তাঁদের এলাকায় সেসবের চল নেই। সবাই মোবাইলে গেম খেলতেই ব্যস্ত। ভোটবাড়ির লোকসংস্কৃতি গবেষক শচীমোহন বর্মন জানালেন, রীতি না থাকলেও লোকায়ত প্রথা হিসেবে এটা এই এলাকাগুলির মানুষদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। মোমের বদলে এখন টুনি লাইটের ব্যবহার বেশি। তবে বদল এলেও রীতিটা যে চলছে, সেটাই অনেক।

# নেতাজি সংঘে ভূতবাংলো

**দেবদর্শন চন্দ**

**কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর :** হাতে আর দু'দিন। তারপরই আতশবাজির ঝলকানি এবং রকমারি আলোয় রঙিন হবে চারদিক। দিন এগিয়ে আসায় জোর প্রস্তুতি চলছে কুমোরটুলির পাশাপাশি পুজো প্যান্ডেলগুলিতেও। দম ফেলার ফুরসত নেই পুজো উদ্যোক্তাদের। কোচবিহারে বিগ বাজেটের দুর্গাপুজো হলেও পিছিয়ে নেই কালীপুজোও। তবে শহরের কয়েকটি ক্লাবে দুর্গাপুজো না হলেও প্রতিবারই তারা নিয়মনিষ্ঠা মেনে কালীপুজোর আয়োজন করে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম নেতাজি সংঘ এবং পামতলা ইউনিট।

শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সিলভার জুবিলি রোড সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত নেতাজি সংঘ। জাঁকজমকপূর্ণ কালীপুজো করার ব্যাপারে তাদের সুনাম ৭২ বছরের। ক্লাব কর্মকর্তারা জানালেন, এবারে পুজোর প্রধান আকর্ষণ ভূতবাংলো। ক্লাব সংলগ্ন শিববাড়ির মাঠে ইতিমধ্যে জোরকদমে কাজ করছেন কয়েকজন শিল্পী। পুজোর বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। সাবেকি দেবীমূর্তি পুজোর অন্যতম আকর্ষণ। ক্লাব সংলগ্ন রাস্তাজুড়ে থাকবে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। প্রতিবারের মতো এবারও ক্লাবঘরে নিয়ম মেনে পুজো করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানান। আয়োজন করা হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কুইজ কম্পিটিশনের।

পুজো কমিটির সম্পাদক মানিক সাহা বললেন, 'বুধবার শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে কাকড়িবাড়ি থেকে প্রতিমা নিয়ে আসা হবে। শহরেও প্রতিমা নিয়ে র‍্যালি বের হবে। শোভাযাত্রায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবে ঢাকিদের বিশেষ দল।'

অপরদিকে, শহরের পামতলা ইউনিটের পুজো এবার ৬৮তম বর্ষে পদার্পণ করবে। কাল্পনিক মন্দিরের আদলে তারা মণ্ডপসজ্জার কাজ ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে। উদ্যোক্তারা জানান, নিয়মনিষ্ঠার পাশাপাশি ডাকের সাজের প্রতিমা পুজোর মূল আকর্ষণ। পুজোকে কেন্দ্র করে দু'দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির তরফে অশোকতরু তালুকদার বলেন, 'পুজোয় প্রতিবছর প্রসাদ বিতরণ এবং বহিরাগত শিল্পীদের দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারেও তার অন্যথা হবে না।'

## শুনানির সময় অশ্লীল ভিডিও

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** কলকাতা হাইকোর্টের পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চে আদালতের কাজকর্ম চলার সময়েই ইউটিউব লাইভ হ্যাক হয়ে যায়। সোমবার বিচারপতি শুভেন্দু সামন্তর ৭ নম্বর এজলাসে মামলা মেনশন করার সময় এই ঘটনা ঘটে। হঠাৎ করেই চলতে থাকে অশালীন পর্নোগ্রাফি ভিডিও। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয় আদালতের লাইভ স্ট্রিমিং। পরবর্তীকালে আদালতের কার্যবিবরণী থেকে ওই অংশটি বাদ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রযুক্তি বিভাগ।

হঠাৎ করে ওই অশালীন ভিডিও শুরু হওয়ায় যান্ত্রিক কারণে খুব তড়িঘড়ি করে কিছু করা যাচ্ছিল না। শুধু 'মোড অফ অপারেশন'টা দ্রুত প্রাইভেট করে দেওয়া হয়। এখন হাইকোর্টে পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চে শুনানি চলছে। ফলে আদালতের তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদেরও এই বিষয়ে কোনও গাফিলতি রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আদালত সূত্রে খবর, হাইকোর্টের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের তরফে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে হাইকোর্টের ইউটিউব চ্যানেল হ্যাকের ঘটনা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের ইউটিউব চ্যানেলও হ্যাক হয়ে যায়। লাইভ স্ট্রিমিং চলাকালীন ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রচার শুরু হয়।

### মুখ্যসচিবকে পালটা মেল নয়া সংগঠনের

# অভয়া তহবিলে প্রশ্ন

**নির্মল ঘোষ**

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** এবার আট দফা দাবি নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ই-মেল করল সদ্য গঠিত জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন'। এতদিন ১০ দফা দাবি নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে একা দাপিয়েছে জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'। নতুন সংগঠন হওয়ার পরেই পুরোনো সংগঠন (ফ্রন্ট)-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ওই ই-মেল করলেন জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ। তাঁদের দাবির প্রথমটিই ৮ অগাস্ট রাতে আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর তদন্ত ও অপরাধীর ফাঁসি। একইসঙ্গে 'অভয়া'-র নামে যে তহবিল গঠন হয়েছে, তাকে বেআইনি বলে অভিযোগ জানিয়ে তহবিল অডিটের দাবিও জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন।

ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর পরই জুনিয়ার ডাক্তাররা বিচারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তীকালে সেই আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। তখনই জন্ম নেয় জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'। 'অভয়া'-র মৃত্যুর বিচারের দাবির পাশাপাশি মোট ১০ দফা দাবি নিয়ে শুরু হয় আন্দোলন। পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ওই দশ দফা দাবি নিয়ে বৈঠক করেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। মুখ্যমন্ত্রী জুনিয়ার ডাক্তারদের অধিকাংশ দাবিই মেনে নেন। কিন্তু স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের অপসারণ সহ কয়েকটি দাবিতে অনড় থাকেন জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ। এরই মধ্যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে 'থ্রেট কালচার'-এর অভিযোগ ওঠে জুনিয়ার ডাক্তারদেরই একাংশের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন হাসপাতালের বেশ কিছু জুনিয়ার ডাক্তারের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়। তাঁদের হাসপাতালে ও হস্টেলে ঢুকতে নিষেধ করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে হাইকোর্ট এই নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দেয়। অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শ্রীশ চক্রবর্তী বলেন, 'যারা থ্রেট কালচারের কথা বলছে, তাদের বিরুদ্ধেই দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। ফ্রন্টের হয়ে কথা বলায় তাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে।'

যে ১০ দফা দাবি নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের নতুন সংগঠন মুখ্যসচিবকে ই-মেল করেছে, তার অন্যতম 'অভয়া'র মৃত্যুর পর বিচারের দাবিতে যে তহবিল গঠন হয়েছে তার অডিট। অ্যাসোসিয়েশন এরই মধ্যে অভিযোগ করেছে, ওই তহবিলে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। ফ্রন্ট অবশ্য আগেই জানিয়েছে, সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় এই টাকা দিয়েছেন।

অ্যাসোসিয়েশনের অপর দাবি, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে 'থ্রেট কালচার'-এর যে অভিযোগ উঠে এসেছে, সেই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করা। আবার কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে একপক্ষের বক্তব্য শুনে যেন শাস্তি না দেওয়া হয়, সেই আর্জিও জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। উল্লেখ্য, বিভিন্ন হাসপাতালে 'থ্রেট কালচার'-এর অভিযোগে বহু জুনিয়ার ডাক্তারকে হাসপাতালে ঢুকতে বারণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে আরজি করের ৫১ জন জুনিয়ার ডাক্তার ছিলেন। যদিও হাইকোর্টের নির্দেশে তাতে স্থগিতাদেশ মিলেছে। ফ্রন্ট-এর দাবিমতো টাস্ক ফোর্স, রোগী কল্যাণ সমিতি সহ সমস্ত কমিটিতে নিজেদের প্রতিনিধিও চেয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। ফ্রন্টের সমান সমান প্রতিনিধিত্ব তারা দাবি করেছে।

## মরচে ধরা কাঁচি

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** রোগীর অপারেশন করার সময় ভেঙে গেল মরচে ধরা কাঁচি। এসএসকেএম হাসপাতালের এই ঘটনা নিয়ে সরব হলেন জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। ভেঙে যাওয়া কাঁচির ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্টও করে তারা। বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। অভিযোগ, অপারেশনের সময় হঠাৎই ভেঙে যায় ওই কাঁচিটি। তখনই দেখা যায়, সেটিতে মরচে পড়ে আছে। সেই মরচের ওপরেই রঙের প্রলেপ থাকায় তা ধরা যায়নি। কিছুদিন আগে আরজি করে ট্রমা কেয়ারে রক্তমাখা গ্লাভস নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। এবার অভিযোগ উঠল এসএসকেএমে।

## সময়সূচি বদল

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** একাদশ শ্রেণির সিমেস্টার-২ পরীক্ষার সময়সূচিতে বদল আনল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ২৩ মার্চ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। একই সঙ্গে সিমেস্টার-২ পরীক্ষাও চলবে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে সোমবার জানানো হয়েছে, সিমেস্টার-২ পরীক্ষা দুপুর ৩টের পরিবর্তে বেলা ২টো থেকে ৪টে অবধি হবে। তবে ভিজুয়াল আর্ট, মিউজিক ও ভোকেশনাল সাবজেক্টের পরীক্ষা হবে দুপুর ২টো থেকে ৩.১৫ মিনিট পর্যন্ত। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষাও সেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

# ডাক্তারদের পাশে আর নয় : শুভেন্দু

**রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়**

**দুর্গাপুর, ২৮ অক্টোবর :** জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনে বিজেপির একেবারে ইউ-টার্ন। এই আন্দোলনের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না বিজেপি। স্পষ্ট করে সেকথা জানিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জুনিয়ার ডাক্তাররা অবশ্য কখনোই বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে রাজি ছিলেন না। বরং ওই আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলকে গো ব্যাক স্লোগান শুনে ফিরতে হয়েছিল।

তবুও জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে তাঁরা আছেন বলে এতদিন মন্তব্য করতেন বিজেপি নেতারা। সোমবার পুরো উলটো কথা শোনা গেল শুভেন্দুর মুখে। তিনি বলেন, 'প্রথম দিন থেকে ছিলাম ঠিকই, কিন্তু যেদিন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করেছেন, সেদিন থেকে আমরা জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে নেই। নো কম্প্রোমাইজ উইথ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার জন্য রবিবার জুনিয়ার ডাক্তারদের সমালোচনা করেছিলেন শুভেন্দু ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সোমবার আরও এক ধাপ এগিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতি নৈতিক সমর্থন দূরের কথা, সহানুভূতিও বিজেপির থাকবে না বলে স্পষ্ট করে দিলেন বিরোধী দলনেতা। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার করতে তিনি সোমবার ঝাড়খণ্ড পৌঁছেছেন। যদিও যাওয়ার পথে অন্ডাল বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তিনি বাংলার ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

শুভেন্দু শুধু বলেন, 'বাংলায় হিন্দুরা ভোট দিতে পারেন না। এর আগে চারটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শুধু বিজেপির নয়, সিপিএম, তৃণমূলের হিন্দু ভোটাররাও ভোট দিতে পারেননি। দিতে পারলে মমতার সরকার পড়ে যাবে। কোনও সনাতনী, হিন্দু ও জনজাতি ভোটার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবেন না।'

# প্রাক্তন মন্ত্রী সাইরানি প্রয়াত

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** মারা গেলেন বাম জমানার প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজ আলম সাইরানি। সোমবার দুপুরে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তিনি মারা যান। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। সম্প্রতি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৪ সালে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর বিধানসভা থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হিসাবে প্রথমবার নির্বাচিত হন তিনি। তবে সাইরানির জন্ম রাজনৈতিক পরিবারে। দাদা রমজান আলি ছিলেন জেলায় ফরওয়ার্ড ব্লকের দাপুটে নেতা ও বিধায়ক। সেই রমজান আলির মৃত্যুর সূত্রেই শিক্ষকতা ছেড়ে পরিষদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ হাফিজের। এরপর ১৯৯৬ ও ২০০১ দুইবারই ওই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন তিনি। বিধায়ক হওয়ার পর, বামফ্রন্টের শরিক হিসাবে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা হিসাবে জ্যোতি বসুর মন্ত্রীসভায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী হন। পরে সমবায় দপ্তরের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি।

রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা ও সংগঠনে গ্রহণযোগ্যতার সুবাদে ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও রাজ্য বামফ্রন্টের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন হাফিজ। জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দুই মুখ্যমন্ত্রীর অধীনেই কাজ করেছেন। অশোক ঘোষের মৃত্যুর পর দলের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বিবাদের জেরেই ২০২২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়েন তিনি। এরপর ৩ নভেম্বর তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দেন। সাইরানির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, সংসদীয় রাজনীতির আঙিনায় এবং প্রগতিশীল রাজনীতির ক্ষেত্রে সাইরানির অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন ছত্তিশগড়-এর এক বাসিন্দা

ছত্তিশগড়, করবা - এর একজন বাসিন্দা রেনু দেবী আগারওয়াল - কে 12.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90H 88125 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ আমাদের জীবনধারাকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করবে এবং জীবনযাত্রার মাণকে উন্নত করতে সাহায্য করবে। আমি ছারাও, আমার পুরো পরিবার ডিয়ার লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

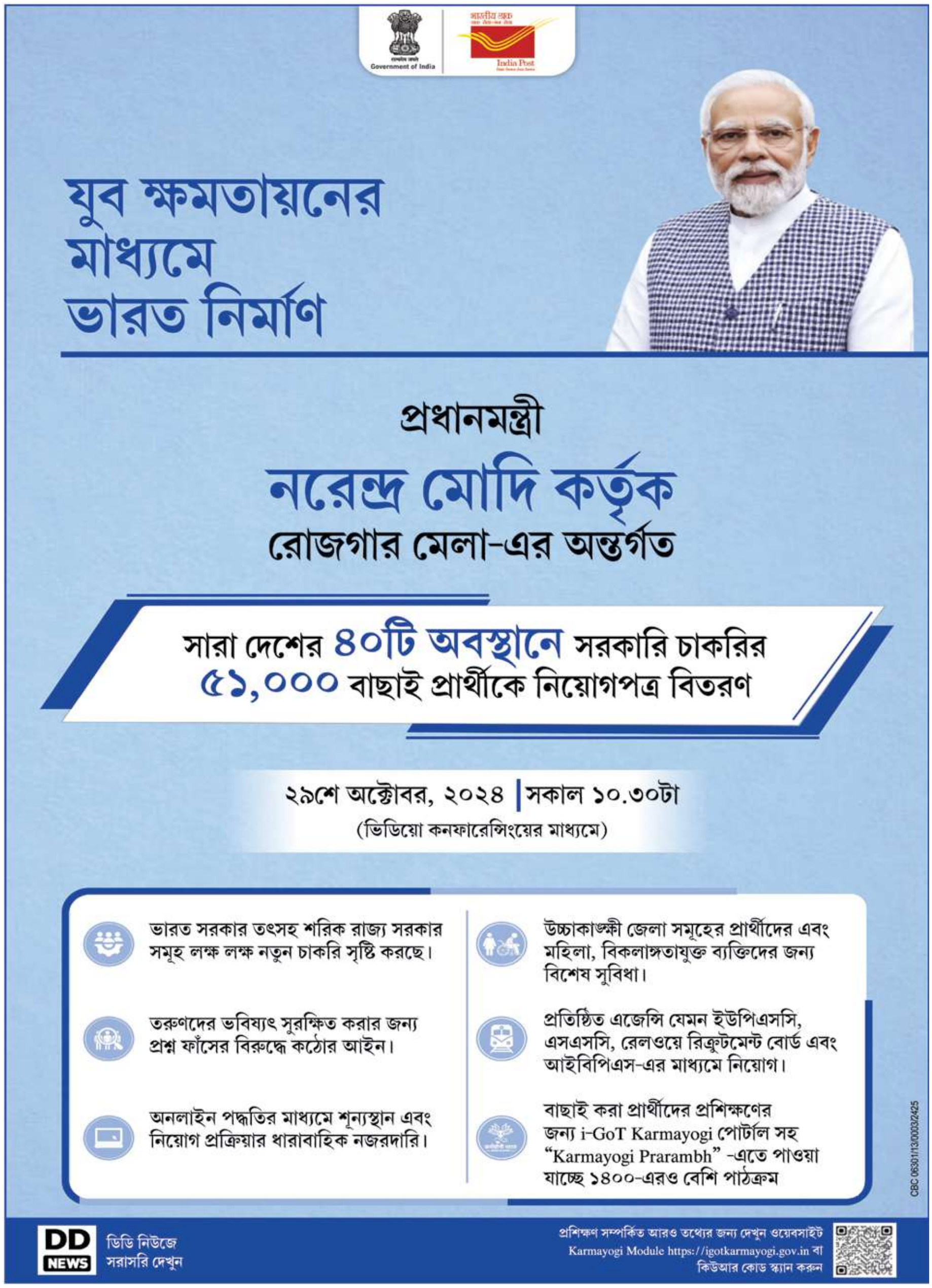

মঙ্গলবার, ১২ কার্তিক ১৪৩১, ২৯ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫৯ সংখ্যা

## আত্মতুষ্টির বিপদ

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে সাম্প্রতিক হার ফের কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল, দুর্বল স্ট্র্যাটেজি ও আত্মতুষ্টিকে প্রকাশ্যে এনেছে। যদিও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ভালো ফল কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু হরিয়ানায় সেই সাফল্য তুলে ধরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে দলটি। লোকসভা ভোটে বিজেপির 'অবকি বার চারশো পার'-এর রথ রুখে দিতে অবশ্য কংগ্রেস সহ প্রায় সব বিরোধী দলের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ওই ভোটের শিক্ষা হরিয়ানায় বাস্তবায়িত হয়নি।

শতাব্দীপ্রাচীন দলটির হারের প্রাথমিক কারণগুলির অন্যতম অনৈক্য। আরও স্পষ্ট করে বললে উপদলীয় কোন্দল। নেতৃত্ব নিয়ে দলের দুই প্রবীণ নেতা ভূপিন্দর সিং হুডা ও কুমারী শৈলজার দ্বন্দ্ব ভোটারদের মধ্যে ভুল বার্তা ছড়িয়েছে। এর জেরে কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ভোটে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই মতবিরোধ দলের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিজেদের সমন্বিত শক্তি হিসাবে তুলে ধরতে প্রধান বাধা হয়ে উঠেছিল। ভোটারদের মধ্যে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

আম আদমি পার্টির (আপ) মতো বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের জোট তৈরির ব্যর্থতা ছিল আরেকটি মস্ত ভুল। এই ভুলটি বিজেপির কাজ সহজ করে দিয়েছিল। অন্য রাজ্যগুলির মতো হরিয়ানার নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল (আইএনএলডি) এবং জননায়ক জনতা পার্টির (জেজেপি) এখনও কিছু কিছু জায়গায়, বিশেষত গ্রামীণ ও বর্ণপ্রধান এলাকায় প্রভাব আছে। সেই বিরোধী ভোটের টুকরো টুকরো হয়ে থাকা বিজেপির পায়ের নীচের মাটিকে মজবুত করেছে।

কংগ্রেসের দুর্বলতাকে পুঁজি করে বিজেপি কৌশলগত শক্তি দেখিয়েছে। যার ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনরোষ থাকা সত্ত্বেও হরিয়ানায় তৃতীয়বার সহজেই সরকার গঠন করে ফেলল সর্বভারতীয় শাসকদল। দলটির স্থিতিশীল সরকার ও উন্নয়নকেন্দ্রিক শাসনের প্রতিশ্রুতি ভোটারদের বড় অংশে প্রভাব ফেলেছে। বিপরীতে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প তুলে ধরতে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে। তারা স্থানীয় সমস্যা ও আঞ্চলিকতাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু সরকার বিরোধী মনোভাব নিয়েছিল। অন্যদিকে, বিজেপি তৃণমূল স্তরের ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে প্রচারে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা ও আর্থিক সমৃদ্ধি তুলে ধরেছে।

এই কৌশলে কংগ্রেসকে বলে বলে গোল দিয়েছে বিজেপি। সেজন্য এরকম ফলের পিছনে কংগ্রেসের আত্মতুষ্টি অন্যতম কারণ। লোকসভা নির্বাচনের নজরকাড়া সাফল্যে বিরোধীরা বিজেপিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। এমন বাড়তি আত্মবিশ্বাসকে কংগ্রেস হরিয়ানায় পুঁজি করতে ব্যর্থ হয়েছে। সম্ভবত দলীয় নেতৃত্ব ভেবেছিল, শুধুমাত্র সরকার বিরোধী ফ্যাক্টরই বিজেপিকে হটাতে যথেষ্ট। ফলে সুসংহত ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট ও কংগ্রেসের শক্তিশালী স্থানীয় নেতৃত্বের বিষয়টি অবহেলিত থেকেছে।

ভবিষ্যতেও এই সাংগঠনিক ত্রুটিগুলি সংশোধন না হলে বিজেপির মোকাবিলা কংগ্রেসের পক্ষে কঠিন। বিশেষত যেসব রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলি শক্তিশালী, সেখানে সাফল্য পেতে তাদের গুরুত্ব দিতে হবে। কংগ্রেসেও স্বচ্ছতা ও অভ্যন্তরীণ সংহতি তৈরি জরুরি। ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ছাড়া ভোটারদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা অসম্ভব। দলটি জন্মের পর থেকেই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দীর্ণ। হরিয়ানার নির্বাচন সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।

বর্তমানে বিজেপির একাধিপত্য সমালোচনার মুখে। এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সুসংহত জোট তৈরিতে বিরোধীরা এখনও ব্যর্থ। লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের সাফল্যে প্রমাণিত, দেশে এখনও তাদের জনসমর্থন রয়েছে। কৌশলগত দূরদর্শিতা ও সুসংহত ঐক্য ছাড়া সেই সমর্থন ইভিএমে একত্রীকরণ করা অসম্ভব। মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা ভোটে বিজেপির বিদায়ঘণ্টা বাজাতে চাইলে কংগ্রেসকে আঞ্চলিক দলগুলির দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে।

## অমৃতধারা

ঈশ্বর তোমায় বাণী পাঠান না কারণ তোমার শ্বাসের চেয়েও তিনি বেশি কাছের। তিনি শুধু তোমায় জাগিয়ে তোলেন। তুমি কখনও ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পার না। ঈশ্বরের সমীপ হবার চেষ্টায় আন্তরিক হও, তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা করও না। তাঁর শরণে তোমাকে যেতেই হবে- আজ নয়তো আগামীকাল। যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে ভয়ের কোনও স্থান নেই। ঈশ্বরের কাছে শাস্তি পেতে ভয় পেও না। তোমার প্রতি তাঁর ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখ। ঈশ্বর বৈচিত্র্যপ্রেমী। তিনি শতনামে শত আকারে ও বৈচিত্র্যে প্রকাশমান। তাঁর বৈচিত্র্যময়তাকে স্বীকার করে নিতে পারলেই তুমি ধর্মীয় গোঁড়ামি আর অন্ধবিশ্বাসের আনুগত্য থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

# অনেক ভারতীয়র ভোটই পাবেন না কমলা

সাতদিন পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। প্রথমে মনে হচ্ছিল, কমলা হ্যারিস এগিয়ে। এখন লড়াই হাড্ডাহাড্ডি।

**পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়**

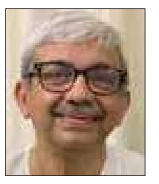

ভারতের অধিকাংশ মিডিয়াতে আমেরিকার নির্বাচন নিয়ে আগে থেকে তেমন আলোচনা হয় না। আমরা সেই দেশে থাকার সময় থেকেই দেখে আসছি, নির্বাচনের শেষে ফলাফল প্রকাশিত হলে তার একটা ঘোষণা খবরের কাগজ, টিভি, রেডিওতে প্রচার করা হয় সংক্ষিপ্ত খবর হিসেবে। এর বেশি কিছু নয়।

অথচ, মার্কিন দেশের ভোটের ওপর সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। বিশেষ করে নব্বইয়ের গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর একমাত্র সুপারপাওয়ার, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। অর্থনৈতিক সুপার জায়েন্ট হিসেবে এই মুহূর্তে আমেরিকার সমান্তরাল শক্তি আর কেউ নেই। এবং এই মহাদৈত্যের অর্থনীতির আসল চালিকাশক্তি হল যুদ্ধব্যবসা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ থেকে সমরাস্ত্র উৎপাদন এবং সারা বিশ্বে তার বিক্রি ও মুনাফার মাধ্যমেই আমেরিকা তার সম্পদ সুবিপুলভাবে বৃদ্ধি করেছে। সংক্ষিপ্ত হিসেব হল, আজকের রাশিয়া, চিন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি মহাশক্তিধর দেশগুলি সব মিলিয়ে যে পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানি করে, কেবলমাত্র মার্কিন দেশই তার চেয়ে অনেক বেশি তা করে থাকে।

বলা হয়, আজ যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত থেকে কোনওভাবে তার সমরাস্ত্রের এই ব্যবসা কেড়ে নেওয়া হয়, আমেরিকার অর্থনীতি সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়বে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তাই শুধু আমেরিকার নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনের ফলের ওপর সারা বিশ্বের যুদ্ধ ও শান্তি পরিস্থিতি নির্ভর করে আছে। এবং ঠিক যেমন পটেটো চিপস বা কোক, পেপসি, ম্যাকডোনাল্ড, পিৎজা হাট তাদের বিজ্ঞাপন, প্যাকেজিং ও সহজলভ্যর মাধ্যমে তাদের প্রোডাক্টগুলোকে জনপ্রিয় করে তুলেছে সারা বিশ্বে, মার্কিনি যুদ্ধবাণিজ্য কর্পোরেশনগুলোও তাদের প্যাকেজিং এমনভাবে করে ফেলেছে যে আমেরিকার মানুষ মনে করছে, আমেরিকার সারা বিশ্বে লাগাতার যুদ্ধ আসলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই। সেই যেমন জর্জ অরওয়েল তাঁর বিখ্যাত ১৯৮৪ গ্রন্থে লিখে গিয়েছিলেন, ওয়ার ইজ পিস। যুদ্ধ আসলে শান্তি।

মগজধোলাই এক আশ্চর্য শৈল্পিক উচ্চতায় পৌঁছেছে। হীরক রাজা অথবা হাল্লার রাজার কথা মনে পড়ে যায়। 'নিস্তার নাহি কাহারো সটকে।' কোনও না কোনওভাবে আমরা আজকের পৃথিবীর সাধারণ মানুষ আমেরিকার যুদ্ধব্যবসার শিকার। সে আমরা কলকাতায় থাকি, ঢাকায়, অথবা ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু কিংবা আফ্রিকা। গোর ভিডাল বলেছেন, ইজরায়েলের সৃষ্টির পর, সেই ১৯৪৮ সাল থেকে, এমন কোনও বছর যায়নি, যে বছর আমেরিকা পৃথিবীর কোনও না কোনও দেশে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত থাকেনি।

এবং আমেরিকার দুই প্রধান রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দুই-ই এই যুদ্ধব্যবসার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাদের পিছনে ট্রিলিয়ন ডলার কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে প্রধানই হল যুদ্ধবাণিজ্যের ধারক ও বাহক। যুদ্ধের পরেই আসে ড্রাগ (ওষুধ, হাসপাতাল, এবং আবার সেই যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগে এমন সমস্ত ড্রাগ তো আছেই), তার সঙ্গে যোগ করুন গোপন চ্যানেল দিয়ে রপ্তানি ও বিশেষ করে আমদানি করা মাদক, যা আমেরিকার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য। এবং এইসব ভয়ানক মাদকের কারণেই পৃথিবীতে অনেকগুলো যুদ্ধ ঘটে গিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকায়, আফগানিস্তানে, আফ্রিকায় এবং আরও অনেক দেশে আমেরিকার যুদ্ধব্যবসার প্রধান কারণই হল মাদক চালান ও জোগান- এমনই বলা হয়ে থাকে।

তারপর আছে গাড়ির ব্যবসা, তেল, কম্পিউটার, মাইক্রোচিপস, ওই কোক পেপসি ম্যাকডোনাল্ড, পিৎজা হাট, ব্যাংকিং মহাবাণিজ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সেক্স ইন্ডাস্ট্রি।

২

বিগ মিডিয়াতে অবশ্য এসব বিষয়ে নিয়ে কখনও বিশদ আলোচনা আমি শুনিনি। দেশেও নয়, এদেশেও নয়। ১৯৮৫ থেকে আমেরিকায় আছি। প্রথমে বিজ্ঞান এবং তারপর সাংবাদিকতার ছাত্র হওয়ার কল্যাণে মিডিয়াকে বিশেষভাবে ফলো করেছি। এসব অ-জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, সিবিএস, এবিসি, ওয়াশিংটন পোস্ট ইত্যাদি বড় বড় মিডিয়া আউটলেটে দীর্ঘ এবং বিশ্লেষণমূলক কোনও আলোচনা কখনও আমি হতে শুনিনি।

এই আসল খবর বর্জনের মিডিয়া মডেলের নাম আমি দিয়েছি 'জার্নালিজম অফ এক্সক্লুশন।' অর্থাৎ ক্রিকেট, ফুটবল, বেসবল, হলিউড, বলিউড, টলিউড ইত্যাদি নিয়ে হাজার গপ্পো ফাঁদার প্রচুর সময় ও পরিসর মিডিয়ার আছে। কিন্তু মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জলবায়ু, অর্থনীতি, দৈনন্দিন সমস্যা, জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় মিডিয়ার নেই।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যে জাতীয় নেটওয়ার্কগুলোতে সম্প্রচারিত ডিবেট হয় দুই পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে, সেখানেও কখনও কেউ প্রশ্ন করে না, কেন আমেরিকার মতো একমাত্র সুপারপাওয়ার দেশেও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ কোভিডে মারা যায়, এদেশে প্রতি ছ'জনের মধ্যে একজন কেন দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, অথবা সারা পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাতেই কেন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অধিকার মানবিক অধিকাররূপে গণ্য হয় না?

কখনও জিজ্ঞেস করা হয় না, কেন আমেরিকায় বন্দুকবাজির বীভৎসতার কারণে যেখানে-সেখানে যখন-তখন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়? কেন আমেরিকার জেলগুলোতে সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক বন্দি আটক থাকে, এবং তাদের শ্রমকে প্রায় বিনামূল্যে কাজে লাগিয়ে নেয় মার্কিন কর্পোরেশনগুলো।

**আজ এদেশের নির্বাচন সিস্টেম এমন করে ফেলা হয়েছে যে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান এই দুই দলের বাইরে যে দলগুলোর অস্তিত্ব আছে- যেমন গ্রিন পার্টি, সোশ্যালিস্ট পার্টি, ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টি- তাদের প্রার্থীর চূড়ান্ত ব্যালটে নাম তোলার আশা একেবারেই অসম্ভব।**

আজ এদেশের নির্বাচন সিস্টেম এমন করে ফেলা হয়েছে যে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান এই দুই দলের বাইরে যে দলগুলোর অস্তিত্ব আছে- যেমন গ্রিন পার্টি, সোশ্যালিস্ট পার্টি, ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টি- তাদের প্রার্থীর চূড়ান্ত ব্যালটে নাম তোলার আশা একেবারেই অসম্ভব। তাদের প্রার্থীদের ওই জাতীয় নেটওয়ার্কের ডিবেটে অংশ নেওয়া অসম্ভব, কারণ অন্তত পাঁচ শতাংশ ভোট প্রাথমিক স্তরের নির্বাচনে না পেলে আইন অনুসারে বিতর্কে অংশ তাঁরা নিতে পারবেন না। এমনকি, অতি-জনপ্রিয় ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট রাজনীতিবিদ বার্নি স্যান্ডার্সকেও বিশাল পরিমাণ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং তাদের পেটোয়া মিডিয়া নিউ ইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, ওয়াশিংটন পোস্ট ইত্যাদি বিগ মিডিয়া সুকৌশলে বাতিল করে দিয়েছিল, যাতে হিলারি ক্লিন্টন চূড়ান্ত প্রার্থী হতে পারেন। এবং তারপর ২০১৬-তে ট্রাম্প নামক খলনায়কের হাতে হিলারির পরাজয়।

এবারের নির্বাচনে আবার ট্রাম্প অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস। যেহেতু কমলার বাবা কৃষ্ণাঙ্গ, এবং তিনি নিজেকে কৃষ্ণাঙ্গী বলে পরিচয় দিতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, সেই কারণে এমনিতেই বহু প্রবাসী ভারতীয় মার্কিন নাগরিক তাঁকে ভোট দেবেন না, এমনই আমাদের তৃণমূল স্তরের ধারণা। এই ভারতীয়রা মনে করেন, কর্পোরেট আমেরিকার সাফল্যেই তাঁদের অর্থনৈতিক বাড়বাড়ন্ত। সুতরাং, সেই ওয়ান পার্সেন্টের নেতা ট্রাম্পই পারেন তাঁদের সেই বাড়বাড়ন্তকে আরও বাড়িয়ে তুলতে।

দেশের ভেতরে বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ, বন্দুকবাজি, নারী নির্যাতন, একনায়কতন্ত্রের নতুন হিটলার ট্রাম্প, যাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র কলঙ্কিত? যিনি বিশাল বিশাল অর্থনৈতিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত?

অধিকাংশ প্রবাসী ভারতীয় ও বাঙালি এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। ট্রাম্প ফিরে এলে আমেরিকায় গণতন্ত্র সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। ফ্যাসিবাদ শিকড় গেড়ে বসবে। বিজ্ঞানবিদ্বেষী, নারীবিদ্বেষী, ইমিগ্রান্টবিদ্বেষীরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে খোলা অস্ত্র নিয়ে। এবং তার প্রভাবে ভারত, বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বেই স্বৈরাচারী ধর্মান্ধরা উল্লাসে ত্রিশূলনৃত্য করবে।

*(লেখক নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। প্রাবন্ধিক।)*

## আজ

**১৯৯৬**

অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের জন্ম আজকের দিনে।

**১৯৭১**

প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার ম্যাথু হেডেনের জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত

স্পেনে রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বার্সেলোনা ম্যাচটা নিয়ে ভারতে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। বার্সেলোনার দুর্দান্ত জয়ও উঠে এসেছে অনেকের আলোচনায়। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, স্পেনের মতো ভারতেও রিয়াল, বার্সেলোনার সমর্থকরা তর্কাতর্কিতে মেতে উঠেছিল।

-নরেন্দ্র মোদি

## ভাইরাল/১

কিং কোবরাকে ধরা তো দূরের কথা, কাছে ঘেঁষার জন্যও সাহস দরকার। এবার সেই কিং কোবরার মাথায় চুম্বনের ভিডিও ভাইরাল। বিশাল কিং কোবরাকে বাগে আনেন এক ব্যক্তি। তারপর সাপের মাথায় চুমু দেন। অবাক নেট দুনিয়া।

## ভাইরাল/২

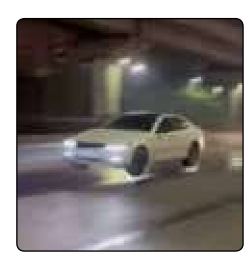

গাড়ির গতিতে রাশ টানে স্পিডব্রেকার। গুরুগ্রামে এহেন এক স্পিডব্রেকার রয়েছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব জানান দেওয়ার জন্য রাস্তার ধারে নেই কোনও চিহ্ন। গাড়িগুলি দ্রুতগতিতে স্পিডব্রেকারের ওপর দিয়ে যেতে গিয়ে কার্যত লাফালাফি করছে। ভাইরাল সেই ভিডিও।

## জনমন জনমত

### যত্রতত্র কফ-থুতুতে জরিমানা হোক

শিলিগুড়ি শহরের বেশ কিছু রাস্তায় হেঁটে চলাফেরা করা খুব কষ্টকর। কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে গল্প করার সময়, হেঁটে পথ চলতে চলতে কিংবা বাইক-সাইকেল-টোটো থেকে রাস্তার মাঝখানে কফ, থুতু, পান-গুটখার পিক ফেলে থাকেন। রাস্তার বাইরে বা ড্রেনে ফেললে রাস্তা এতখানি নোংরা হয় না। বিশেষ করে সুভাষপল্লি বাজার থেকে হাতি মোড়, কোর্ট মোড় থেকে হাসপাতাল খুব নোংরা।

এর আগে বিষয়টি নিয়ে পত্রিকায় কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কর্পোরেশনের কোনও নোটিশ বা জরিমানার নোটিশ চোখে পড়েনি। এই অবস্থায় মেয়র, ডেপুটি মেয়র, কমিশনারকে অনুরোধ, আপনারা বিজ্ঞপ্তি জারি করুন।

রাস্তাটা ডাস্টবিন নয়, মানুষের চলাফেরার জন্য। যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে নোংরা করবেন, তাঁদের জরিমানা করা দরকার। এ বিষয়ে মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**- তাপসকুমার দত্ত, ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি।**

### ব্লাড ব্যাংক চাই মেখলিগঞ্জে

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম, এই হাসপাতালে কোনও ব্লাড ব্যাংক নেই। ফলে রক্তের প্রয়োজনে এই মহকুমার মানুষকে সুদূর জলপাইগুড়ি শহরে ছুটতে হয়, যা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং চরম দুর্ভোগের।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের ওপর ময়নাগুড়ি ব্লকের হেলাপাকড়ি, হলদিবাড়ি সহ মেখলিগঞ্জের সব মানুষ নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন ধরে ব্লাড ব্যাংক স্থাপনের দাবি জানানো হলেও প্রশাসন বিষয়টিকে উপেক্ষা করে এসেছে। বিধায়ক সাংসদ কেউই এই বিষয়ে নাক গলাননি। ফলে এখানকার মানুষ চরম হয়রানির শিকার। এই দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে মুখ্যমন্ত্রীকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্লাড ব্যাংক স্থাপনে পদক্ষেপ করতে হবে।

**-রঞ্জিতকুমার রায়, মেখলিগঞ্জ।**

### সামাজিক দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে মানুষ

গত কয়েকদিনে ডুয়ার্স এলাকায় বেশ কয়েকবার মর্মান্তিকভাবে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দুটি শহর অথবা লোকালয়ের মাত্র এক-দুই কিলোমিটারের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটলে, রাস্তার পাশে আহত ব্যক্তি পড়ে কাতরাতে থাকলেও সেই পথে যাতায়াতকারী অন্য পথযাত্রী সেটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। অথবা অন্য কাউকে দুর্ঘটনার খবরটুকু পৌঁছে দিচ্ছেন মাত্র। অথচ সময়মতো পুলিশে বা যোগ্য লোকের কাছে (সমাজসেবী) খবর দিলে হয়তো সেই সব প্রাণ বাঁচানো যেত। এখন মানুষজন এই ধরনের দায়িত্ব নিতে ভুলে যাচ্ছে, যা খুব দুঃখজনক। এইসব সামাজিক দায়িত্বভার কাউকে নিতে হবে।

**-সুমন কুণ্ডু, বিন্নাগুড়ি বাজার।**

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# যে ভোটে লাইন-স্লোগান নেই, ছুটিও নেই

সাধারণ ভারতীয়র পক্ষে আমেরিকার ভোটের ছবি কল্পনা করা কঠিন। ফাইভস্টার হোটেলের মতো পরিবেশে ভোট হয়।

**রুমি বাগচী**

আরেকটু হলেই ভোটের কথা ভুলে যাচ্ছিলাম।

যদিও আমেরিকায় সবসময়ই নভেম্বরের এক তারিখের পর প্রথম মঙ্গলবারেই ভোট হয়। কিন্তু চারদিকে একটাও দেওয়াল লিখন নেই, ভাষণ-স্লোগানও নেই, ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

ভোটের প্রচার বলতে অডিটোরিয়ামে ভোটপ্রার্থীদের মধ্যে ডিবেট। আর কিছু র‌্যালি। প্রথমে নিজের দলের মধ্যে ডিবেট করে মনোনয়ন পাওয়া। তারপর বিপক্ষের সঙ্গে। এই ডিবেটের মধ্যে দিয়েই যা কিছু প্রচার।

ভোটের আগে পোস্টে বাড়িতে একটি নকল ব্যালট আসে। ব্যালট একটা চটি বই-এর মতো। কারণ একসঙ্গে প্রায় পনেরো-ষোলোটা ভোট দিতে হয়। প্রেসিডেন্ট, সেনেটর, গভর্নর নির্বাচন ছাড়াও ম্যারিজুয়ানাকে আইনসম্মত করা উচিত কি না, স্কুল সিস্টেমে কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন কি না, এমনকি কোনও বিশেষ গাছ কাটা উচিত কি না- এই সব কিছুই ব্যালটে থাকে। এতগুলো ভোট সময় নিয়ে মনস্থির করার জন্য এই 'প্র্যাকটিস ব্যালট' বাড়িতে আসে। ওই ব্যালটেই ভোটটা দিয়ে কেন্দ্রে গিয়ে আসল ব্যালটে কপি করে দিই।

ভোটে কোনও ছুটি নেই। অফিসে যাওয়ার আগে অথবা পরে অথবা লাঞ্চ ব্রেকে ভোট দিতে হয়। প্রতিবারই ভোট দিতে এসে মনে হয় এ কেমন নীরব, নিষ্প্রাণ ভোট পর্ব! স্লোগান নেই... পোস্টার নেই... রাত জেগে দেওয়াল লিখন নেই! সবচেয়ে বড় কথা, ভোট উপলক্ষ্যে সবার সঙ্গে আড্ডা দেওয়াও নেই।

ফাইভ স্টার হোটেলের মতো একটি বিল্ডিংয়ের কাচের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই রিসেপশনিস্ট ওয়েলকাম জানাল। লাইন তো স্বপ্নাতীত। আমি ছাড়া কখনও একজন দুজনের বেশি কাউকে দেখিনি। তবু সোফা, টেবিল, ম্যাগাজিন, পানীয় জল, সুদৃশ্য বাথরুম-- সব আছে।

তবু শিলিগুড়ির ভোট-উৎসবের কথা ভেবে মন স্মৃতিবিধুর হয়। হ্যাজাকের আলোয় রাত জেগে দেওয়াল লিখন। অটোতে স্লোগান দিতে দিতে সারা শিলিগুড়ি ঘোরা।

এইদিন পাড়ার সমস্ত মানুষকে দেখতে পাওয়া যেত। যে ছেলেটি চাকরি করতে অন্য শহরে গেছে, সেও আজ ছুটি নিয়ে এসেছে। আর যে বৌটির সদ্য বিয়ে হয়েছে, সে আজ ভোট প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। যদি ভিড় না থাকত, দু'মিনিটে ভোট দিয়ে বৌটিকে বাড়ি ফিরতে হত, তাহলে কি তাঁর জীবনের আলো একটু কমে যেত না!

আর পাড়ার যে মেয়েটি সদ্য বিয়ে হয়ে অন্য পাড়ায় চলে গিয়েছে, কিন্তু তার নামটি রয়ে গিয়েছে এই পাড়ায়, সেও আজ এসেছে ভোট দিতে। যদি ভিড় হওয়ার এই মুল্যবান অজুহাতটি না থাকত, তাহলে তার জীবন থেকে একটি রঙিন দিন কি হারিয়ে যেত না!

সারি সারি কিউবিকলের একটিতে গিয়ে টাচ স্ক্রিন কম্পিউটারে নির্বাচন করে প্রিন্টআউট নিয়ে পাশের একটি মেশিনে ঢুকিয়ে দিলাম । চাকরির পরীক্ষাতে যেমন স্ক্যানট্রন কম্পিউটারে চেক করা হয়, তেমন-ই। ভোট দিয়ে 'আই ভোটেড' স্টিকার নিয়ে ফিরে আসতে সাত মিনিট লাগল।

দেখে অবাক হলাম যে স্টিকারে অন্য ভাষার সঙ্গে হিন্দিও আছে 'ম্যায়নে মতদান কিয়া' -- আমরা আছি বলে। এভাবেই কেউ কেউ ভালোবাসা আদায় করে নেয়।

*( লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। বর্তমানে লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৭৩

**পাশাপাশি :** ১। দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ বা শত্রুতা ৩। খুব বেশি শীতল বা ঠান্ডা করা ৫। ফুলের কলি, এখনও ফোটেনি ৬। পুঁজি বা অবলম্বন ৭। হরিণও হতে পারে মাছও হতে পারে ৯। আকাশ দিগন্তে যেখানে মিলিয়ে যায় ১২। রাজার অধীনস্থ বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক ১৩। রংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

**উপর-নীচ :** ১। প্রকাশ বা উন্মেষ ২। যে দেহে প্রাণ নেই, মৃতদেহ ৩। মাছের ফুলকোর উপর যে কঠিন আবরণ থাকে ৪। নাকে পরার গয়না ৫। জাতি, গোষ্ঠী বা ফল ৭। এই পাখি খুব উঁচুতে ওড়ে ৮। জাহাজে খালাসির কাজ ৯। কোনও কিছু দান করার ইচ্ছে ১০। কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ১১। এক ধরনের লেবু।

**সমাধান ■ ৩৯৭২**

**পাশাপাশি :** ১। ঋত্বিক ৪। বহেড়া ৫। তাসা ৭। ভয়াল ৮। টায়টায় ৯। সটকানো ১১। সাগুনা ১৩। হল ১৪। জব্বর ১৫। সকাল।

**উপর-নীচ :** ১। ঋষভ ২। কবল ৩। গড়াপেটা ৬। সাশ্রয় ৯। সমীহ ১০। নোনাজল ১১। সারস ১২। নাগাল।

## বিন্দুবিসর্গ

**ছোট তারা**

কোচবিহারের দেবপ্রীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডুয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। নাচে একাধিক পুরস্কার রয়েছে। এছাড়াও কবিতা বলতে এবং ছবি আঁকতে ভালোবাসে সে।

# ধনতেরাসে মজেছেন বঙ্গলক্ষ্মীরাও

**দেবদর্শন চন্দ**

**কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর :** অবাঙালিদের মধ্যে ধনতেরাস উৎসবের প্রচলন থাকলেও বিগত কয়েক বছরে বাঙালিদের মধ্যেও ধনতেরাসে নতুন জিনিস কেনার প্রবণতা বেড়েছে। ধনতেরাস মানেই সোনার দোকানে উপচে পড়া ভিড়। শাস্ত্র অনুযায়ী, এই বিশেষ দিনে সোনা বা রুপো কিনলে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, এতে সংসারেও শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাই এই বিশেষ দিনে অনেকে সোনার হালকা গয়নার পাশাপাশি রুপো কিংবা অন্ততপক্ষে ঝাড়ু হাতে নিয়ে ঘরে ফেরেন।

কুসংস্কার এতটাই যে কিছু না হলেও অন্তত এক প্যাকেট লবণ হাতে করে নিয়ে বাড়ি ফেরেন অনেকে। এসবের পাশাপাশি কেউ আবার কড়িও কিনে থাকেন। এদিন সোনা-রুপোর গয়না, বাসনপত্র সহ নতুন কিছু বাড়িতে নিয়ে আসার চল রয়েছে।

কোচবিহারের এক জ্যোতিষী কল্লোল শাস্ত্রী বলেন, 'আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরির ভূমিকা প্রচুর। ধন্বন্তরি থেকেই পরবর্তীতে ধনতেরাস শব্দটি এসেছে। ধনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় এই দিনে অনেকেই গণেশ এবং দেবী লক্ষ্মীরও আরাধনা করেন।'

মঙ্গলবার ধনতেরাস। ভিড় এড়াতে অনেকেই দু'দিন আগে থেকেই নিজেদের পছন্দমতো জিনিস কিনছেন। এদিনও শহরের ভবানীগঞ্জ বাজার কিংবা সোনার দোকানগুলিতে ক্রেতাদের সমাগম দেখা গিয়েছে। অনেকেই পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি, মঙ্গল ও ধনসম্পদ লাভের আশায় ধনতেরাস উপলক্ষ্যে কেনাকাটা করে থাকেন। ব্যবসায়ীদের কাছেও এই দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদিন শহরের বিশ্বসিংহ রোড এলাকার একটি সোনার গয়নার দোকানে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে হলদে এই ধাতু কিনতে অত্যাধিক ভিড়। অন্যান্য দোকানগুলিতে গিয়ে দেখা গেল, হালকা সোনার গয়নার পাশাপাশি সোনা ও রুপোর কয়েন, লক্ষ্মী ও গণেশের মূর্তি, গ্লাস, থালা সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। শহরের এক সোনার দোকানের কর্ণধার দিলীপকুমার মজুমদার বললেন, 'সোনার দাম বাড়ায় ধনতেরাস উপলক্ষ্যে মূলত রুপোর কয়েন, ঠাকুরের মূর্তি বিক্রি হচ্ছে। হালকা সোনার জিনিসপত্রও অনেকে কিনছেন।'

ধনতেরাস উপলক্ষ্যে ঝাড়ু বিক্রি করতে রীতিমতো অস্থায়ী দোকানও করেছেন এক ব্যবসায়ী। ঝাড়ু বিক্রেতা বাপ্পা হক বলেন, 'এই বিশেষ দিনে অনেকেই ঝাড়ু কেনেন। ৫০ টাকা থেকে ৮০ টাকা দামের ঝাড়ু পাওয়া যাচ্ছে।'

শহরের এক সোনার দোকানের কারিগর জগদীশ কর্মকার বললেন, 'প্রতিবারই ধনতেরাসের কয়েকদিন আগে থেকে রুপোর বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির হিড়িক পড়ে। এবারেও তাই হয়েছে।' এদিন শহরের এক গয়নার দোকানে মা লক্ষ্মীর রুপোর মূর্তি কিনতে এসেছিলেন পূজা ধর। তাঁর কথা, ধনতেরাস উপলক্ষ্যে মা লক্ষ্মীর মূর্তির পাশাপাশি রুপোর একটি কয়েনও নিলাম। পরিবারের বিশ্বাস এই বিশেষ দিনে কিছু কিনলে ধনলাভ সম্ভব। প্রতিবারই এই বিশেষ দিনটি উপলক্ষ্যে কিছু কেনা হয়ে থাকে।'

*কোচবিহারে ধনতেরাস উপলক্ষ্যে ঝাঁটা কিনছেন এক গৃহিণী। ছবি : জয়দেব দাস*

**এসো মা লক্ষ্মী**

- ধনতেরাসের কয়েকদিন আগে থেকে রুপোর বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির হিড়িক পড়ে
- অনেকে মনে করেন এদিন সোনা বা রুপো কিনলে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পাওয়া যায়
- এই বিশেষ দিনে অনেকেই ঝাড়ু কেনেন, ৫০ টাকা থেকে ৮০ টাকা দামে ঝাড়ু মিলছে

*মাথাভাঙ্গা শহরের বাতিস্তম্ভের ঢাকনাহীন জয়েন্ট বক্স। -সংবাদচিত্র*

# বিদ্যুতের তারে বিপদের আশঙ্কা

**বিশ্বজিৎ সাহা**

**মাথাভাঙ্গা, ২৮ অক্টোবর :** মাথাভাঙ্গা শহরের সুটুঙ্গা নদীর উপর দুটি সেতুর বাতিস্তম্ভের জয়েন্ট বক্স ঢাকনাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। খোলা জয়েন্ট বক্সের তার থেকে বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে। পুরসভার তরফে বেশ কয়েক বছর আগে সুটুঙ্গা নদীর উপর আব্বাসউদ্দিন সেতু এবং দ্বিতীয় সুটুঙ্গা সেতুতে বাতিস্তম্ভের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ওই বাক্সগুলির অধিকাংশের ঢাকনা উধাও হয়ে গেলেও নতুন করে ঢাকনা লাগানোর ক্ষেত্রে পুরসভার কোনও হেলদোল নেই। এছাড়া শহরের বিভিন্ন রাস্তার ধারে বেশ কিছু বাতিস্তম্ভের জয়েন্ট বক্সেরও ঢাকনা নেই। ঢাকনাহীন বাক্স থেকে বিদ্যুতের তার বেরিয়ে এসেছে। সেতুর হুইলগার্ডের ওপর দিয়ে এবং ফুটপাত দিয়ে হাঁটাচলার সময় পথচারীদের অসাবধানতাবশত বেরিয়ে থাকা তারে হাত লাগলে তড়িদাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিকের আশ্বাস, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। শীঘ্রই শহরের সমস্ত বাতিস্তম্ভে জয়েন্ট বক্সের ঢাকনা লাগানো হবে।'

ওই বাতিস্তম্ভগুলির জয়েন্ট বক্স পথচারীদের হাতের নাগালেই রয়েছে। শহরের অনেক বাসিন্দাই প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণে বের হন। সুনীল সাহা, স্বপন পাল জানালেন, সেতুর ধার দিয়ে হাঁটার সময় সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হয়। মাথাভাঙ্গা পুরসভার পথবাতি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার দীনেশ বসাকের অভিযোগ, বাইরের ঠিকাদার বাতিস্তম্ভগুলিতে নিম্নমানের জয়েন্ট বক্স লাগানোয় সেগুলির ঢাকনা খুলে গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'বিষয়টি বেশ কিছুদিন আগেই পুরসভা কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। সাধারণ মানুষের আশঙ্কা অমূলক নয়। জয়েন্ট বক্সে ২৪০ ভোল্টের তার রয়েছে। বিদ্যুতের তারের সংযোগের অংশ ব্ল্যাকটেপ দিয়ে আটকানো থাকলেও সেগুলির ঢাকনা থাকা অত্যন্ত জরুরি। পুরসভা কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলে ফের সেগুলির ঢাকনা লাগানো হবে।'

## পরীক্ষার সময় স্কুলমাঠে ফুটবল

**দিনহাটা, ২৮ অক্টোবর :** বৃত্তি পরীক্ষা চলাকালীন সোমবার সোনিদেবী জৈন উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে ফুটবল খেলার অভিযোগ উঠল। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গ পরিচালিত চতুর্থ দিনের পরীক্ষা চলাকালীন কয়েকজন স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলছিল। অভিভাবকরা খেলা বন্ধ করতে বললে বচসার সৃষ্টি হয়। প্রায় আধ ঘণ্টা ঝামেলা চলে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় ৩০ মিনিট আগে অবশ্য খেলোয়াড়রা মাঠ থেকে বেরিয়ে যায়। সেন্টার ইনচার্জ দিলীপ চক্রবর্তী জানান, মাঠে একটা সমস্যা হয়েছিল। তবে তা দ্রুত মিটেও যায়। অভিভাবক সঞ্জয় সরকারের বক্তব্য, 'এটি বেসরকারি পরীক্ষা হলেও প্রাথমিক স্তরে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন এমন ঘটনা অত্যন্ত খারাপ মানসিকতার পরিচয়।' আরেক অভিভাবক রিতা রায় জানান, প্রতিদিন সকালে এই মাঠে এলাকার কয়েকজন ফুটবল খেলে। এদিনও তারা সেখানে খেলছিল। পরীক্ষার কথা জানিয়ে তাদের খেলা বন্ধ করতে বললে ঝামেলা বাধে। খেলোয়াড়দের চিৎকারে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় মন দিতে পারছিল না।

## স্বচ্ছতা অভিযান

**কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর :** সোমবার দেওয়ালি উইথ মাই ভারত প্রকল্পে কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় স্বচ্ছতা অভিযান হয়। এদিন এবিএন শীল কলেজের তরফে এমজেএন মেডিকেলে এই অভিযান চলে। কোচবিহার ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন ও মেঘা যোগ ক্লাব এবং ব্যায়ামাগারের যৌথ উদ্যোগে চিলকিরহাট বাজারেও স্বচ্ছতা অভিযান হয়।

**জরুরি তথ্য**

**ব্লাড ব্যাংক**

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

**■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | ২ |
| এ নেগেটিভ | ১ |
| বি পজিটিভ | ২ |
| বি নেগেটিভ | ০ |
| এবি পজিটিভ | ৪ |
| এবি নেগেটিভ | ১ |
| ও পজিটিভ | ০ |
| ও নেগেটিভ | ২ |

**■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | ৫ |
| এ নেগেটিভ | ০ |
| বি পজিটিভ | ৬ |
| বি নেগেটিভ | ০ |
| এবি পজিটিভ | ০ |
| এবি নেগেটিভ | ১ |
| ও পজিটিভ | ১০ |
| ও নেগেটিভ | ১ |

**■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল**

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | ৬ |
| এ নেগেটিভ | ১ |
| বি পজিটিভ | ৮ |
| বি নেগেটিভ | ০ |
| এবি পজিটিভ | ৭ |
| এবি নেগেটিভ | ০ |
| ও পজিটিভ | ১০ |
| ও নেগেটিভ | ০ |

# কোচবিহারে সৌন্দর্যায়নে প্রশ্ন

**দেবদর্শন চন্দ**

**কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর :** রাজার শহরে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে প্রায় পাঁচ কোটির ফোয়ারা। দীর্ঘদিন না চালানোয় যন্ত্রপাতিগুলি আদৌ কতটা ঠিক আছে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। এখন অকেজো এই ফোয়ারার সরঞ্জাম চুরির অভিযোগ উঠেছে।

হেরিটেজের ফান্ডে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সৌন্দর্যায়ন হচ্ছে শহরের। সেই শহরেই পাঁচ কোটির ফোয়ারার ভবিষ্যৎ অথই জলে। এত টাকা খরচ করে ফোয়ারাগুলি লাগানো হলেও সে বিষয়ে কেন কারও ভ্রূক্ষেপ নেই, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বৈরাগীদিঘিতে ২০১৭ সালে রাস উৎসবের দিন এই মিউজিক্যাল ফোয়ারাটির উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। উদ্বোধনের পর তিন মাসও চলেনি। এরপর মাঝে এক-দু'বার রাস উৎসবের সময় কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে ফোয়ারাটির সারাই করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও সেটি দু-একদিনের বেশি চলেনি।

এদিকে নরেন্দ্রনারায়ণ পার্কের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেমের ফোয়ারাটিও দীর্ঘদিন ধরে অচল। পার্ক কর্তৃপক্ষ একাধিকবার সেটি মেরামত করার আশ্বাসের কথা শোনালেও মেরামত হচ্ছে না। এখানেও প্রশ্ন উঠেছে, এত টাকা খরচ করে ফোয়ারা বসালেও কেন সেটি পর্যটনের স্বার্থে দ্রুত ঠিক করা হচ্ছে না, তা নিয়ে কোনও সদুত্তর নেই। পার্কের রেঞ্জ অফিসার অভিজিৎ নাগ বলেন, 'অন্য ফোয়ারাগুলি ঠিক থাকলেও লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেম ফোয়ারাটি অচল রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

রাজবাড়ি উদ্যানেও লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেম ফোয়ারা বসানো হয়েছিল। বর্তমানে যার কোনও যন্ত্রাংশই অবশিষ্ট নেই। প্রায় ১৫ বছর ধরে এই ফোয়ারাটি বিকল হয়ে রয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে বাগান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে ফোয়ারার বেশিরভাগ যন্ত্রপাতি। বাগানে এতসব কাণ্ড হয়ে গেলেও বিষয়টি নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই।

শহরের কেশব রোডে থাকা এনবিএসটিসি কেন্দ্রীয় ডিপোর ভেতরে কয়েকটি ফোয়ারা থাকলেও সেগুলিও ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে অকেজো হয়ে রয়েছে। তৃণমূল সরকার আসার আগে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সেই ফোয়ারাগুলি তৎকালীন শাসকদল বসিয়েছিল। সেগুলি বন্ধ থাকলেও সে বিষয়েও হেলদোল নেই কারও। এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের কথা, 'বাম জমানায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ভেতরে একটি ফোয়ারা করা হয়েছিল। আমাদের গাড়ি রাখবার জায়গার অভাব রয়েছে। পর্যাপ্ত জায়গার অভাব থাকায় আগামীদিনে আমরা সেটিকে ভেঙে ফেলে মেঝে করবার কথা ভেবেছি।' সব মিলিয়ে হেরিটেজ তকমা পেতে চলা শহরে সৌন্দর্যায়নের প্রকৃত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই ফোয়ারাগুলোই এখন প্রশ্নচিহ্ন হয়ে সব সরকারি উদ্যোগকে বিদ্রুপ করছে।

*কোচবিহার শহরে এনএন পার্ক, রাজবাড়ি পার্ক এবং এনবিএসটিসি বাস টার্মিনাসের অচল ফোয়ারা। ছবি : জয়দেব দাস*

**অকেজো ফোয়ারা**

- বৈরাগীদিঘিতে মিউজিক্যাল ফোয়ারা চালু হয় ২০১৭ সালে রাস উৎসবের সময়
- উদ্বোধনের পর তিন মাসও চলেনি, পরে সারাই করা হলেও দু'একদিনের বেশি চলেনি
- নরেন্দ্রনারায়ণ পার্কের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেমের ফোয়ারা দীর্ঘদিন ধরে অচল
- পার্ক কর্তৃপক্ষ সেটি মেরামত করার আশ্বাসের কথা শোনালেও মেরামত হচ্ছে না
- রাজবাড়ি উদ্যানের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেমের ফোয়ারা প্রায় ১৫ বছর ধরে বিকল
- কেশব রোডে এনবিএসটিসি কেন্দ্রীয় ডিপোর ভেতরের ফোয়ারাও ১৫ বছর ধরে অকেজো

## হাসপাতাল পরিদর্শন

**কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর :** 'লক্ষ্য' প্রকল্পের কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের দুই আধিকারিক এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন। সোমবার তাঁরা হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগ ঘুরে দেখেন। সেখানকার অপারেশন থিয়েটার, চিকিৎসার ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সহ নানা বিষয় তাঁরা খতিয়ে দেখেন। এমএসভিপি সৌরদীপ রায়ের কথায়, 'দুই আধিকারিক খতিয়ে দেখে নম্বর দেবেন। সেই নম্বরের ভিত্তিতে পুরস্কারও রয়েছে।'

## প্রতিষ্ঠা দিবস

**হলদিবাড়ি, ২৮ অক্টোবর :** সোমবার হলদিবাড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল। এই উপলক্ষ্যে সকালে স্টেশন রোডে অবস্থিত সংগঠনের ভবন চত্বরে সংস্থার পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর রবীন্দ্র ভবন চত্বরে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেখানে তিনটি গ্রুপে মোট ১২০ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে। এরপর একটি চক্ষু শিবিরে ৯০ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১২ জনের অপারেশন করা হবে। এছাড়াও এলাকার ১০০ দুঃস্থের মধ্যে শীতবস্ত্র, কম্বল বিলি করা হয়। সংগঠনের সভাপতি গৌতম ভট্টাচার্য, সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

## সিবিআই-কে চিঠি

**কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর :** অভয়ার বিচারের দাবিতে কোচবিহার থেকে এবার সিবিআইয়ের কাছে চিঠি গেল। কোচবিহারের সিস্টার নিবেদিতা কালচারাল ফোরাম সোমবার জেলা শাসকের মাধ্যমে সিবিআইয়ের কাছে এই চিঠি পাঠায়। সংগঠনের অন্যতম সদস্য দীপ্তি ভট্টাচার্য জানান, সোমবার সিস্টার নিবেদিতার জন্মদিন। এই বিশেষ দিনে অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে তাঁরা এই উদ্যোগ নিয়েছেন।

# সিসিটিভি ক্যামেরার দাবি অধরা দিনহাটায়

**অমৃতা দে**

**দিনহাটা, ২৮ অক্টোবর :** শহরের নিরাপত্তায় দিনহাটা পুরসভা শহরের প্রধান প্রধান জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিলেও তা এখনও কার্যকর হয়নি। পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী বলেছেন, 'সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেইমতো সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। সম্মতি মিললেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

তবে দিনহাটার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী অবশ্য সিসিটিভি লাগানোর দাবি জানাবেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর কাছে। রানা গোস্বামীর মতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে এখন অনেক কাজ হচ্ছে। দিনহাটা নিরাপত্তার স্বার্থে উদয়ন গুহ নিশ্চয়ই আমাদের দাবি মানবেন।

সীমান্ত ঘেঁষা শহর এই শহরে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সেই কারণেই শহরে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহল থেকে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর দাবি উঠেছিল।

কথা দিলেও পুরসভার পক্ষ থেকে এখনও সেই দাবি পূরণ হয়নি। ইতিমধ্যেই শহরের পাঁচ মাথার মোড় এবং ভবানী হল চৌপথি এলাকায় দিনহাটা পুলিশের তরফে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে কিন্তু সেগুলো শহরের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয় বলে দাবি আইসি জয়দীপ মোদকের।

প্রায় পাঁচ মাস আগে শহরের পাঁচ মাথা মোড় এলাকায় এক গয়নার দোকানে ডাকাতি হয়। সেই সময় দুষ্কৃতীরা দোকানের ভেতরে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর করে লাখ টাকার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। প্রায় এক বছর আগে ওই এলাকাতেই অপর একটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। এছাড়াও প্রায় এক মাস আগে শহরের বোর্ডিংপাড়া এলাকায় সকাল ছয়টায় টিউশন পড়তে যাবার সময় একটি নাবালিকা মেয়েকে আটকে অশালীন আচরণ করে এক ব্যক্তি। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছোটবড় চুরির ঘটনা তো লেগেই রয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে সিসিটিভি লাগানো হলে এই সব দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা অনেকটাই সহজ হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

*সোমবার কোচবিহারে ধনতেরাস উপলক্ষ্যে কেনাকাটা। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়*

# রিজার্ভার হচ্ছে

**মেখলিগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর :** প্রায় বছরখানেক জলের প্রেশার কম থাকার অভিযোগ এনে ওভারহেড রিজার্ভারের দাবি তোলা হয়েছিল। অবশেষে মেখলিগঞ্জ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে বসতে চলেছে ওভারহেড রিজার্ভার। যার ফলে জলের প্রেশার সংক্রান্ত সমস্যা মিটবে বলেই আশা করছেন মেখলিগঞ্জ পুরসভার ২ নম্বর, ১ নম্বর, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপক বর্মন বলেন, 'জলের প্রেশার নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে সমস্যায় ভুগছেন এলাকার বাসিন্দারা। ওয়ার্ডে ওভারহেড রিজার্ভার বসলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।' একই বক্তব্য শোনা গিয়েছে ওয়ার্ডের বাসিন্দা অসীম বর্মনের মুখেও। পুরসভার চেয়ারম্যান কেশব দাস বলেন, 'আম্রুত-২ প্রকল্পের তরফে কাজটি করা হবে। ডিপিআর করা হয়েছে। এমইডি (মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট)-এর তরফে প্রক্রিয়াকরণ চলছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। এই মুহূর্তে শহরে দুটো ওভারহেড রিজার্ভার রয়েছে। এটি হলে ২ নম্বর ও সংলগ্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সুবিধা হবে।'

মেখলিগঞ্জ শহরের ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে দুটি ওভারহেড রিজার্ভার রয়েছে। ফলে দুটি ওয়ার্ড ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা জলের প্রেশার ভালো পান। কিন্তু বাকি ওয়ার্ডগুলিতে ধীরগতিতে জল সরবরাহ হয়ে থাকার অভিযোগ উঠে আসছিল।

## খুঁটিতে আগুন

**হলদিবাড়ি, ২৮ অক্টোবর :** হলদিবাড়ি শহরের জেবিসি মোড়ের একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে রবিবার রাতে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন অনেকে। গোটা এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দীর্ঘ চেষ্টার পর দপ্তরের কর্মীরা বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক করেন।

## অবস্থান বিক্ষোভ

**তুফানগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর :** এলআইসি এজেন্টদের ক্লাব মেম্বার করা সহ মোট ৬ দফা দাবিতে মঙ্গলবার অবস্থান বিক্ষোভে বসেন তুফানগঞ্জের এলআইসি এজেন্টরা। এদিন শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর রোড সংলগ্ন এলাকার এলআইসি অফিসের সামনে চলে বিক্ষোভ। সদস্যরা জানিয়েছেন, গণ অবস্থান চলবে।

## মাদক উদ্ধার

**কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর :** তোর্ষার বাঁধের রাস্তায় অভিযান চালিয়ে রাস্তা সংলগ্ন একটি বাড়ি থেকে মাদক বাজেয়াপ্ত করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। সোমবার দুপুরে সেখানে অভিযান চালানো হয়। মাদক বিক্রির অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

# বাজারে রাস্তা আটকে দোকান

**কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর :** কোথাও রাস্তার উপরেই দোকান বসেছে, আবার কোথাও অস্থায়ী দোকানদারদের পাশাপাশি স্থায়ী ব্যবসায়ীরাও বাজারের বিভিন্ন গলি দখল করে দোকানের সামগ্রী সাজিয়ে রাখছেন। এতে দিন-দিন ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে ভবানীগঞ্জ বাজার এলাকা। প্রতিনিয়ত যানজট লেগে থাকায় সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এর আগে বাজারে দু-তিনবার অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল। বাজারের এই পরিস্থিতির কারণে দমকল এবং অ্যাম্বুল্যান্সও সহজে বাজারে ঢুকতে পারেনি।

বিষয়টি জানা সত্ত্বেও পুর কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রশাসন কেন নির্বিকার তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কথা, 'এর আগে আমরা বাজারের দখলদারি সরিয়ে দিলেও সপ্তাহখানেকের মাথায় আবার একই অবস্থা। ব্যবসায়ী সমিতিও এর দায় এড়াতে পারে না। তাঁদেরও এবিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি।' ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুরোজকুমার ঘোষ বললেন, 'বাজারের রাস্তা দখল করে পসরা সাজানোকে আমরাও সমর্থন করি না।'

ভবানীগঞ্জ বাজারে ২০০৩ সালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে বেশ কিছু দোকান ভস্মীভূত হয়েছিল। সে সময় কয়েক কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। বছরখানেক আগেও দমকলের গাড়ি বাজারে ঢোকার সময় সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কেন ব্যবসায়ীদের হেলদোল নেই তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ছাড়ছে না পুর কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে, বিজেপির বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে পুরসভার বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, 'পুরসভায় যাঁরা আগের বোর্ডে ছিলেন তাঁরাও এবিষয়ে নজর দেননি। বর্তমান যাঁরা রয়েছেন, তাঁদেরও কোনও নজরদারি নেই। সঠিক নজরদারির অভাবে সাধারণ মানুষদের অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। বিষয়টি দ্রুত দেখা হোক।'

এক টোটোচালকের বক্তব্য, 'অনেক ব্যবসায়ী এমনভাবে রাস্তা দখল করে দোকান সাজান যে যাতায়াত করাই দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। কোনও কারণে বাজারে টোটো নিয়ে ঢুকলে বের হওয়া খুব কষ্টকর। আমরা এই পরিস্থিতির পরিবর্তন চাইছি।' বাজারের ডালপট্টি, জাপানিপট্টি, চকবাজার সহ প্রতিটি রাস্তাতেই একই সমস্যা। রাস্তার একাংশ দখল করে জিনিসপত্র সাজাবার পাশাপাশি অবৈধ পার্কিংয়েও সমস্যা বাড়ছে। এর ফলে বাজার এলাকায় যানজট লেগেই রয়েছে। এক ক্রেতার অভিযোগ, 'আর্থিকভাবে দুর্বল অস্থায়ী দোকানদারদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অতিসক্রিয়তা দেখা গেলেও বাজার এলাকায় পুরসভা এবং প্রশাসন নির্বিকার থাকে।'

*ভবানীগঞ্জ বাজারে ফুটপাথ দখল করে পসরা। -সংবাদচিত্র*

> এর আগে পুরসভা বাজারের দখলদারি সরিয়ে দিলেও সপ্তাহখানেকের মাথায় আবার একই অবস্থা। ব্যবসায়ী সমিতিও এর দায় এড়াতে পারে না।
>
> **-রবীন্দ্রনাথ ঘোষ**
> *চেয়ারম্যান, কোচবিহার পুরসভা*

> বাজারের রাস্তা দখল করে পসরা সাজানোকে আমরাও সমর্থন করি না।
>
> **-সুরজকুমার ঘোষ**
> *ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তা*

# গুজরাটে টাটার নয়া বিমান কারখানা

## দেশে তৈরি হবে সি-২৯৫

*এয়ারক্রাফট উদ্বোধনে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী সানচেজের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। ভদোদরায়।*

**ভদোদরা, ২৮ অক্টোবর :** ভারতে প্রথমবার সরকারি সফরে এসেছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো সানচেজ। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার গুজরাটের ভদোদরায় টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেড (টিএএসএল)-এর এয়ারক্রাফট কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখানেই তৈরি হবে বায়ুসেনার সি-২৯৫ পরিবহণ বিমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাটা সন্সের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখরন। ইতিমধ্যে এই ধরনের কয়েকটি বিমান স্পেন থেকে আমদানি করেছে ভারত। দু-দেশের চুক্তি অনুযায়ী আরও ৪০টি সি-২৯৫ ভারতে তৈরি হবে। স্পেনের বিমান নির্মাতা সংস্থা এয়ারবাসের সঙ্গে এই কাজের যৌথ বরাত পেয়েছে টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন প্রতিরক্ষা সংস্থা টিএএসএল।

টাটার পাশাপাশি ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড, ভারত ডায়নামিক্স লিমিটেড সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই প্রথম দেশের কোনও বেসরকারি প্রতিরক্ষা সংস্থা সামরিক বাহিনীর জন্য বিমান তৈরির বরাত পেয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সি-২৯৫ দুর্গম এলাকায় ছোট রানওয়েতে অনায়াসে ওঠা-নামা করতে পারে। এই বিমান হাতে পাওয়ায় নিয়ন্ত্রণরেখা এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন সামরিক ঘাঁটিগুলিতে রসদ পৌঁছে দেওয়া বিমানবাহিনীর পক্ষে সহজ হবে।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে টাটা গোষ্ঠীর সদ্য প্রয়াত কর্ণধার রতন টাটার স্মৃতিচারণ করে মোদি বলেন, 'এই প্রকল্প রতন টাটার মস্তিষ্ক প্রসূত। কিছু দিন আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। রতন টাটা যেখানেই থাকুন না কেন নিশ্চিতভাবে খুশি হয়েছেন।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আজ ভারত ও স্পেনের অংশীদারিত্ব একটি নতুন দিকনির্দেশ পেল। আমরা সি-২৯৫ বিমানের উৎপাদন কারখানার উদ্বোধন করছি। এই কারখানা ভারত-স্পেন সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।...এটি 'মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' মিশনকে আরও শক্তিশালী করবে। এই উদ্যোগ দেশের প্রথম বেসামরিক বিমান তৈরি করতে সাহায্য করবে।'

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী সানচেজ বলেন, 'এই বিমানটি স্পেন তথা ইউরোপীয় উড়ান শিল্পের প্রতীক। ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার পাশাপাশি, এটি প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।' ২০২১-এ এয়ারবাসের সঙ্গে ৫৬টি সি-২৯৫ বিমানের জন্য চুক্তি করেছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রক। এর মধ্যে ১৬টি বিমান স্পেনে তৈরি করে ভারতে সরবরাহ করার কথা এয়ারবাসের। বাকি বিমানগুলি তৈরি হবে ভারতে। সোমবার সেই বিমান কারখানার উদ্বোধন করলেন মোদি, সানচেজ।

### একনজরে সি-২৯৫

- একবার জ্বালানি ভরে ১১ ঘণ্টায় ৫ হাজার কিলোমিটার উড়ান
- ৯,২৫০ কেজি পণ্য পরিবহণ
- ছোট রানওয়েতে ওঠা-নামার ক্ষমতা
- অত্যাধুনিক ককপিট এবং নেভিগেশন সিস্টেম

**সুবিধা**

- প্রত্যন্ত এলাকায় সেনা, সামরিক সরঞ্জাম এয়ারলিফটিং
- সামরিক যানবাহন, হেলিকপ্টার পরিবহণ
- নজরদারি ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ

> আজ ভারত ও স্পেনের অংশীদারিত্ব একটি নতুন দিকনির্দেশ পেল। আমরা সি-২৯৫ বিমানের উৎপাদন কারখানার উদ্বোধন করছি। এই কারখানা ভারত-স্পেন সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

# আগামী বছর জনগণনা করতে পারে কেন্দ্র

## গুঞ্জনের মাঝে জাতগণনা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক চাইল কংগ্রেস

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** বেটার লেট দ্যান নেভার। আপ্তবাক্য মেনে চার বছর দেরিতে হলেও ২০২৫ সাল থেকে কেন্দ্র জনগণনা শুরু করতে চলেছে। এমনটাই খবর। গোটা বছর ধরেই চলবে এই জনগণনা প্রক্রিয়া। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০২৬-এ সেই তথ্য প্রকাশ্যে আসবে। তারপর পরবর্তী লোকসভা ভোটের আগেই ২০২৮ সাল নাগাদ আসন পুনর্বিন্যাস চূড়ান্ত করবে। আগামী বছর শুরু হয়ে ২০২৬-এর মধ্যে জনগণনা শেষ হয়ে যাবে। তারপরেই শুরু হবে আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ। কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শেষ হতে পারে ২০২৮ সালের মধ্যে। এদিকে দীর্ঘ চার বছর অপেক্ষার পর জনগণনা হতে পারে খবরে কংগ্রেস জনগণনার সঙ্গে জাত গণনা হবে কিনা, তা নিয়ে কেন্দ্রকে দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট করে জানানোর দাবি জানাল।

এবারের জনগণনায় সাধারণ এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি (এসসি-এসটি) শ্রেণির উপশ্রেণিসমূহের ওপরও আলাদা সমীক্ষা হতে পারে। এছাড়া ধর্ম এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী জনগণনাও করা হবে। তবে জাতপাতভিত্তিক জনগণনা হবে না বলে সূত্রের খবর। এবারের জনগণনা পুরোপুরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

বিলম্বিত জনগণনার খবর সামনে আসার পর থেকেই বিরোধী দলগুলি জাতপাতভিত্তিক জনগণনার দাবিতে মুখর হয়েছে। তাতে সায় দিয়েছে বিজেপির শরিক দল জেডিইউ। কিন্তু শরিক ও বিরোধীদের সম্মিলিত দাবিকে নরেন্দ্র মোদি সরকার আমল না দেওয়ায় 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে' বলে সোমবার কেন্দ্রকে নিশানা করে তীব্র বিষোদ্গার করেছে কংগ্রেস।

জাতপাতভিত্তিক জনগণনা এবং লোকসভা আসন পুনর্বিন্যাসের বিষয় নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'সরকারের ঘোষণায় এখনও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একদমই স্পষ্টতা নেই। নতুন জনগণনায় দেশের সব জাতের বিস্তারিত গণনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি না, তা নিয়ে মোদি সরকার কেন অবস্থান স্পষ্ট করছে না? দ্বিতীয়ত, এই জনগণনার ফলাফল কি লোকসভায় প্রতিটি রাজ্যের শক্তি নির্ধারণে ব্যবহার করা হবে, নাকি এই জনগণনা লোকসভায় নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য করা হবে? এক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলি সমস্যার মুখে পড়বে না তো? পরিবার পরিকল্পনায় এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে?'

কংগ্রেস নেতা মানিকম ঠাকুর বলেন, 'ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন মোদি। তিনি কোনওভাবেই দেশের প্রকৃত চিত্র ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে জাতভিত্তিক জনগণনা করতে দিতে চাইছেন না। ন্যায়বিচারের দাবিকে উপেক্ষা করে দেশের দুর্বলতর শ্রেণির মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মোদি এটা করছেন তাঁর রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য থেকে।' রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, নীতীশ কুমারের সংযুক্ত জনতা দল এবং এন চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশম পার্টিকেও এ নিয়ে সরব হওয়ার আহ্বান জানান ঠাকুর। যদিও ইতিমধ্যে জেডিইউ-এর মুখপাত্র রাজীবরঞ্জন প্রসাদ বলেছেন, 'আমরা জাতপাতভিত্তিক জনগণনার পক্ষে এবং সরকার যদি পরের বছর এটি করে, তবে খুশি হব।'

প্রতি ১০ বছর অন্তর জনগণনা হওয়ার কথা। শেষবার জনগণনা তথা জনপঞ্জিকরণ (এনপিআর) হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালে। কিন্তু করোনা মহামারির জেরে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। জনগণনার প্রক্রিয়া চার বছর পিছিয়ে যাওয়ায় এবার থেকে জনগণনার কালচক্রও বদলে যাবে বলে জানিয়েছেন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেন্সাস কমিশনার মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ।

সর্বশেষ জনগণনায় ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১২১ কোটিরও বেশি, যাতে ১৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়। ২০১১ সালে ওই জনগণনার পরপরই ২০২৩ সালে রাষ্ট্রসংঘের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, ভারত চিনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ হয়ে উঠেছে।

### একনজরে

- ২০২৫-এ জনগণনা শুরু হয়ে শেষ হবে ২০২৬-এ। এরপর পুনর্বিন্যাসের কাজ, যা শেষ হতে পারে ২০২৮-এ।
- জনগণনায় সাধারণ এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি শ্রেণির উপশ্রেণিসমূহের ওপরও আলাদা সমীক্ষা হতে পারে।
- ধর্ম এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী জনগণনাও করা হবে।
- জাতভিত্তিক জনগণনা হবে না।
- জনগণনা পুরোপুরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হবে।

> সরকারের ঘোষণায় এখনও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একদমই স্পষ্টতা নেই। নতুন জনগণনায় দেশের সব জাতের বিস্তারিত গণনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি না, তা নিয়ে মোদি সরকার কেন অবস্থান স্পষ্ট করছে না? দ্বিতীয়ত, এই জনগণনার ফলাফল কি লোকসভায় প্রতিটি রাজ্যের শক্তি নির্ধারণে ব্যবহার করা হবে, নাকি এই জনগণনা লোকসভায় নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য করা হবে? এক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলি সমস্যার মুখে পড়বে না তো?
>
> **জয়রাম রমেশ**

*ওয়েনাডে নির্বাচনি প্রচারে সমর্থকদের মাঝে প্রিয়াংকা*

# সাইবার প্রতারণায় বেহাত ১২০ কোটি

## 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এর শিকার লক্ষ

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** 'মন কি বাত'-এ সাইবার জালিয়াতি নিয়ে সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশবাসীকে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' নিয়ে সতর্ক করেছেন তিনি। সেই সূত্রে সামনে এসেছে সাইবার জালিয়াতির নতুন কৌশল। যেখানে পুলিশ বা বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার নাম করে অনলাইনে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রে জালিয়াতরা ফোন বা সামাজিক মাধ্যমে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে। নিজেদের পুলিশ, সরকারি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে জানায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতারিতকে গ্রেপ্তার করা হবে। দায়ের হবে মামলা। অনেক সময় জালিয়াত চক্রের সদস্যরা পুলিশের পোশাকে প্রতারিতের সঙ্গে হোয়াটঅ্যাপ মারফত ভিডিও কলও করে। অনেকে ভয় পেয়ে সাইবার জালিয়াতদের কথা বিশ্বাস করেন। অভিযোগ ধামাচাপা দিতে প্রতারকের কথা মতো অনলাইনে টাকা দিয়ে দেন। টাকা পেয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় প্রতারকরা। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও টাকার জন্য চাপ দেওয়া হয়।

প্রতারিত ব্যক্তি যখন বুঝতে পারেন তাঁকে ঠকানো হচ্ছে ততক্ষণে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা বেহাত হয়ে গিয়েছে। মন কি বাতে সেই জালিয়াতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর জানুয়ারি-এপ্রিল ত্রৈমাসিকে শুধু ডিজিটাল গ্রেপ্তারির শিকার হয়ে ১২০ কোটি টাকার বেশি খুইয়েছেন ভারতীয়রা। এই সময় বিনিয়োগের টোপ দিয়ে সাধারণ মানুষের ২২২.৫৪ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে জালিয়াতরা। শেয়ার বাজার সংক্রান্ত জালিয়াতির মাধ্যমেও টাকা খুইয়েছেন বহু মানুষ। অঙ্কের হিসাবে যা ১,৪২০ কোটি টাকা। অনলাইন বন্ধুত্বের ফাঁদে পা দিয়ে বেহাত হওয়া অর্থের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকার বেশি। এই পরিসংখ্যান তৈরি হয়েছে নথিভুক্ত অভিযোগ দায়েরের ভিত্তিতে। তবে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, সাইবার জালিয়াতদের হাতে প্রতারিতদের অনেকেই অভিযোগ দায়ের করেন না। সাইবার প্রতারণার সব ঘটনার হিসাব পাওয়া গেলে বেহাত হওয়া অর্থের পরিমাণ অনেক বেশি হত বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালের তথ্য বলছে, ২০২৩-এ ১৫.৫৬ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেখানে এই বছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যেই মোট ৭.৪ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছে। ২০২২ এবং '২১-এ এই সংখ্যাটা ছিল যথাক্রমে ৯.৬৬ লক্ষ এবং ৪.৫২ লক্ষ। পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, গত ৩ বছরে সাইবার জালিয়াতির ঘটনা লাফিয়ে বেড়েছে।

# ব্রাজিলে জি২০ শিক্ষামন্ত্রী বৈঠকে যাচ্ছেন সুকান্ত

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** ব্রাজিলে অনুষ্ঠেয় শিক্ষামন্ত্রীদের জি২০ বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ৩০-৩১ অক্টোবর ব্রাজিলের ফোর্তালেজায় বসবে জি২০ শিক্ষামন্ত্রীদের ওই বৈঠক।

ফোর্তালেজার সিয়ারা ইভেন্টস সেন্টারের ওই বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি, দক্ষতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং গুণগত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করবে।

ফোর্তালেজার সিয়ারা রাজ্যকে এই বৈঠকের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণ এর জনশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, যা অন্য দেশগুলির ক্ষেত্রে একটি প্রেরণা হয়ে উঠতে পারে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বৈঠকে ভারতের সাম্প্রতিক শিক্ষাগত অগ্রগতি, বিশেষত জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-র অধীনে শিক্ষাখাতে ডিজিটাল রূপান্তর ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি তুলে ধরবেন। সুকান্ত মজুমদারের মতে, জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

পাশাপাশি তিনি অন্যান্য দেশের শিক্ষাগত উদ্ভাবনগুলি থেকে কী শেখা যায়, তা নিয়েও আলোচনা করবেন বলেও জানিয়েছেন।

অন্যান্য দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেরও আয়োজন থাকবে, যেখানে ভারতের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সহযোগিতামূলক অগ্রগতির প্রস্তাব তুলে ধরা হবে।

# ৮ কোটি না পেয়ে স্বামীকে খুন

## ভিনরাজ্যে দেহ উদ্ধার

**হায়দরাবাদ, ২৮ অক্টোবর :** ব্যবসায়ী স্বামীর ৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাগাতে না পেরে প্রেমিক ও আরও এক ব্যক্তির সাহায্যে স্বামীকে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন স্ত্রী। এই ঘটনায় স্ত্রীর দুই শাগরেদকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

অক্টোবরের ১ তারিখে তেলেঙ্গানার উপ্পলে রমেশ নামে ওই ব্যবসায়ী খুন হন। সেদিন উপ্পল থেকে গাড়ি করে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছিল কর্ণাটকে। ঘটনাস্থল থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরে বেঙ্গালুরুর কাছে কোডাগু জেলার কফি খেত থেকে ব্যবসায়ীর দেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যবসায়ীর স্ত্রী নীহারিকা ছাড়া তাঁর প্রেমিক নিখিল ও অঙ্কুর নামে আরও এক ব্যক্তি ঘটনায় যুক্ত। কফি খেত থেকে উদ্ধার হওয়া রমেশের পোড়া দেহ শনাক্ত করা পুলিশের কাছে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের হলেও সিসিটিভির ফুটেজের সাহায্যে পুলিশ খুনের কিনারা করেছে। তা সম্পন্ন হতে প্রায় এক মাস লেগে যায়।

*অভিযুক্ত মহিলা। (ডানদিকে) ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার।*

সূত্রের খবর, ফুটেজে উপ্পল থেকে বেরোনো মার্সিডিজের ছবি ছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে গাড়িটির মালিক উপ্পলের বাসিন্দা বছর ৫৫-র রমেশ। এদিকে, তাঁর স্ত্রী নীহারিকাই স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার ডায়ারি করেছিলেন। সেই সংক্রান্ত তদন্তে নেমে পুলিশ উপ্পলের বাড়িতে আসে। ২৯ বছরের নীহারিকাকে নিয়ে পুলিশের প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় ভেঙে পড়ে স্বামীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার কথা নীহারিকা স্বীকার করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আর্থিক প্রতারণায় নীহারিকাকে জেলে যতে হয়। সেখানে অঙ্কুরের সঙ্গে তার আলাপ। জেল থেকে বেরিয়ে ব্যবসায়ী রমেশকে বিয়ের পর শুরু হয় বিলাসবহুল জীবন। বয়সের পার্থক্যে স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল হয়নি। এর মধ্যেই নীহারিকা প্রেমে পড়েন পশুচিকিৎসক নিখিলের।

# 'গগনযান মিশন' স্থগিত

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** এক বছরের জন্য 'গগনযান মিশন' পিছিয়ে দিল ইসরো। এই মিশনে মহাকাশে ভারতীয় নভশ্চর পাঠানোর কথা রয়েছে। সোমবার ইসরো জানিয়েছে, নিরাপত্তার কারণে গগনযান অভিযান ২০২৫ সালে হচ্ছে না। পরিবর্তে ২০২৬ সালে হবে ওই অভিযান। একই সঙ্গে ইসরোর চন্দ্রযান-৪ এবং নিসার-এর উৎক্ষেপণ সূচিও ঘোষণা করেন ইসরো প্রধান এস সোমনাথ।

দিল্লির আকাশবাণীতে সর্দার প্যাটেল স্মারক ভাষণে ইসরোর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের নতুন সময়সূচি ঘোষণা করেন সোমনাথ। তিনি বলেন, ইসরোর প্রথম মানববাহী মহাকাশ অভিযান ২০২৫ সালে হচ্ছে না। তার পরিবর্তে ২০২৬ সালে ওই অভিযান হবে। এছাড়া, চন্দ্রযান-৪ ২০২৮ সালে রওনা হবে। ২০২৫ সালে ভারত-আমেরিকার যৌথ অভিযান নিসার। সোমনাথ বলেন, 'জাপানের মহাকাশ সংস্থা জেএএক্সএ-র সঙ্গে একটি যৌথ চন্দ্র অভিযানের পরিকল্পনাও রয়েছে ইসরোর। অভিযানের নাম হবে 'চন্দ্রযান-৫'।' তবে কবে সেই অভিযান হতে পারে, তা নিয়ে খোলসা করে কিছু বলেননি সোমনাথ।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি গগনযান মিশনের জন্য মনোনীত চার নভশ্চরের নাম ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁরা হলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রশান্ত বালকৃষ্ণন নায়ার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন অজিত কৃষ্ণান, গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ এবং উইং কমান্ডার শুভাংশু শুক্লা।

২০১৮ সালের ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রথম 'গগনযান' প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তখন বলা হয়েছিল ২০২২ সালে সেই অভিযান হবে।

### ইসরোর সূচি

- গগনযান: ২০২৬-এ মানববাহী মহাকাশ অভিযান
- চন্দ্রযান-৪: নমুনা সহ ফেরত আসার মিশন ২০২৮-এ
- নিসার: ২০২৫-এ ভারত-মার্কিন যৌথ মিশন

# কাশ্মীরে নিহত ৩ জঙ্গি

**শ্রীনগর, ২৮ অক্টোবর :** জম্মু ও কাশ্মীরে নাশকতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি। সোমবার আখনুর সেক্টরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকাল ৭টা নাগাদ আখনুরের বাতালে সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় সেনা। দ্রুত এলাকা ঘিরে ফেলে সরকারি বাহিনী। চিরুনি তল্লাশির সময় জঙ্গিদের সঙ্গে সেনাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়। বাহিনীর গুলিতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় ৩ জঙ্গি। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গত সপ্তাহে জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় ২ সেনা জওয়ান সহ ১২ জনের মৃত্যু হয়। তারপরেই উপতক্যাজুড়ে তল্লাশিতে গতি এনেছে সেনা।

# বৈঠক ওয়াক-আউট বিরোধীদের

## ওয়াকফ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** ফের ভেস্তে গেল যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) ওয়াকফ বৈঠক। সোমবার বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করলেন বিরোধী দলগুলির সদস্যরা।

শাসক-বিরোধী তর্জায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বৈঠকের আবহ। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের প্রশাসক এবং দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (এমসিডি) কমিশনার অশ্বিনী কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি রাজ্য সরকারের বিনা অনুমতিতে মূল প্রতিবেদনটি পরিবর্তন করেছেন।

বিরোধী সাংসদরা অভিযোগ করেন, অশ্বিনী কুমার প্রতিবেদনটি সম্পাদনা করে তা উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে দিল্লি সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেননি তিনি। প্রতিবাদে আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং, ডিএমকের মোহাম্মদ আবদুল্লা, কংগ্রেসের নাসির হুসেন এবং মহম্মদ জাওয়াদ সহ কয়েকজন সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ বাদে অবশ্য তাঁরা বৈঠকে ফিরে আসেন।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে 'অপ্রয়োজনীয় এবং অন্তঃসারশূন্য' আখ্যা দিয়ে তা বাতিলের দাবি জানিয়ে জেপিসিকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁর মতে, বিলটি মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ এবং কেন্দ্রের তরফে তাঁদের সম্পত্তির ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় মুসলিম সংগঠনগুলিও সরব। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্র ওয়াকফ বোর্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৪৪টি সংশোধনী প্রস্তাব করেছে। তাদের আরও অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য এই সংশোধনীগুলি নিয়ে আসছে।

বর্তমান ওয়াকফ আইন অনুযায়ী, যে কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষণার অধিকার বোর্ডের হাতে থাকলেও নতুন সংশোধনীতে এই ক্ষমতা জেলা শাসক বা সমপদমর্যাদার আধিকারিকদের দেওয়া হবে। এছাড়া নতুন বিলে ওয়াকফ সম্পত্তি একটি কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে নথিভুক্তিকরণের প্রস্তাবনা রয়েছে। বিরোধী দলগুলির বড় অংশ এবং বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন এই বিলকে গণতান্ত্রিক অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করছে। গত মঙ্গলবার জেপিসির বৈঠকে অসংসদীয় আচরণের অভিযোগে এদিনের বৈঠক থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

# বিষ্ণোই গ্যাংয়ের কোপে বিহারের বাহুবলী সাংসদ

**পাটনা, ২৮ অক্টোবর :** এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকী খুনের পর বলিউডের সুপারস্টার সলমন খানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলায় অভিযুক্ত সলমন দীর্ঘদিন ধরে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নিশানায় রয়েছেন। সলমনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই বিষ্ণোই গ্যাংয়ের শুটাররা বাবা সিদ্দিকীকে খুন করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এবার বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকির মুখে বিহারের সাংসদ পাপ্পু যাদব। সোমবার এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ফোন করে তাঁকে খুনের হুমকি দিয়েছে বলে দাবি পাপ্পুর।

সাংসদ জানিয়েছেন, ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজেকে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করেছেন। লরেন্সের বিরুদ্ধে মন্তব্য করলে তাঁকে খুন করা হবে বলে হুমকি দেয় ওই ব্যক্তি।

এখানেই শেষ নয়। ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি আরও জানিয়েছে, এই ফোন করার জন্য নাকি জেলের জ্যামার বন্ধ রাখতে ঘণ্টাপ্রতি ১ লক্ষ টাকা খরচ করেছে লরেন্স বিষ্ণোই। যদিও ফোনটি কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

হুমকির কথা চিঠি লিখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে জানিয়েছেন পাপ্পু। । বাবা সিদ্দিকী খুন হওয়ার পর বাহুবলী সাংসদ বলেছিলেন, 'ওদের গোটা গ্যাংকে আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে দেব।' তার জেরেই পাপ্পুকে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকি ফোন বলে মনে করছে পুলিশ।

### বাড়তি গুরুত্ব চা বাগানের শ্রমিকদের

# আবাসের সমীক্ষার পর সুপার চেকিং

**পূর্ণেন্দু সরকার**

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : জেলায় আবাস যোজনার সমীক্ষা শুরু হয়েছে ২১ অক্টোবর থেকে। চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। এই সমীক্ষা শেষ হলে জেলাজুড়ে শুরু হবে সুপার চেকিং। আধিকারিক পর্যায়ের অফিসাররা উপভোক্তাদের নিয়ে কোনও অভিযোগ বা সন্দেহ রয়েছে কি না খতিয়ে দেখবেন। সেইমতো তালিকা পরিবর্তনেরও সুবিধা থাকছে। তবে চা বাগানে জমির পাট্টা পাওয়া শ্রমিক এবং শ্রমিক কোয়ার্টারের বাসিন্দাদের বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে সুপার চেকিংয়ের সময়।

জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে আবাস যোজনা প্রকল্পে ৭৭ হাজার ৫০০ জন উপভোক্তার তালিকা হাতে নিয়ে সমীক্ষা চলছে। এই সমীক্ষার ফলাফল দেখে উপভোক্তার নাম ধরে ধরে অনস্পট সুপার চেকিং শুরু করবেন অফিসাররা। ১৬ নভেম্বরের মধ্যে সুপার চেকিংয়ের প্রক্রিয়া শেষ করে রাজ্যের কাছে জমা দিতে হবে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পাশাপাশি রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও পাঠানো হবে।

সোমবার বিকেলে অফিসারদের নিয়ে জলপাইগুড়ি সদর বিডিও অফিসের হলঘরে এই বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পোর্টালের সঙ্গে মিলিয়ে কীভাবে মোবাইল অ্যাপ দিয়ে চেকিং করা হবে, সেটাই হাতেকলমে শেখানো হয়।

পঞ্চায়েত স্তরের অফিসাররা বর্তমানে সমীক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন। সুপার চেকিংয়ের মাধ্যমে এই সমীক্ষায় কোনও ভুলভ্রান্তি রয়েছে কি না দেখা হবে। কী কী দেখা হবে? উপভোক্তা কাঁচা বাড়িতে থাকেন কি না। ঘরের মেঝে পাকা কিন্তু চার দেওয়াল বাঁশের, মাথার উপরে টিনের ছাউনি, এমন ঘরও কাঁচাবাড়ি হিসেবে চিহ্নিত হবে। অন্যদিকে, মেঝে পাকা এবং ঘরের চার দেওয়াল কংক্রিটের কিন্তু ছাদে টিনের ছাউনি দেওয়া রয়েছে, তাহলে সেই বাড়ি পাকা বাড়ি বলে গণ্য হবে। তাছাড়া তালিকায় নাম থাকা বাড়ির মালিক আয়কর দেন কি না বা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কী পরিমাণ জিএসটি দিয়ে থাকেন, সেগুলিও দেখা হবে সুপার চেকিংয়ের সময়।

*ময়নাগুড়ির রামশাইতে আবাস প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা। -ফাইল চিত্র*

**বিশেষ নজর**

- ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সমীক্ষার ফলাফল নিয়ে অনস্পট সুপার চেকিং আধিকারিকদের
- প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম যেন তালিকা থেকে বাদ না যায়, সেদিকে খেয়াল
- রিপোর্ট পাঠানো হবে পঞ্চায়েত দপ্তরের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে

জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলা শাসক তেজস্বী রানা জানান, চা বাগানের শ্রমিকদের বিষয়টি সুপার চেকিংয়ের সময় গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। চা শ্রমিকরা বাগানের দেওয়া পাকা কোয়ার্টারে থাকেন। সেই কোয়ার্টারের মালিক কিন্তু সেই শ্রমিক নন। সেইসঙ্গে আধার সংযোগে চা শ্রমিককে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সুপার চেকিংয়ে পোর্টাল বা অ্যাপ কী নির্দেশ দেয়, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

সমীক্ষকদের করা রিপোর্ট সরেজমিনে খতিয়ে দেখে তবেই সেই উপভোক্তার নাম ঘরপ্রাপক হিসেবে পোর্টালে আপলোড করা হয়। এই দিকটিতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলেছে জেলা প্রশাসন। সুপার চেকিংয়ের সময় উপভোক্তার নামে অভিযোগ থাকলে গ্রিভান্স সেলে আসা অভিযোগ খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কালীপুজো পার হলেই শুরু হবে সুপার চেকিং।

*মানাবাড়ি চা বাগানের শেড ট্রি'এর মগডালে চিতাবাঘ।*

# মগডালে দিনভর হাত-পা ছড়িয়ে চিতাবাঘ

**অনুপ সাহা**

**ওদলাবাড়ি, ২৮ অক্টোবর :** দিনভর অন্য মেজাজেই মগডালে বসে চিতাবাঘ। কখনও লেজ নাড়িয়ে, আবার কখনও পাশের ডালে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করতে দেখা যায় তাকে। আর সেসব দেখতে সোমবার এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি ওদলাবাড়ি থেকেও দলে দলে মানুষ মানাবাড়ি চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে ভিড় করে। একসময় ভিড় সামলাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় পুলিশ ও বন দপ্তরের কর্মীদের।

এদিকে, শিরীষ গাছের মগডাল থেকে নামার কোনও লক্ষণ নেই ওই অপ্রাপ্তবয়স্ক চিতাবাঘের। খবর লেখা পর্যন্ত চিতাবাঘটি মগডালেই বসে। বনকর্মীদের ধারণা, সন্ধ্যা নামতেই এলাকা জনশূন্য হয়ে যাবে। তখন নিজেই চিতাবাঘটি মগডাল থেকে নীচে নেমে আসবে। প্রায় ৬০ ফুট উঁচু মগডাল থেকে নীচে ঝাঁপ দিলে যাতে তার কোনওভাবেই চোট না লাগে সেসব চিন্তা করে দুপুরের পর গাছের নীচে জাল বিছিয়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন মাল বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ ওয়ার্ডেন কিশলয় বিকাশ দেব।

সেখানে কোনও শ্রমিক মহল্লা নেই। পাশেই ঝোপঝাড় জঙ্গল পেরিয়ে ঘিস নদী। এদিন সকালে মানাবাড়ি চা বাগানে একটি ছায়া গাছের মগডালে চিতাবাঘটিকে দেখতে পান শ্রমিকরা। বাগানের ম্যানেজার পবন ছেত্রী বলেন, 'বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে এদিন স্প্রে করার পরিকল্পনা ছিল। কাজ শুরুর আগে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বাগানের এক চৌকিদার কয়েকজন শ্রমিককে সঙ্গী করে ওই সেকশনে পৌঁছে দুটো চিতাবাঘ দেখতে পেয়ে দ্রুত আমাকে ফোন করেন। মানুষের অস্তিত্ব টের পেয়ে একটি চিতাবাঘ পাশের জঙ্গলে পালিয়ে গেলেও অন্য আরেকটি সোজা গাছে উঠে পড়ে। এরপর শ্রমিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ওই সেকশনে স্প্রে করার কাজ বাতিল করা হয়েছে।'

এদিন বাগানের তরফে মাল বন্যপ্রাণ শাখা, ওদলাবাড়ির এমএফপি রেঞ্জ এবং মাল থানার পুলিশকে বিষয়টি জানাতেই তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তবে ওই ঘটনা নতুন নয়, মাঝে মধ্যেই ওই চা বাগানে চিতাবাঘ দেখা যায় বলে জানিয়েছেন মানাবাড়ি চা বাগানের বাসিন্দারা। চা বাগানের কর্মী রমেশ মিনজ বলেন, 'গত চার বছরে বাগানে চারটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ বন দপ্তরের খাঁচায় ধরা পড়েছে।' কিছুদিন ধরেই শ্রমিকদের বেশ কয়েকটি গবাদিপশু ও শূকরছানা চিতাবাঘের শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছেন আরেক কর্মী আশিক প্রজা। সম্প্রতি নাগরাকাটায় চিতাবাঘের অতর্কিত আক্রমণে এক স্কুল ছাত্রীর মৃত্যুর পর মানাবাড়ি চা বাগানেও এদিন চিতাবাঘ নিয়ে আতঙ্ক দেখা গিয়েছে শ্রমিক মহলে।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাস'র কো-অর্ডিনেটর নফসর আলির কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরেই চা বাগান চিতাবাঘের স্বাভাবিক বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে শ্রমিকদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকা উচিত।'

# জুতো সাফাইয়ে শিক্ষিকাকে শোকজ

**বিধান ঘোষ**

**হিলি, ২৮ অক্টোবর :** ছাত্রীকে দিয়ে জুতো পরিষ্কারের ঘটনায় জড়িত শিক্ষিকাকে শোকজ করল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। সোমবার ওই শিক্ষিকাকে শোকজের চিঠি পাঠান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা। ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন হিলি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক।

গত শুক্রবার হিলির লস্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে দিয়ে জুতো পরিষ্কার করানোর অভিযোগ ওঠে ওই স্কুলেরই সহকারী শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে শনিবার সকালে স্কুলে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। প্রশাসনের পদক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ওই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দা শুরু হয় শিক্ষা মহলে। আর সেই কাণ্ডে এদিন পদক্ষেপ করল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। ওই শিক্ষিকাকে শোকজ করে আগামী তিনদিনের মধ্যে জবাব তলব করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে। শিক্ষিকার জবাবে সন্তুষ্ট না হলে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃপক্ষ।

এপ্রসঙ্গে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা বলেন, 'আমরা ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। আজ ওই শিক্ষিকাকে শোকজ করেছি। আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে জবাব তলব করা হয়েছে। সদুত্তর না পেলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।' অপরদিকে হিলি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুমন সেনগুপ্ত বলেন, 'এখনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। মৌখিকভাবে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পদক্ষেপ করব।'

নিজের কীর্তির সাফাই দিতে গিয়ে সহকারী শিক্ষিকা ত্রিনয়নী সাহা কুণ্ডু শনিবার বলেছিলেন, 'আমার জুতো খুলে রাখা ছিল। আমি স্কুলে চটি পড়ে হাঁটি। এক ছাত্রী আমার জুতোটি পাড়িয়ে দিয়েছিল। আমার জুতোয় বিষ্ঠা লেগেছিল। ওই ছাত্রীর জুতোতেও বিষ্ঠা লেগেছিল। তাই আমি ওকে বলি তোর জুতো যখন ধুবি তখন আমার জুতোও গুঁড়ো সাবান দিয়ে ধুয়ে দে। বিষয়টি নর্মাল। আমি অন্য কিছু ভেবে করিনি। যদি অন্যায় করে থাকি তাহলে ভবিষ্যতে আর করব না। কিন্তু ওর আর আমার জুতোয় বিষ্ঠা লেগে গিয়েছিল, সেটা আমার পক্ষে ধোয়া সম্ভব ছিল না।' শিক্ষিকার ওই বক্তব্যে তখনই যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছিল শিক্ষা মহলে।

### উত্তরকন্যার ক্যান্টিনে কাটমানির রফা

# পিএ'র চিরকুটে 'উন্নয়নে'র বরাত

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** একখানা হলুদ চিরকুট। তাতে লেখা তিনখানা নাম। দপ্তরের শীর্ষস্থানীয় কর্তার ব্যক্তিগত সচিবের (পিএ) জমা করা সেই হলুদ চিরকুটের ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট এজেন্সির নামে টেন্ডার পাশ হচ্ছে। কোন টেন্ডার কে পাবে, কত টাকায় রফা হবে সেই সমস্ত কিছু ঠিক হচ্ছে উত্তরকন্যার ক্যান্টিনে বসে। এই ক্যান্টিন এবং তার ওপরতলার অফিসই মূলত কোটি কোটি টাকা কাটমানি লেনদেনের ঠেক হয়ে উঠেছে। সেখান থেকেই রোটেশনের ভিত্তিতে পেটোয়া ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দেওয়া হয়।

কাজ পাওয়ার নিরিখে প্রথম সারিতে রয়েছেন রায়গঞ্জের এক ঠিকাদার। অভিযোগ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এই পুকুরচুরির খবর কলকাতা পর্যন্ত সবাই জানে। কিন্তু কেউই কোনও ব্যবস্থা নেয় না। বরং এই চক্র চালিয়ে যাওয়াতেই মদত দেওয়া হচ্ছে।

বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলছেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এই সীমাহীন দুর্নীতির প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলব। পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটেও (ইডি) দরবার করব।'

অন্য দপ্তরগুলির মতো উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে কাটমানি, বিল পেতে কমিশন দেওয়ার প্রথা ২০১১ সাল থেকেই রয়েছে। কিন্তু গত দু'আড়াই বছরে এই দপ্তরের দুর্নীতি সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়েছে যে, কোনও কাজের জন্য বরাদ্দ টাকার ৫০ শতাংশের বেশি সেই কাজে ব্যয় করতে পারছেন না ঠিকাদাররা। একাধিক ঠিকাদার বলছেন, 'কাটমানি দিতে দিতেই ২৫ শতাংশের বেশি চলে যাচ্ছে। তারপর স্থানীয় ক্লাব, নেতা-নেত্রীরা তো রয়েছেন। কোনও কাজ হলে তাঁরাও হাত পেতে বসে যান। দাবি না মানলে পদে পদে বিরক্ত করেন, কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলে ঝামেলা করেন। তাই তাঁদেরও প্যাকেট দিতে হচ্ছে।' অনেক এজেন্সি আবার ১৫-২০ শতাংশ এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তার বেশি লাভ সরিয়ে রেখে বাকি টাকায় কাজ করছে। কেননা এই দপ্তরের কাজ পাওয়াটা কিছু এজেন্সির কাছে মনোপলি কারবার হয়ে গিয়েছে।

এজেন্সি সূত্রে খবর, আট জেলায় যত কাজ হয় সবগুলিই ২০-২২ জন ঠিকাদার রোটেশনের ভিত্তিতে করছেন। এই পুরো টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন এক শীর্ষস্থানীয় কর্তার ব্যক্তিগত সচিব। ঠিকাদারদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা, কোন কোন কাজ বের হচ্ছে, কত টাকার প্রকল্প, বিটুমেনের রাস্তার বদলে পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি, বেশি টাকার কাজে কোন এজেন্সি সবচেয়ে বেশি কমিশন দেবে অর্থাৎ এককথায় উন্নয়নমূলক কাজের 'টেন্ডার বিক্রি' দায়িত্ব ওই ব্যক্তিগত সচিবই নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই ব্যক্তিগত সচিবের কাছ থেকেই অনলাইনে টেন্ডার আপলোড হওয়ার আগেই হলুদ চিরকুটে শীর্ষস্থানীয় কর্তার কাছে সওদা হওয়া এজেন্সির তালিকা যায়। হলুদ চিরকুটে তিনটি এজেন্সির নাম লেখা থাকে। যে এজেন্সি সব থেকে বেশি কমিশন দিচ্ছে তার নাম সবার উপরে লেখা হয়। এই চিরকুটে সই হয়ে ফেরত আসার পরই টেন্ডার আপলোড হয়। আগে থেকে নির্দিষ্ট হওয়া এজেন্সি ব্যতীত কোনও এজেন্সি টেন্ডারে অংশ নিয়ে ফেললে সেই এজেন্সির কর্তাকে ডেকে রীতিমতো ধমকান শীর্ষস্থানীয় কর্তার ব্যক্তিগত সচিব।

অভিযোগ, উত্তরকন্যার ক্যান্টিনেই এখন ঘুঘুর বাসা বসেছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পেটোয়া ঠিকাদারদের আড্ডা জমছে এখানেই। এই ক্যান্টিনের ওপরতলায় একটি ঘরে রীতিমতো কম্পিউটারে কমিশনের হিসাবনিকাশ লেখা হয়।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ কাটমানির খবর তুলে ধরতেই হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছে দপ্তরের কর্তাদের। কয়েকটি এজেন্সির কর্তাদের ওপর শুরু হয়েছে বাড়তি 'নজরদারি'। দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ অবশ্য, প্রথম দিন থেকেই দাবি করে আসছেন, স্বচ্ছভাবেই কাজ হচ্ছে তাঁর দপ্তরে।

**দুর্নীতির আঁতুড়**

- আট জেলায় যত কাজ হয়, সব করে ২০-২২টি এজেন্সি
- এক কর্তার ব্যক্তিগত সচিব টেন্ডার থেকে কাটমানি নেওয়ার প্রক্রিয়া সামলান
- ওই সচিবই একটি হলুদ চিরকুটে তিনটি এজেন্সির নাম লেখেন
- যে সংস্থা সবথেকে বেশি কাটমানি দিতে রাজি তার নাম সবার ওপরে থাকে
- চিরকুট সই হয়ে এলে টেন্ডার আপলোড হয় অনলাইনে

# বিশ্বের সেরা ২৫টি শহরের মধ্যে কলকাতা

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** ফের বিশ্বের সেরা ২৫টি শহরের মধ্যে জায়গা করে নিল কলকাতা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে নিজেই এই খবর জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা স্যাভিলস গ্রোথ হাব ইনডেক্সের সমীক্ষায় পর্যটনের নিরিখে বিশ্বের সেরা শহরগুলির মধ্যে ১৯তম স্থান পেয়েছে কলকাতা। ধারাবাহিক উন্নয়নের নিরিখে ১১তম স্থানে রয়েছে কল্লোলিনী তিলোত্তমা। শুধু তাই নয়, গোটা বিশ্বের মেট্রো শহরগুলির মধ্যে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'কলকাতার প্রত্যেকের সহযোগিতা ছাড়া এই স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমাদের শহর সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করে, কীভাবে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা সহাবস্থান করতে পারে এবং কীভাবে উন্নয়ন পরিবেশ সচেতনতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে পারে।' তিনি লেখেন, 'প্রত্যেক কলকাতাবাসীর সমর্থন ছাড়া এই স্বীকৃতি সম্ভব হত না। একসঙ্গে আমরা একটি শহর গড়ে তুলছি। যা তার ঐতিহ্যকে সম্মান করে, উন্নয়নের সঙ্গে এগিয়ে যায় এবং পরিবেশের যত্ন নেয়। আসুন আরও উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যকর এবং আরও সমৃদ্ধ কলকাতার জন্য একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাই।'

এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার নানা বিষয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলার দুর্গাপুজো পেয়েছে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি। সুন্দরবনে তৈরি হওয়া দুধ কয়েকদিন আগেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। ফের আন্তর্জাতিক খেতাব পেল 'সিটি অফ জয়'। এখন কলকাতায় গঙ্গা আরতির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যা দেখতে সাধারণ মানুষের আগ্রহও রয়েছে যথেষ্ট। কলকাতা শহরের উন্নয়নও সাধারণ মানুষের চোখে ধরেছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মানোন্নয়ন, সামাজিক সুযোগসুবিধা প্রদান, পর্যটনক্ষেত্রগুলিকে ঢেলে সাজানো সহ একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্বের সেরা ২৫টি শহরের মধ্যে কলকাতা ছাড়াও রয়েছে রাজস্থানের জয়পুর ও উদয়পুর।

# মহিলাদের দর বাড়ে

*প্রথম পাতার পর*

আমরা মহিলাদের ২,১০০ টাকা করে দেব। বিজেপির ঘোষণা শুনেই ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা জানিয়ে দিয়েছে তারা দেবে আড়াই হাজার!

ভোট হতে চলেছে মহারাষ্ট্রেও। সেখানে এনডিএ সরকারের প্রকল্প চলছে লেড়কি বহেন। মহিলারা পান দেড় হাজার টাকা। এবার ইন্ডিয়া জোট ঘোষণা করে দিয়েছে, জিতে এলে তারা দেবে মাসে দু'হাজার। এর আগে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের দেড় হাজারকে টেক্কা দিয়ে বিজেপির টোপ ছিল সতেরোশো।

পঞ্জাবে হাজার টাকার ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ওড়িশায় সুভদ্রা প্রকল্পে বলা হয়েছে, ২১ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত মহিলারা পাঁচ বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা পান। বছরে দশ হাজার। তামিলনাড়ুতে আবার মেয়ে জন্মালে তার নামে ৫০ হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করে দেওয়া হয়। ১৮ বছর বয়সে তা তোলা যায়। এছাড়া কলাইনার মাগালির উরিমাই প্রকল্পে মাসে হাজার টাকা তো আছেই। কর্ণাটকে আবার আছে গৃহলক্ষ্মী। মাসে ১ কোটি ২৮ লাখ মহিলা পান দু'হাজার টাকা। ডান-বাম, বিজেপি-অবিজেপি সিঙ্গল ইঞ্জিন হোক বা ডাবল ইঞ্জিন কোনও সরকারই বাকি নেই। আগে নানারকম সমালোচনা করলেও এখন সবাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পথেই পা মিলিয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আরও কত কী। দিল্লি, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরলে মহিলাদের সরকারি বাসে ফ্রি, টিকিট কাটতে হয় না। এই তো কিছুদিন আগেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী 'রেউড়ি' সংস্কৃতি নিয়ে কত কথা বলতেন। ভোটের আগে ভেট দেওয়া নিয়ে এখন কিছু বলতে শোনেন তাঁকে?

মোদ্দা কথা হল, মুখে যে যাই বলুক, ভোট চাই। ভোটের জন্য মহিলাদের সমর্থন চাই। আর তার জন্যই চাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। দলমত কোনও ব্যাপারই নয়। তাই বলছিলাম, যে দেশে মহিলাদের কদর নেই, যেখানে ধর্ষণ, গার্হস্থ্য হিংসা রোজকার ব্যাপার, সেখানে মহিলাদের দর বাড়ে কেবল ভোটের মুখে।

# সংগীতার মনোনয়ন বাতিলের দাবি

**দিনহাটা, ২৮ অক্টোবর :** সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সংগীতা রায়ের মনোনয়নপত্র বাতিলের দাবিতে উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ জানাল বাম-কংগ্রেস। সোমবার সিতাই বিধানসভার উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি পর্ব চলাকালীন কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ ও বামফ্রন্টের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অরুণকুমার বর্মা ৬ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের কাছে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নকে চ্যালেঞ্জ জানান। হরিহর বলেন, 'তৃণমূল প্রার্থী পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় স্বামী হিসাবে জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার নাম লিখেছিলেন। তাঁর ভোটার তালিকাতেও তাই ছিল। পরবর্তীতে বিধানসভা উপনির্বাচনে স্বামীকে বাদ দিয়ে বাবার নাম লিখেছেন। তিনি অনেক কিছু লুকোচ্ছেন। তাই তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিলের জন্য কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি।' বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। সংগীতার এসসি সার্টিফিকেট জাল বলেও অভিযোগ রয়েছে।

সিতাই বিধানসভা এসসি রিজার্ভড হওয়ায় স্ক্রুটিনির সময় কংগ্রেস প্রার্থী অবজার্ভারের কাছে সংগীতার এসসি সার্টিফিকেট দেখতে চান। অবজার্ভার বিষয়টিতে রাজি থাকলেও তিনি চলে যেতেই রিটার্নিং অফিসার সার্টিফিকেট দেখাননি বলে অভিযোগ।

বামপ্রার্থীর বক্তব্য, 'সংগীতা স্বামীর নাম না লিখে বাবার নাম লিখেছেন। ভোটার কার্ডেও একেক সময় একেকটা দেখাচ্ছে। আমরা বিভ্রান্তিতে রয়েছি। তাই মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানাচ্ছি।' এনিয়ে সংগীতা মন্তব্য করতে চাননি। তবে তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায়ের দাবি, 'আমাদের প্রার্থী সমস্ত তথ্য অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কংগ্রেস হেরে যাওয়ার ভয়ে এসব বলছে।'

# শেষে অপহরণ

*প্রথম পাতার পর*

আট দিন হয়ে গেল বাবা-মায়ের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ হয়নি। আদৌ তাঁরা বেঁচে আছেন কি না জানি না। আমরা সকলেই খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছি। অচেনা নম্বর থেকে হুমকির পাশাপাশি চাওয়া হচ্ছে মুক্তিপণ। বিষয়টি নিয়ে তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করতে এসেছিলাম। কিন্তু থানা থেকে বলা হয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে। বিষয়টি নিয়ে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে নালিশ জানাব।' অপহরণের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন একরামুল।

তিনি বলেন, 'এছাড়া আমার কাছে আর কোনও উপায় ছিল না। বন্ধুর ঋণের গ্যারান্টার হতে গিয়ে আমি চরম বিপদে পড়েছি। আমাকে কোনও সংস্থা আর ঋণ দিচ্ছে না। বারবার মফিজউদ্দিনকে ঋণ পরিশোধ করতে বলা হলেও কোনও কাজ হয়নি। বিষয়টি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে জানিয়েছি। ঋণের টাকা পরিশোধ করলেই সমস্যা মিটে যাবে।'

# পিসি চন্দ্রের ধনতেরাস অফার

**নিউজ ব্যুরো**

**২৮ অক্টোবর :** ধনতেরাস উদযাপনে দারুণ সমস্ত অফার নিয়ে এল পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স। ৮৫ বছর ধরে তারা তাদের গুণমান দিয়ে উপভোক্তাদের বিশ্বাস, ভরসা অর্জন করেছে। সমৃদ্ধির উৎসবে ক্রেতারা পেয়ে যাবেন হিরের গয়নার মজুরির ওপর ২৫ শতাংশ ছাড়। সঙ্গে থাকছে হিরে ও গ্রহরত্নের ওপর ১০ শতাংশ ছাড়।

এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব উপহার। ৫০ হাজার টাকার ওপর কেনাকাটায় মিলবে পাঁচ গ্রাম ওজনের একটি রুপোর কয়েন। ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কেনাকাটায় মিলবে ৫০০ মিলিগ্রামের একটি সোনার কয়েন। পাশাপাশি থাকছে লাকি ড্র'র মাধ্যমে দুই কেজির সোনার কয়েন জেতার সুবর্ণ সুযোগ।

# রুটমার্চ

**বীরপাড়া, ২৮ অক্টোবর :** মাদারিহাট বিধানসভা উপনির্বাচন অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ করতে টহল দেবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ইতিমধ্যে ওই বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা চলে এসেছেন। সোমবার থেকে রুটমার্চ শুরু করলেন তাঁরা। এদিন ভুটান সীমান্তের লঙ্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় রুটমার্চ হয়। সঙ্গে ছিল লঙ্কাপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও রুটমার্চ হয়। মাদারিহাট থানার ওসি মিংমা শেরপা জানান, মঙ্গলবার থেকে দুটি শিফটে রুটমার্চ হবে। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা থাকছেন।

# দুই রাজপরিবারে

*প্রথম পাতার পর*

বড়োতারার পরনে থাকে বাঘের ছালের বসন। দেবীর পায়ের তলায় শিব লম্বালম্বিভাবে অর্থাৎ বড়োতারার একেবারে মুখোমুখি থাকেন। দেবীর দু'পাশে দুটি শিয়াল থাকে। বাঁদিকে দেবীর নীচের হাতে রক্তের বাটি ও ওপরের হাতে সুন্দি এবং ডানপাশে উপরের হাতে খাড়া ও নীচের হাতে বিশেষ ধরনের অস্ত্রকাটার থাকে।

পুজোর আগে বিশেষ পুলিশ পাহারায় দেবীকে সোনা ও রুপোর গয়না পরানো হয়। সোনা-রুপোর তৈরি ১০৮টি নরমুণ্ডের মালা, সোনার চাপ কলিহার, সোনার কাঠির মালা, সোনার টিপ, সোনার নথ, মাথার ওপরে ওরচাঁদ পরানো হয়। দেবীর পুজোয় রুপোর তৈরি রেকাবি, গ্লাস, চন্দন বাটি, পানপাত্র, বাটি, শঙ্খ-ত্রিপদী ব্যবহার করা হয়।

জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে কালীপুজোর দিন প্রথা মেনে দুপুরের কিছু আগে কষ্টিপাথরের দেবীমূর্তিকে স্নান করানো হবে। স্নান করাবেন রাজ পরিবারের পুত্রবধূ। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা সেই সময় উপস্থিত থাকবেন মণ্ডপে। এখানে দেবী অষ্টভুজা। তাঁর দুই হাতে থাকে খড়্গ ও রুপোর মুণ্ডমালা। বাকি ছয় হাতে দেবী আশীর্বাদ করেন। স্নান শেষে লাল বেনারসিতে দেবীকে সাজানো হয়। হাতে-কানে-গলায় পরানো হয় সোনার অলংকার।

মদনমোহনবাড়িতে বড়োতারার পুজোয় বংশপরম্পরায় মৃৎশিল্পী প্রভাত চিত্রকর প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন। মদনমোহনবাড়ির কাঠামিয়া মন্দিরে আগামী বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা থেকে পুজো শুরু হবে। প্রতিমার উচ্চতা হবে সাড়ে সাত হাত। বড়োতারার পুজো করবেন পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'প্রথা অনুযায়ী পাঁঠা, মেষ (ভেড়া), পায়রা, মাগুর মাছ ও হাঁস বলি দেওয়া হবে।'

মহারাজা ফণীন্দ্রদেবের আমলে শুরু হয়েছিল জলপাইগুড়ি রাজপরিবারে কালীপুজো। রাজ পরিবারের পুরোহিত শিবু বলেন, 'সন্ধ্যা ৫টায় রাজবাড়ির পুজো শুরু হবে। রাত ১১টায় পুজো শেষ হবে। পুজোর সময়ে রাজ পরিবারের সদস্যরা সবাই উপস্থিত থাকেন মণ্ডপে।' দেবী জাগ্রত বলে ভক্তদের ঢল নামে এখানে।

ইতিহাস আর বিশ্বাসের মেলবন্ধনে বিশেষ মাত্রা পায় দুই পরিবারের পুজো।

### রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় ফসলের সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত

# ভূত নয়, জীবাণু প্রতিরোধক জিন সর্ষেতে

**চন্দ্রনারায়ণ সাহা ও সম্বিত গুপ্ত**

**রায়গঞ্জ, ২৮ অক্টোবর :** জলবায়ু পরিবর্তনের এইসংকটময় সময়ে, শস্য উৎপাদন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। যার সরাসরি প্রভাবের মধ্যে অন্যতম ব্র্যাসেকেসি (সর্ষে) পরিবারের ফসলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস। বিশেষত ব্র্যাসেকেসি রাপা ইত্যাদি কেবল আমাদের খাদ্য চাহিদাই মেটায়না। দৈনন্দিন জীবনে এদের বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। এই উদ্ভিদগুলি ভোজ্যতেল উৎপাদন থেকে শুরু করে শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এমনকি দূষিত মাটি পরিশোধনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এইগুলির। এমতাবস্থায় এই গুরুত্বপূর্ণ ফসলের সংরক্ষণ গবেষণার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারে এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সৌমিতা পোদ্দার ও তাঁর ছাত্রী গবেষিকা সায়নী দাস লাহা।

ডঃ পোদ্দার জানান,'আমি এবং আমার পিএইচডি শিক্ষার্থী সায়নী দাস লাহা গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে ব্র্যাসেকেসি রাপাতে ৩৬৭টি ছত্রাক প্রতিরোধী এবং ৯৮২টি লবণাক্ততা প্রতিরোধী জিন রয়েছে।এর মধ্যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ জিন উভয় ধরনের প্রতিবন্ধকতা রুখতে সক্ষম। ব্র্যাসেকেসির আরেক প্রজাতি জুন্সিয়ায় এই জিনগুলির আটটি সদৃশ জিন পাওয়া গেছে, যা এই প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলাতে একইভাবে সক্ষম করে তুলেছে এই প্রজাতি গুলিকে। আমাদের এই গবেষণার ফলাফল খুবই ইতিবাচক। প্রতিরোধী জিনগুলির খোঁজ পাওয়ার মানে হল, আমরা এখন জানি কীভাবে সর্ষে ফসলগুলিকে আরও শক্তিশালী করা যায়।'

*গবেষক ডঃ সৌমিতা পোদ্দার*

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ফসল উৎপাদন বিপদের মুখে পড়েছে। একজন সাধারণ কৃষক এখন যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হন, যেমন মাটিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া বা ছত্রাকের আক্রমণ, সেগুলোর প্রতিরোধে এই গবেষণা নতুন দিশা দেখাবে। বিশেষত সর্ষের ক্ষেত্রে অল্টারনারিয়া জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণ এক দুশ্চিন্তার বিষয়। এই প্রেক্ষিতে ডঃ পোদ্দারের আবিষ্কৃত জিনগুলো ব্যবহার করে ভবিষ্যতে এমন ফসলের জাত তৈরি করা যাবে যা, যে কোনও প্রতিকূলতায় টিকে থেকে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সর্ষে গোত্রের বিবর্তনের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে, এদের জিনোমে বারবার মিউটেশন ঘটেছে, যার ফলে তৈরি হয়েছে একটি জটিল জেনেটিক কাঠামো। এই জটিল জেনেটিক কাঠামোয় এমন সব প্রতিরোধী জিন খুঁজে বের করার সুযোগ করে দিচ্ছে, যা ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী ফসলের জাত উদ্ভাবনে সহায়ক হবে। প্রতিরোধী জিনগুলির সঠিক শনাক্তকরণ এবং তাদের কার্যপ্রণালীর বিশদ বোঝাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে এমন ফসলের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে যা ফসলের গুণমানের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে ও আগামী প্রজন্মের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। প্রাথমিকভাবে প্রখ্যাত জার্নাল 'প্ল্যান্টা'তে রিভিউ আকারে এই কাজ প্রকাশিত হয়েছে।

ফাঁস ব্যালন ডি'অর প্রাপকের নাম

# পুরস্কার উঠছে ভিনির হাতে

**প্যারিস, ২৮ অক্টোবর :** ভারতীয় সময় সোমবার রাত ১২.৩০ মিনিটে প্যারিসের থিয়েটার দু শাতলে বসতে চলেছে ব্যালন ডি'অরের মঞ্চ। এজন্য ৪ সেপ্টেম্বর ৩০ জনের নাম মনোনীত করা হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগেই সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে ফাঁস হয়ে গিয়েছে পুরস্কার প্রাপকের নাম। দেখা যাচ্ছে ৬৩০ পয়েন্ট নিয়ে সবাইকে পেছনে ফেলে প্রথমবার ব্যালন ডি'অর পেতে চলেছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। যদিও খবর রটেছিল, রিয়ালের কোনও ফুটবলার এবার ব্যালন ডি'অর পাচ্ছে না বলে তাঁরা পুরস্কার অনুষ্ঠান বয়কট করতে চলেছে। গত মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদকে ভিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এনে দিয়েছিলেন। দুই নম্বরে নাম রয়েছে স্পেনের মিডফিল্ডার রড্রির। কয়েকমাস আগে স্পেনের ইউরো কাপ জয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বর্তমানে অবশ্য তিনি চোটের কারণে মাঠের বাইরে। যা হয়তো ভোটিং প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলেছে। ৫৭৬ পয়েন্ট নিয়ে রড্রি অনেকটাই পিছিয়ে ভিনির থেকে। তিন নম্বরে রিয়ালের আরও এক ফুটবলার জুডে বেলিংহাম। ৪২২ পয়েন্ট পেয়েছেন বলে পোস্টে দেখা গিয়েছে। চার ও পাঁচে যথাক্রমে কিলিয়ান এমবাপে এবং হ্যারি কেন।

# হোয়াইটওয়াশ এড়াতে মরিয়া রোহিত-গম্ভীর

**মুম্বই, ২৮ অক্টোবর :** জোর কা ঝটকা ধীরে সে! ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে। অতীত সাফল্যের কথা ভুলে ভারতীয় ক্রিকেটে এখন গেল গেল রব উঠেছে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রাক্কালে টিম ইন্ডিয়ার জন্য পরিস্থিতি মোটেও সুখকর নয়।

বুমরাহ বন্দনায় ম্যাক্সওয়েল

> নিশ্চিতভাবেই বুমরাহ বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার। আমার খেলা সেরা বোলারদের তালিকাতেও সবার আগেই রাখব ওকে। আমি নিশ্চিত, বুমরাহ ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই সর্বকালের সেরা হতে চলেছে।
>
> **গ্লেন ম্যাক্সওয়েল**

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টের পাশে টিম ইন্ডিয়া সিরিজও হারবে, কে জানত। অথচ ঘরের মাঠে সেটাই ঘটেছে। আর তারপরই ভারতীয় দলকে নিয়ে শুরু হয়েছে সমালোচনার বন্যা। প্রশ্ন উঠেছে, ঘরের মাঠে টম ল্যাথামের নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কি হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় পড়তে হবে টিম ইন্ডিয়াকে?

কী হলে কী হবে, ১ নভেম্বর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট শুরু হলেই বোঝা যাবে। তার আগে কিউয়িদের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়াতে মরিয়া হয়ে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা, কোচ গৌতম গম্ভীররা। তিনদিনে পুনে টেস্ট শেষ হওয়ার পর ক্রিকেটমহলের নজর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দিকে। ১ নভেম্বর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড টেস্ট শুরুর আগে ভারতীয় ক্রিকেটাররা মুম্বইয়ে পৌঁছেও গিয়েছেন। বুধবার দুপুরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনও রয়েছে। তার আগে আজ বাণিজ্যনগরীতে অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গম্ভীরের গোপন বৈঠকের খবর রাতের দিকে সামনে এসেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা-র সঙ্গেও তাঁরা আলাদাভাবে কথা বলেছেন। দলের ব্যাটিংয়ে কেন বারবার সমস্যা হচ্ছে, বোঝার চেষ্টা করছেন রোহিতরা। তাছাড়া ব্যাটারদের একই ভুল বারবার হওয়ার কারণে দলের অন্দরে যথেষ্ট উদ্বেগও রয়েছে।

এমন উদ্বেগ কাটবে কি না, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে মিশন অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টেস্টে নিজেদের মেলে ধরতে মরিয়া রোহিত-বিরাটরা। ভারতীয় দলের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, আসন্ন ওয়াংখেড়ে টেস্টে পূর্ণ শক্তি নিয়েই নামতে চলেছেন রোহিতরা। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে জসপ্রীত বুমরাহকে ওয়াংখেড়ে টেস্টে বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনাও বাতিল করেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ছন্দে ফিরতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়ার একরাশ উদ্বেগের মাঝে সোনালি রেখা হিসেবে আজ হাজির হয়েছেন বুমরাহ। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে তাঁর জন্য এসেছে ঢালাও প্রশংসা। অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আজ বলে দিয়েছেন, ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই বুমরাহ সর্বকালের সেরা হওয়ার পথে। ম্যাক্সওয়েলের কথায়, 'নিশ্চিতভাবেই বুমরাহ বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার। আমার খেলা সেরা বোলারদের তালিকাতেও সবার আগেই রাখব ওকে। আমি নিশ্চিত, বুমরাহ ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই সর্বকালের সেরা হতে চলেছে।'

ভারতীয় ক্রিকেটাররা মুম্বইয়ে পৌঁছে গিয়েছেন। বুধবার দুপুরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনও রয়েছে।

# মোদির মুখে এল ক্লাসিকো

**ভদোদরা, ২৮ অক্টোবর :** বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা কী? উত্তরটা নিঃসন্দেহে ফুটবল। সেই ফুটবলকে সামনে রেখেই স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভারতের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে রয়েছে স্পেনের দুই শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক। গত শনিবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের দ্বৈরথ ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়েছিল এদেশেও। এবারের এল ক্লাসিকোয় শেষ হাসি হেসেছে বার্সেলোনা। সেই কথা শোনা গেল মোদির মুখেও।

*স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো স্যাঞ্চেজের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। ভদোদরায় সোমবার। -এএফপি*

ভারত সফরে এসেছেন স্পেনের রাষ্ট্রপ্রধান পেড্রো স্যাঞ্চেজ। সোমবার সকালে গুজরাটের ভদোদরায় একটি এয়ারক্রাফট কমপ্লেক্স উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোদি। সঙ্গী ছিলেন স্প্যানিশ রাষ্ট্রপ্রধান। দুজনে একটি রোড শো-তেও অংশ নেন। সেখানেই মোদি বলেছেন, 'স্প্যানিশ ফুটবল ভারতেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। এল ক্লাসিকোয় বার্সেলোনার দুর্দান্ত জয় তো এই মুহূর্তে এদেশেও চর্চায়। স্পেনের মতো ভারতেও দুই দলের লড়াই সমর্থকদের কাছে জনপ্রিয়।' ফুটবল দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করছে বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

# দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কোচ ভিভিএস

**মুম্বই, ২৮ অক্টোবর :** ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ শেষের পর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবে টিম ইন্ডিয়া। ৪ নভেম্বর সূর্যকুমার যাদবদের জোহানেসবার্গ রওনা হওয়ার কথা। আসন্ন সেই সিরিজে কোচ হিসেবে যাচ্ছেন না গৌতম গম্ভীর। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ কোচের দায়িত্ব পালন করবেন।

রাহুল দ্রাবিড় যখন টিম ইন্ডিয়ার কোচ ছিলেন, সেই সময় বেশ কয়েকবার জাতীয় দল নিয়ে বিদেশ সফরে গিয়েছেন ভিভিএস। এবারও তিনিই যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। কারণ, সূর্যকুমারদের মিশন দক্ষিণ আফ্রিকার চার ম্যাচের টি২০ সিরিজের সঙ্গে সমস্যা তৈরি হয়েছে রোহিত শর্মাদের অস্ট্রেলিয়া সফরের। ৫ নভেম্বর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শেষ হচ্ছে রোহিতদের। তারপরই রোহিত, বিরাট কোহলিদের স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে রওনা হওয়ার কথা। পারথে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্ট শুরু ২২ নভেম্বর। তাই স্যর ডনের দেশে আগে হাজির হয়ে পাঁচ টেস্টের সিরিজের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন ভারতীয় ক্রিকেটারদের। সেই কারণেই রোহিতদের নিয়ে কোচ গম্ভীর উড়ে যাবেন অস্ট্রেলিয়ায়। আর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে চার ম্যাচের টি২০ সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেট দলের দায়িত্ব সামলাবেন ভিভিএস। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ এমন তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় চার ম্যাচের টি২০ সিরিজের সময় কোচ ভিভিএসের সহকারি হিসেবে সাইরাজ বাহুতুলে, হৃষীকেশ কানিতকার ও শুভদীপ ঘোষ থাকবেন। তাঁরা সকলেই বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভিভিএসের সহকারী হিসেবে কাজ করেন।

# সাফকে চিঠি এআইএফএফএ-র

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** রবিবার নেপালের কাছে হেরে মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নিয়েছে ভারত। তবে রেফারির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে প্রায় ১ ঘণ্টা ম্যাচ খেলেনি নেপাল। তাতেই ছন্দপতন হয় ভারতের মেয়েদের। গোটা ঘটনায় নিজেদের ক্ষোভের কথা জানিয়ে দক্ষিণ এশিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিচ্ছে এআইএফএফ। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দাবি, এর আগে একইরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলকে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে, ফেডারেশনের কাছে ফুটবলারদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

# টিকে থাকাই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** আইএসএলে টানা ছয় ম্যাচ হারের পর এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে গিয়ে প্রথম ম্যাচে ড্র। এই এক পয়েন্ট আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে নাকি পারো এফসি-র মতো দলকে হারাতে না পারায় ফুটবলাররা হীনমন্যতায় ভুগবেন, তা সময়ই বলবে। তবে টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে তুলনায় শক্তিশালী বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ জিততেই হবে ইস্টবেঙ্গলকে।

**এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে**
**বসুন্ধরা কিংস বনাম ইস্টবেঙ্গল**
**সময় :** রাত ৮.৩০ মিনিট
**স্থান :** চাংলিমিথাং

প্রতিপক্ষ হাতের তালুর মতো চেনা লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁর। লম্বা সময় এই ক্লাবেই কোচিং করিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়ার আগে। আপাতত অবশ্য বর্তমান দলকে শারীরিক, টেকনিকাল দিকের সঙ্গে মানসিকভাবে চাঙ্গা করতেই সময় যাচ্ছে তাঁর। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সেকথাই বেরিয়ে এল তাঁর মুখ দিয়ে, 'এই ম্যাচটা আমাদের কাছে মাস্ট উইন গেম। তাই প্রতিদিনই ছেলেদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করতে কথা বলছি। আমরা যদি এত বড় প্রতিযোগিতায় এসে গ্রুপ লিগ পর্যায় পার করার জন্য উজ্জীবিত না হই তাহলে বলতেই হবে, দলের সমস্যা গভীর। তবে আমার মনে হয়, ছেলেরা পরিস্থিতিটা বুঝতে করতে পারছে। এবং ওরা তৈরি। জিততে পারলে তো খুবই ভালো। নাহলে অন্তত একটা ড্র আমাদের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে রেখে দেবে।' প্রতিপক্ষের বেশ কিছু ফুটবলার তাঁর চেনা। তাঁদের খেলার ধরনও জানা। তবু এখন পরিস্থিতি অন্য বলে মনে করছেন ব্রুজোঁ, 'কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার সম্পর্কে আমার ধারণা আছে, এটা ঠিক। তাছাড়া আগের ম্যাচে ওদের খেলা আমি দেখেছি বলে ওদের কোচের কিছু পরিকল্পনা আন্দাজ করতে পারছি। তবু সবকিছু বোঝা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রতিপক্ষ নয়, আমরা নিজেদের নিয়ে ভাবছি। কারণ ম্যাচটা আমরা নিজেরা কী করব, তার উপর নির্ভর করছে।'

দলকে উজ্জীবিত করে চলেছেন ব্রুজোঁ

*বসুন্ধরা ম্যাচের প্রস্তুতিতে জিকসন সিং, নন্দকুমার শেখর ও সাউল ক্রেসপো।*

ইস্টবেঙ্গলে এই মুহূর্তে চোট-আঘাত আর তেমন নেই। বরং এএফসি-তে গিয়ে একাধিক বিদেশি খেলাতে পারাটা বাড়তি সুবিধা। গোল পেয়ে প্রাথমিক জড়তা কাটাতে পারবেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসও। দলের অন্যতম অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার হেক্টর ইউস্তে জানাচ্ছেন কৃত্রিম ঘাসের মাঠ বা আবহাওয়া নিয়ে তাঁরা চিন্তিত নন। তবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে থাকার সময়ে তিনি যেহেতু বসুন্ধরার বিপক্ষে খেলেছেন গত মরশুমে তাই দলটা সম্পর্কে ধারণা থেকেই জানিয়ে দেন, প্রতিপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী। ইউস্তের মন্তব্য, 'গত বছর দেখেছি ওরা খুবই শক্তিশালী দল। বিশেষ করে বিদেশিরা দুর্দান্ত। ঘরের মাঠে ড্র ও ঢাকায় গিয়ে ১-২ গোলে হেরে যাই। এবারের দল সম্পর্কে জানি না। তবে আমাদের জিততেই হবে।' দলে কোনও পরিবর্তন হবে কি না তার কোনও আভাস ব্রুজোঁ এদিন দেননি। তবে এই ম্যাচ জিতে টিকে থাকতে সেরা দলটাই যে লাল-হলুদ কোচ নামাতে চলেছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

# আম্পায়ারিং নিয়ে ক্ষোভ বাংলা দলের

**কেরল-২৬৭/৭**

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** গজরাচ্ছিলেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা!

এটাকে আম্পায়ারিং বলে? এমন আম্পায়ারিং চলতে থাকলে ভারতীয় ক্রিকেটের মান আরও নষ্ট হবে।

সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বাংলা বনাম কেরলের ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে রীতিমতো ক্ষোভে ফুটতে ফুটতে মাঠ থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন বাংলার কোচ। তাঁর এমন ক্ষোভ ও আচরণ স্বাভাবিক।

ঈশানের পাঁচ

কেরলের বিরুদ্ধে গতকাল খেলা শুরুর পর বাংলার শুরুটাও ভালো হয়েছিল। বল হাতে মরশুমের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে ঈশান পোড়েল (৮৩/৫) দলকে ভরসাও দিয়েছিলেন। আজ বদলে গেল ছবিটা। তার জন্য সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষ্প্রাণ পিচ যেমন দায়ী, তেমনই কাঠগড়ায় ম্যাচের দায়িত্বে থাকা আম্পায়াররা। বাংলার এগিয়ে চলার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ানো জলজ সাক্সেনা (৮৪) ৭২ রানে স্লিপে অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদারের হাতে সহজ ক্যাচ দিয়ে জীবন পাওয়া আগে তাঁকে অক্সিজেন দিয়েছিলেন আম্পায়াররা। ব্যক্তিগত ১৭ ও ৩৭ রানের মাথায় শাহবাজ আহমেদের বলে এমন দুটি এলবিডব্লিউ তাঁকে না দিয়ে বাংলা শিবিরের ক্ষোভের সামনে আম্পায়াররা। অভিজ্ঞ জলজ যদি আগে আউট হতেন, তাহলে তৃতীয় দিনের শেষে কেরলের রানটা ২৬৭/৭ পৌঁছে যেত না। গতকালের ৫১/৪ থেকে শুরু করে আজ তৃতীয় দিনের শুরুতে ঈশানই ধাক্কা দিয়েছিলেন কেরলকে। কিন্তু আম্পায়ারের দাক্ষিণ্যে দু'বার (মোট তিনবার) জীবন পেয়ে বাংলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিলেন জলজ। দোসর হিসেবে সঙ্গে পেলেন সলমন নিজার (অপরাজিত ৬৪) ও মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে (অপরাজিত ৩০)।

গতকাল খেলা শুরুর সময়ই বোঝা গিয়েছিল সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের বাইশ গজ নিষ্প্রাণ। খেলা শুরু থেকে বল নীচিও হচ্ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই ক্রিকেটের বেসিক ঠিক রেখে শৃঙ্খলার বোলিং করে দলকে ভরসা দেওয়ার কাজটা করেছিলেন ঈশান। বল হাতে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, প্রদীপ্ত প্রামাণিকরাও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত 'ভুল' হলে কারই বা কী করার আছে। দিনের খেলার শেষে ব্যাকফুটে থাকা বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'ওদের স্কোরটা শেষ পর্যন্ত কত হবে, জানি না। কিন্তু যাই হোক না কেন, আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের মাধ্যমে প্রথম ইনিংসে লিড পাওয়ার জন্য ঝাঁপাব আমরা। দেখা যাক কী হয়।'

বিহার ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট প্রাপ্তির পর কেরল ম্যাচে তিন পয়েন্ট না এলে নকআউটের লক্ষ্যে সমস্যা বাড়বে বাংলার।

*জলজ সাক্সেনা ও সলমন নিজারের ১৪০ রানের জুটিতে চাপে বাংলা।*

# ধোনিকে স্টাম্পিংয়ের পাঠ দেন স্ত্রী সাক্ষী

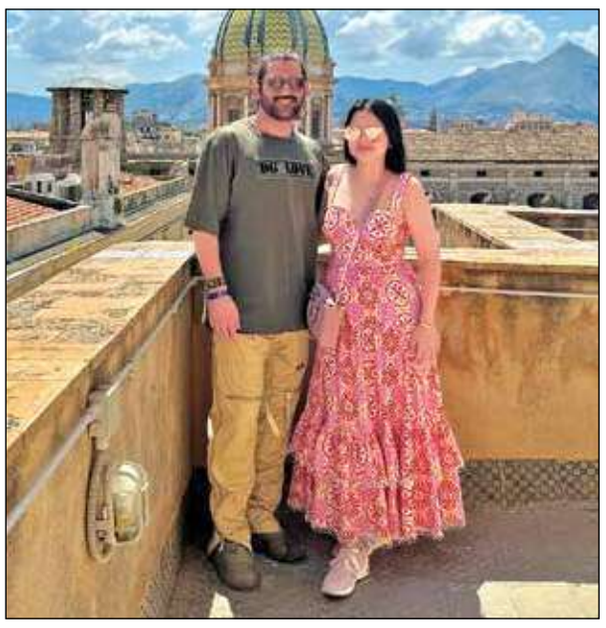

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** তড়িৎ গতিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেওয়া সিদ্ধান্ত বহু ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিয়েছে। সেই তাঁকে বাড়িতে টিভিতে খেলা দেখতে বসে স্ত্রী সাক্ষীর থেকে শুনতে হয়েছিল, 'তুমি স্টাম্পিংয়ের নিয়ম জানো না।' খোদ ধোনি একটি অনুষ্ঠানে ফাঁস করেছেন যা। বলেছেন, 'একদিন বাড়িতে সাক্ষীর সঙ্গে বসে একটি ৫০ ওভারের ম্যাচ দেখছিলাম। সাধারণত ওর সঙ্গে বাড়িতে ক্রিকেট নিয়ে কথা হয় না। সেদিন এক ব্যাটার ওয়াইড বলে চালাতে গিয়ে স্টাম্পড হন। ফিল্ড আম্পায়ার তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত ঘোষণার দায়িত্ব দিলেও ব্যাটার ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটা লাগায়। যা দেখে সাক্ষী বলে, ওয়াইড বলে তো স্টাম্পিং হয় না। দেখো তৃতীয় আম্পায়ার ওকে ঠিক ডেকে নেবে।' এরপর মাহি স্ত্রীর ভুল ভাঙাতে বলেছিলেন, 'নো বলে স্টাম্পিং হয় না, ওয়াইড বলে হয়।' যা বলার পরই স্ত্রীর বিস্ময়কর উক্তি চমকে দিয়েছিল ধোনিকে।

আগামী বছরের আইপিএলে খেলার জল্পনা ইতিমধ্যেই তৈরি করে দিয়েছেন তিনি। সেইমতো চেন্নাই সুপার কিংসও আইপিএলের আসন্ন নিলামের আগে ধোনিকে 'আনক্যাপড' প্লেয়ার হিসেবে রিটেইন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এর মাঝেই গতবারের আইপিএলে আট নম্বরে ব্যাটিং করতে নামার কারণ প্রকাশ্যে আনলেন মাহি।

ফিনিশার ধোনিকে বরাবার দেখে এসেছে ক্রিকেটবিশ্ব। কিন্তু গত বছরের আইপিএলে শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজাদের পর ব্যাট হাতে নেমেছেন ধোনি। যা ভক্তদের অবাক করেছিল। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই সিএসকে-র স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু আটে নামার কারণ প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের 'মহেন্দ্রবাবু' বলেছেন, 'আমি খুব সহজ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। যদি দলের বাকিরা নিজেদের ভূমিকা যথাযথ পালন করে, তাহলে কেন আমি উপরে ব্যাটিং করব?

> একদিন বাড়িতে সাক্ষীর সঙ্গে বসে একটি ৫০ ওভারের ম্যাচ দেখছিলাম। সাধারণত ওর সঙ্গে বাড়িতে ক্রিকেট নিয়ে কথা হয় না। সেদিন এক ব্যাটার ওয়াইড বলে চালাতে গিয়ে স্টাম্পড হন। ফিল্ড আম্পায়ার তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত ঘোষণার দায়িত্ব দিলেও ব্যাটার ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটা লাগায়। যা দেখে সাক্ষী বলে, ওয়াইড বলে তো স্টাম্পিং হয় না। দেখো তৃতীয় আম্পায়ার ওকে ঠিক ডেকে নেবে।
>
> **মহেন্দ্র সিং ধোনি**

গতবারের আইপিএলের কথাই যদি ধরেন, তাহলে চলতি বছর টি২০ বিশ্বকাপ ছিল। আইপিএলের পরই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা হত। তাই চেয়েছিলাম, সিএসকে-র ভারতীয়দের মধ্যে যাঁদের (জাদেজা, দুবে) স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদের ব্যাটিং অর্ডারে এগিয়ে দিতে। আমি দেশের জার্সিতে অবসর নিয়েছি। বিশ্বকাপের স্কোয়াডে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নেই। তাই ব্যাটিং অর্ডারে নীচের দিকে নেমেই আমি খুশি। দলও আমার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিল। আমার জায়গায় অন্য কেউ ফিনিশারের দায়িত্ব পালন করলে কোনও সমস্যা নেই।'

# ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে শেষ হ্যাগ জমানা

**লন্ডন, ২৮ অক্টোবর :** কয়েকদিন ধরে জল্পনা চলছিল। অবশেষে তা সত্যি হল। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচের পদ থেকে বরখাস্ত করা হল এরিক টেন হ্যাগকে। সোমবার ক্লাবের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে এই ঘোষণা করা হয়। চলতি মরশুমটা একদমই ভালো যাচ্ছিল না রেড ডেভিলসের। রবিবার ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের কাছে ২-১ গোলে হারার পর টেন হ্যাগের চাকরি যাওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আপাতত লিগে ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে রয়েছেন ব্রুনা ফার্নান্ডেজরা। ইউরোপা লিগেও ৩৬টি দলের মধ্যে তাদের স্থান ২৩তম। স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন পরবর্তী জমানায় ষষ্ঠ কোচ হিসেবে ছাঁটাই হলেন হ্যাগ।

*এরিক টেন হ্যাগ*

আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেব প্রাক্তন ম্যান ইউ তারকা রুড ভ্যান নিস্তেলরুইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ডাচ তারকা গত মরশুমে হ্যাগের সহকারী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খুব দ্রুত নতুন কোচ নিয়োগ করা হবে। পরবর্তী কোচ হিসেবে একাধিক বড় নাম উঠে এসেছে। এই তালিকায় জাভি হার্নান্ডেজ, জিনেদিন জিদান, গ্রাহাম পটার, সিমোনে ইনজাঘির নাম রয়েছে।

*ছেলে অগস্ত্যর কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম হার্দিক পান্ডিয়ার।*

# তিন ফরম্যাটে চোখ হর্ষিতের

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** গত আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে নজর কাড়েন। তারপর থেকে একাধিকবার ভারতীয় দলে ডাক পেলেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে এখনও অভিষেক হয়নি হর্ষিত রানার। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির রিজার্ভ স্কোয়াডেও রয়েছেন দিল্লির এই পেসার। হর্ষিত জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়া সফরে ডাক পাওয়া তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো। একই সঙ্গে জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেকের অপেক্ষায় হর্ষিত নিজেকে তৈরি রাখতে চান তিন ফরম্যাটের জন্যই।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে হর্ষিত বলেছেন, 'টিম ম্যানেজমেন্ট আমার ওয়ার্কলোডের কথা মাথায় রাখছে। তবে আমি টি২০, ওডিআই, টেস্ট তিন ফরম্যাটের জন্য নিজেকে তৈরি রাখতে চাই।' পাশাপাশি জাতীয় শিবিরে থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাও ভাগ করে নেন। বলেছেন, 'রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের নেটে বল করা ম্যাচের থেকে কোনও অংশে কম নয়।' তিনি পরামর্শ পেয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের থেকেও।

# মহমেডানে মেন্টাল স্ট্রেংথ কোচ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** পরপর তিন ম্যাচে হার। যার জেরে ফুটবলারদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি নিয়ে পদক্ষেপ নিতে চলেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও কেরালা ব্লাস্টার্সের পর হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে রীতিমত নাস্তানাবুদ হয়ে ৪ গোলে হার আন্দ্রেই চেরনিশভ বাহিনীর। এরপর রাশিয়ান কোচকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এমনকি ম্যাচের পর তাঁর দলের মনোবিদ প্রয়োজন কি না তা নিয়ে কোচকেও প্রশ্ন করা হলে চেরনিশভ মেনে নেন, কোথায় একটা খামতি আছে দলের। সেখান থেকে ফুটবলারদের বার করা প্রয়োজন। এরপরেই নড়েচড়ে বসেন কর্তারা। কোচকে রেখে দিয়ে একজন মেন্টাল স্ট্রেংথ কোচ নিয়োগ করা যে দরকার, একথা বলেন তাঁরাই। এদিন এই বিষয়ে কোচ ও ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ক্লাবের বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তা রাহুল টোডি ও অন্যান্যরা। সেখানেই ঠিক হয় ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের আগে হাতে বেশ কয়েকটা দিন সময় আছে। তার আগেই ফুটবলারদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করতে একজন মেন্টাল স্ট্রেংথ কোচকে জুড়ে দেওয়া হবে দলের সঙ্গে। শ্রাচি গ্রুপের সঙ্গে যে চুক্তি আছে সেই অনুযায়ী তারাই এই মেন্টাল স্ট্রেংথ কোচকে নিয়ে আসবে। তারা আবার চুক্তিবদ্ধ বেঙ্গালুরুর 'ইয়েস' নামের একটি সংস্থার সঙ্গে। সেখান থেকেই আসবেন মনকে চাঙ্গা করার এই কোচ। এই সংস্থাতেই রি-হ্যাব করছেন মহমেডানের চোট পাওয়া বিদেশি ডিফেন্ডার মহম্মদ কাদিরি।

# অঞ্জলি জুয়েলার্স

## সবার জন্য

অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন

QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন

5% EXTRA CASHBACK SBI card

#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Cashback: ₹4,000 per card account.
Validity: 24 Oct - 30 Oct 2024. T&C Apply.

নতুন শোরুমঃ তমলুক - পদুমবাসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২
কাটোয়া - ৪/১, কাছারি রোড, গোয়েঙ্কা মোড়, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১৩০, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩

গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।

গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:

Page29/AJ/1024

# ৬ মাসেই ইস্তফা কার্স্টেনের

## অস্ট্রেলিয়ায় অজিদের হারাব, হুংকার রিজওয়ানের

**লাহোর, ২৮ অক্টোবর :** পাকিস্তানের সাদা বলের কোচের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন গ্যারি কার্স্টেন। তাঁর জায়গায় অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব সামলাবেন টেস্ট দলের কোচ জেসন গিলেসপি। কার্স্টেনের ইস্তফা গ্রহণ করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এক্সে (টুইটার) লিখেছে, 'কার্স্টেন ইস্তফা দেওয়ায় অস্ট্রেলিয়ায় আগামী মাসে সাদা বলের ক্রিকেটে কোচিং করাবেন গিলেসপি।'

গ্যারি কার্স্টেন

ভারতকে ২০১১ ওডিআই বিশ্বকাপ জেতানো কার্স্টেন চলতি বছরের এপ্রিলে পাক দলের কোচ হয়েছিলেন। চুক্তি ছিল দুই বছরের। কিন্তু ছয় মাস না গড়াতেই ইস্তফা দিতে হল কার্স্টেনকে। এর কারণ হিসেবে উঠে আসছে পাক বোর্ডের নতুন নির্বাচন কমিটির কথা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের আগে গিলেসপি বলেছিলেন, 'আমার দায়িত্ব এখন শুধুমাত্র ম্যাচ বিশ্লেষকের, যেটার জন্য আমি সই করিনি।' দল নির্বাচনেও তাঁর কোনও ভূমিকা নেই। সূত্রের খবর, গিলেসপি মেনে নিলেও কার্স্টেন এই পরিস্থিতি মানতে চাননি। তাই তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। মজার ব্যাপার হল, কার্স্টেন যে একদিনের ক্রিকেটে বিশেষজ্ঞ সেই ওডিআই-তে পাক দলকে একটিও সিরিজে কোচিং না করিয়েই তাঁকে বিদায় নিতে হল।

এদিকে, অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েই 'অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো'র হুংকার দিলেন পাকিস্তানের মহম্মদ রিজওয়ান। তিনি আরও বলেছেন, 'অতীতের ফল দেখলেই বোঝা যায় অস্ট্রেলিয়ায় আমরা সুবিধা করতে পারিনি। তবে আমাদের দলের ওপর সমর্থকরা ভরসা করতে পারেন।'

## মহমেডানকে আর্থিক জরিমানা

# সিদ্ধান্ত বদল আইএফএ-র

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** গভর্নিং বডির সভায় সিদ্ধান্ত বদল আইএফএ-র। কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচে ভূমিপুত্র খেলানোর নিয়ম লঙ্ঘন করায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে শুধুমাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করা হচ্ছে। অতিরিক্ত কোনও পয়েন্ট পাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের তরফে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে। আইএফএর তরফে সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'মহমেডানের ভুল অনিচ্ছাকৃত। ইস্টবেঙ্গলকে পয়েন্ট দেওয়া হলে অকারণে ডায়মন্ড হারবারকে ভুগতে হত। লিগের গুরুত্বও হারাতো।' এক্ষেত্রে নতুন আইন তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার। সিদ্ধান্ত বদলের ফলে ইস্টবেঙ্গল-ডায়মন্ড হারবার ম্যাচটাই খেতাব নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ালো।

ডায়মন্ড হারবার এফসির তরফেও সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান হয়েছে। এদিকে ভাইফোঁটার লিগ শেষ করতে চাইছে আইএফএ-র। তবে কিবু ভিকুনার দলের ১৪ জন ফুটবলার বাংলা সহ সন্তোষ ট্রফির অন্যান্য দলে রয়েছেন। তারপর সিকিম গোল্ড কাপে খেলতে যাবে তারা। তারপর যাতে ম্যাচটা দেওয়া হয় আইএফএর কাছে সেই আবেদন জানাতে চলেছে ডায়মন্ড হারবার।

এদিকে আইএফএর তরফে এদিন আরও একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভবিষ্যতে সূচি ঘোষণার পর কোনও ক্লাব ম্যাচের দিন পরিবর্তনের জন্য আপিল করতে পারবে না।

## চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নেতৃত্বে সালিমা

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** মহিলাদের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিডফিল্ডার সালিমা টেটে। স্ট্রাইকার নভনীত কাউরকে দলের সহঅধিনায়ক করা হয়েছে। বিহারের রাজগির হকি স্টেডিয়ামে ১১ নভেম্বর থেকে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে।

ফ্যান ক্লাবের তরফে জেসন কামিংসের হাতে কালী মূর্তি তুলে দেওয়া হল।

# অনুশীলনে আশিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** তখন সবে অনুশীলন শেষ হয়েছে। মাঠের মাঝে হাসিমুখে নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিংসরা। বোঝাই যাচ্ছে হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এদিন অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন আশিক কুরুনিয়ান। তবে মূল দলের সঙ্গে প্র্যাকটিস করেননি তিনি। সাইডলাইনেই রইলেন। প্রকাশ্য কিছু না বললেও আশিক ও সাহাল আব্দুল সামাদের ওপর কিন্তু বেশ বিরক্ত মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। সোমবার অবশ্য আপুইয়া রালতে ও আশিস রাই চোট সারিয়ে পুরোদমে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন।

এদিকে, প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সেরাটা দিতে চান দীপক টাংরি। বাগান মিডফিল্ডের অন্যতম স্তম্ভের কথায়, 'আমরা কঠোর অনুশীলন করে ধীরে ধীরে উন্নতি করেছি। আস্তে আস্তে দলটা সেট হয়েছে। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সেরাটা দিতে চাই।' আপুইয়া না অনিরুদ্ধ থাপা, কার সঙ্গে তাঁর ভালো বোঝাপড়া? উত্তরে দীপক বলেছেন, 'দুইজনেই ভালো ফুটবলার। কোচ যার সঙ্গে খেলতে বলবে, তার সঙ্গেই খেলব।' এদিন মোহনবাগানের দুই ফ্যান ক্লাব রক্তে আমার মোহনবাগান ও মেরিনার্স অনসাইডের সদস্যরা দীপাবলির উপহার হিসেবে মা কালীর ছবি তুলে দেন ফুটবলারদের হাতে।